সন্তু-কাকাবাবু সিরিজ

বিজয়নগরের হিরে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
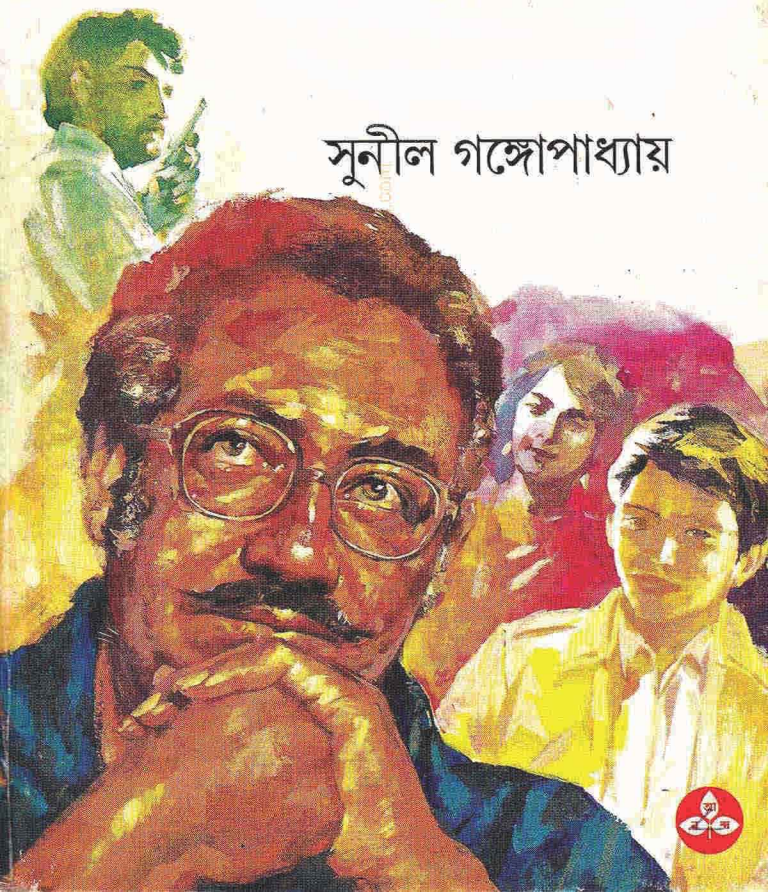
বিজয়নগরের হিরে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

www.boiRboi.blogspot.com

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী
জাহিদ স্মৃতি ভবন, খুলনা।
যোগ নং : ১২৭৪৮
ডাক নম্বর ঃ
মূল্য ৪০.০০ তারিখ ১০.৭.১৪০৬

এই লেখকের অন্যান্য বই

আঁধার রাতের অতিথি
কলকাতার জঙ্গলে
কালোপদার্র ওদিকে
খালিজাহাজের রহস্য
জঙ্গলের মধ্যে এক হোটেল
জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ
জলদস্যু
ভুংগা
তিন নম্বর চোখ
পাহাড় চূড়ায় আতঙ্ক
ভয়ংকর সুন্দর
মিশর রহস্য
সত্যি রাজপুত্র
সবুজ দ্বীপের রাজা
রাজবাড়ির রহস্য
হলদে বাড়ির রহস্য ও
দিনে ডাকাতি

www.boiRboi.blogspot.com

A.S.B

দু'পাশে ধুধু-করা মাঠ, তার মাঝখান দিয়ে রাস্তা। কোনও বাড়িঘর তো দেখাই যাচ্ছে না, মাঠে কোনওরকম ফসল নেই, গাছপালাও প্রায় নেই বলতে গেলে। অনেক দূরে দেখা যায় পাহাড়ের রেখা। এই অঞ্চলটাকে ঠিক মরুভূমি বলা যায় না, ভাল বাংলাতে এইরকম জায়গাকেই বলে 'উষর প্রান্তর'।

রাস্তাটা অবশ্য বেশ সুন্দর, মসৃণ, কুচকুচে কালো, যত্ন করে বাঁধানো। গাড়ি চলার কোনও ঝাঁকুনি নেই, রাস্তার দু'পাশে কিছু দেখারও নেই, তাই সবারই ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গাড়ি যে চালাচ্ছে, তাকে তো চোখ মেলে থাকতেই হবে, রঞ্জন সেইজন্য নস্যি নিচ্ছে মাঝে-মাঝে। আকাশে একটুও মেঘের চিহ্ন নেই, মধ্য গগনে গনগন করছে সূর্য। মাঝে-মাঝে দু-একটা লরি ছাড়া এ-রাস্তায় গাড়ি চলাচলও নেই তেমন।

সামনের সিটে বসে আছেন কাকাবাবু। চলন্ত গাড়িতেও তিনি বই পড়ছিলেন, একসময় হাত তুলে বললেন, "খাবার জল আর আছে, না ফুরিয়ে গেছে?"

পেছনের সিটের মাঝখানে বসেছে রঞ্জনের স্ত্রী রিঙ্কু, তার দু'পাশে জোজো আর সন্তু। দু'জনেই জানলার ধার চেয়েছিল, কিন্তু এখন ঘুমে ঢুলছে। রিঙ্কু সোজা হয়ে জেগে বসে আছে, তার কোলের ওপর একটা ম্যাপ ছড়ানো। রঞ্জন এর আগে দু-তিনবার ভুল করে অন্য রাস্তায় ঢুকে পড়তে যাচ্ছিল, রিঙ্কুই প্রত্যেকবার তাকে গাড়ি ঘোরাতে বলেছে।

কাকাবাবুর কথা শুনে রিঙ্কু পায়ের কাছ থেকে ওয়াটার বট্‌লটা তুলে নেড়েচেড়ে বলল, "শেষ হয়ে গেছে! আমাদের আরও দুটো-তিনটে জলের বোতল আনা উচিত ছিল!"

ওরা বেরিয়েছে বাঙ্গালোর থেকে খুব ভোরে। সেখানকার আবহাওয়া

খুব সুন্দর, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা, পথে যে এত গরম পড়বে সে-কথা তখন মনে আসেনি।

কাকাবাবু বললেন, "একটা কোনও নদী-টদিও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না এদিকে।"

রঞ্জন বলল, "এর পর যে পেট্রোল-পাম্প পড়বে, সেখানে আমরা জল খাব, গাড়িও জল-তেল খাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "এ-তল্লাটে কোনও পেট্রোল-পাম্প আছে কি? শুধুই তো মাঠের পর মাঠ দেখছি!"

রিঙ্কু বলল, "ম্যাপে দেখা যাচ্ছে, আর ১৪ কি··· না, না, দাঁড়ান, হিসেব করে বলছি, উঁ, ইয়ে, প্রায় তিন ক্রোশ পরে একটা বড় জায়গা আসছে, এর নাম চিত্রদুর্গা! সেখানে গাড়ির পে··· মানে তেল আর খাবার-টাবার পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই!"

রঞ্জন অবহেলার সঙ্গে বলল, "তিন ক্রোশ? কতক্ষণ লাগবে, পনেরো মিনিটে মেরে দেব! তোমরা সবাই এরই মধ্যে এত ঝিমিয়ে পড়ছ কেন, চিয়ার আপ!"

সন্তু ঘুম-জড়ানো গলায় বলল, "রঞ্জনদা দু'বার, কাকাবাবু একবার!"

রঞ্জন বলল, "এই রে, বিচ্ছুটা সব শুনছে? আমি ভেবেছিলুম ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি!"

সন্তু পকেট থেকে একটা ছোট্ট নোটবই বার করে কী যেন লিখল, তারপর আবার চোখ বুজল।

রঞ্জন বলল, "আরে, এ-ছেলে দুটো এত ঘুমোয় কেন? আমরা কত ভাল-ভাল জিনিস দেখছি।"

সন্তু চোখ না খুলেই বলল, "কিছু দেখার নেই!"

রঞ্জন বলল, "একটু আগে রাস্তা দিয়ে দুটো ছোট-ছোট বাঘ চলে গেল। এখন হাতি দেখতে পাচ্ছি, একটা, দুটো, তিনটে··· কাকাবাবু, আপনি দেখতে পাচ্ছেন না?"

কাকাবাবু বললেন, "আরে, তাই তো! রঞ্জন কি ম্যা··· ইয়ে জাদুবিদ্যে জানে নাকি? সত্যিই তো হাতি!"

কাকাবাবুর কথা শুনে সন্তু ধড়মড় করে উঠে বসল। কোনও সন্দেহ

নেই, সোজা রাস্তাটার অনেক দূরে গোটাতিনেক হাতি দেখা যাচ্ছে। সন্তু ধাক্কা দিয়ে জাগাল জোজোকে।

জোজো সামনের দিকে চেয়েই বলল, "ওয়াইল্ড এলিফ্যান্টস!"

সন্তু পকেট থেকে ছোট খাতাটা বার করতে-করতে বলল, "জোজো এক!"

রঞ্জন বলল, "এই ধুধু-করা মাঠের মধ্যে বন্য হস্তী আসিবে, ইহা অতিশয় অলীক কল্পনা। আমার মনে হয়, এই হস্তীযূথ বিক্রয়ের জন্য হাটে লইয়া যাওয়া হইতেছে। সন্তু, একটা হাতি কিনবি নাকি?"

গাড়িটা আরও কাছে আসবার পর দেখা গেল হাতিগুলোর সঙ্গে বেশ কিছু লোকজনও আছে, কয়েকজন সানাই বাজাচ্ছে। মাঝখানের হাতিটায় একজন প্যান্ট-কোট পরা লোক বসে আছে, তার গলায় অনেকগুলো মালা, মাথায় সাদা জরি-বসানো পাগড়ি!

রিঙ্কু বলল, "ওমা, বর যাচ্ছে!"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "বউ কোথায়? প্যান্ট-কোট-পরা বর হয় নাকি?"

রঞ্জন বলল, "হ্যাঁ, হয়। এখানে এরা সুট পরে, পাগড়ি মাথায় দিয়ে বিয়ে করতে যায়। এই লোকটা বিয়ে করতে যাচ্ছে।"

রিঙ্কু বলল, "এদের দিনের বেলা বিয়ে হয়। বাঙালিদের বিয়ের মতন আলো-টালো জ্বালার খরচ নেই!"

জোজো বলল, "এরা হচ্ছে গোন্দ নামে একটা ট্রা··· মানে, উপজাতি। এদের মধ্যে নিয়ম আছে, হাতির বিয়ে দেওয়া খুব ধুমধাম করে। আজ হাতিগুলোরও বিয়ে হবে, তাই ওদের গলাতেও মালা পরানো হয়েছে, দেখেছিস সন্তু!"

রঞ্জন ভুরু কপালে তুলে বলল, "বাঃ, তোমার তো অনেক জ্ঞান দেখছি!"

সন্তু বলল, "ও আপনাকেও ছাড়িয়ে যাবে, রঞ্জনদা!"

জোজো বলল, "আমার মামাবাড়িতে দুটো হাতি ছিল কিনা! সেখানে মাহুতের মুখে শুনেছি। আমার এক মামা সেই মাহুতকে অসম থেকে নিয়ে এসেছিল।"

রঞ্জন ঘ্যাঁচ করে গাড়িতে ব্রেক কষে বলল, "তা হলে জিজ্ঞেস করা

www.boiRboi.blogspot.com

যাক, আজ ওই লোকটার বিয়ে, না হাতিগুলোর বিয়ে ?"

রিঙ্কু ধমক দিয়ে বলল, "এই রঞ্জন, পাগলামি করবে না !"

রঞ্জন গোঁফ-দাড়ির ফাঁক দিয়ে অনেকখানি হেসে বলল, "আমার নতুন-নতুন জিনিস শিখতে খুব ভাল লাগে। হাতির বিয়ে !"

বছরখানেক ধরে রঞ্জন দাড়ি রাখছে। শুধু রাখছে না, দাড়ি ইচ্ছেমতন বাড়তে দিচ্ছে, এখন তাকে প্রায় ইতিহাসের নানাসাহেবের মতন দেখায়। তার চেহারাটিও সেরকম বিরাট। কিন্তু তার হাসিতে এখনও একটা দুষ্টু ছেলের ভাব ফুটে ওঠে।

কিছু লোক হাতির পিঠে চেপেছে, কিছু লোক পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। সানাইওয়ালারা গাড়ি দেখে যেন বেশি উৎসাহ পেয়ে জোরে-জোরে বাজাতে লাগল। রঞ্জন তাল দিতে-দিতে বলল, "এদের সঙ্গে বরযাত্রী হয়ে চলে যাব ? ভাল খাওয়াবে !"

কাকাবাবু অনেকক্ষণ কোনও কথা বলেননি। এবার বললেন, "রঞ্জন, গাড়ি থামালেই গরম বেশি লাগছে। আগে আমার একটু জল খাওয়া দরকার।"

রঞ্জন সঙ্গে-সঙ্গে গাড়িতে আবার স্টার্ট দিয়েই এই হাতির শোভাযাত্রাটাকে পাশ কাটিয়ে হুস করে বেরিয়ে গেল।

রিঙ্কু বলল, "এই কী করছ ? এত স্পিড দিও না !"

সন্তু খাতা বার করে বলল, "রিঙ্কুদি এক !"

রিঙ্কু বলল, "কেন ? আমি কী বলেছি ? ওঃ হো, স্পিড ! না বাপু, আমি এই খেলা খেলতে পারব না !"

কাকাবাবু হাসতে লাগলেন। রঞ্জন একটা স্বরচিত গান ধরে দিল, "গতি ! গতি ! যার নাই কোনও গতি, সেই করে ওকালতি ! কিংবা সে পথ ভোলে, ভুলুক না, তাহে কী-বা ক্ষতি !"

সামনেই একটা মোড় এল, ডান দিকে বাঁ দিকে দুটো রাস্তা বেরিয়ে গেছে। রিঙ্কু বলল, "পথ ভুল করলে চলবে না ! রঞ্জন, এবার লেফট টার্ন নাও, আমরা হাইওয়ে ছাড়ব না। ওইটা হাইওয়ে দেখতে পাচ্ছ না ?"

সন্তু বলল, "রিঙ্কুদি দুই !"

জোজো বলল, "দুই না, তিন। হাইওয়ে দু'বার বলেছে !"

www.boiRboi.blogspot.com

রিঙ্কু বলল, "অ্যাই, হাইওয়ের বদলে কী বলব রে ?"

সন্তু বলল, "রাজপথ। বাকিগুলো শাখাপথ।"

কাকাবাবু বললেন, "সামনে ওই যে পাহাড়ের ওপর মন্দির দেখা যাচ্ছে, ওইটাই খুব সম্ভবত চিত্রদুর্গা। অনেকদিন আগে এখানে একবার এসেছিলাম, ভাল মনে নেই। পাহাড়টার গায়ে একটা দুর্গ আছে। খুব সম্ভবত এই জায়গাটার আসল নাম চিত্র-দুর্গ, ইংরেজি বানান দেখে-দেখে লোকে এখন বলে চিত্রদুর্গা। এসব দিকে দুর্গার মন্দির থাকা অস্বাভাবিক। ওপরের মন্দিরটা বোধহয় শিবমন্দির।"

রঞ্জন বলল, "আর বেশিদূর গিয়ে কী হবে ? ওই পাহাড়টার তলায় যদি কোনও বাংলো-টাংলো পাওয়া যায়, তা হলে সেখানে থেকে গেলেই তো হয় !"

রিঙ্কু বলল, "মোটেই না ! রঞ্জন, আজ সন্ধের মধ্যেই আমরা হাম্‌পি পৌঁছতে চাই !"

জোজো বলল, "মধ্যপ্রদেশে এরকম একটা পাহাড়ের মাথায় মন্দির দেখেছিলুম, সে-পাহাড়টা অবশ্য আরও অনেক উঁচু, সেখানে নরবলি হয়।"

রিঙ্কু একটু চমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি দেখেছ মানে ? তুমি সেই মন্দিরে নরবলি দিতে দেখেছ ?"

জোজো বলল, "আমি যেদিন সেই পাহাড়টার ওপরে উঠি সেদিন শুধু মোষবলি ছিল। তবে আমার মামা নিজের চোখে নরবলি দেখেছে !"

রঞ্জন জিজ্ঞেস করল, "এটা তোমার কোন্ মামা ? যিনি অসম থেকে মাহুত আর হাতি এনেছিলেন ?"

জোজো বলল, "না, সে অন্য মামা !"

রঞ্জন আবার জিজ্ঞেস করল, "তোমার কতজন মামা ?"

জোজো উত্তর দেবার আগেই সন্তু বলল, "আমি এ-পর্যন্ত জোজোর এগারোজন মামা আর সতেরোজন পিসেমশাইয়ের হিসেব পেয়েছি।"

রঞ্জন একটুও অবাক না হয়ে বলল, "তা তো থাকতেই পারে। কারও কারও মামা-মামি, পিসে-পিসির ভাগ্য ভাল হয়। ভাবো তো, যার কোনও মামা নেই, মেসোমশাই কিংবা পিসেমশাই নেই, সে কত হতভাগ্য ! আমি

মামি, মাসি আর পিসিদের কথা বাদই দিচ্ছি!"

রিঙ্কু বলল, "কেন, তুমি মাসি-পিসিদের কথা বাদ দিচ্ছ কেন? মাসি-পিসি না থাকাটাও তো দুর্ভাগ্য!"

রঞ্জন বলল, "এইজন্যই বলি রিঙ্কু, যে-কোনও কথা বলার আগে একটু বুদ্ধি খাটাবে! যে-লোকের মাসি নেই, তার কি মেসোমশাই থাকতে পারে? মনে করো, আমার বাবার কোনও বোন নেই, তা বলে কি আমি যার-তার সঙ্গে পিসেমশাই সম্পর্ক পাতাতে পারি। হ্যাঁ, একটা কথা তুমি বলতে পারো বটে যে, মামিমা না থাকলেও মামা থাকতে পারে! মামা-শ্রেণীর লোকেরা একটু স্বার্থপর হয়, মামিমা'কে বাদ দিয়েও তাদের মধ্যে কেউ-কেউ মামা হিসেবে টিঁকে যায়। কিন্তু পিসিমা-ই নেই অথচ পিসেমশাই, এ যে সোনার পাথরবাটি!"

কাকাবাবু এদের কথা শুনে মজা পেয়ে মিটিমিটি হাসছেন।

এখন রাস্তার ধারে দু-চারখানা বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি বাস। তার কাছেই বাজার। রঞ্জন সেখানে গাড়ি না থামিয়ে, কয়েকবার বাঁক নিয়ে একেবারে পৌঁছে গেল পাহাড়ের গায়ে দুর্গের দরজায়।

দরজা মানে সিংহদরজা যাকে বলে, তিন-মানুষ উঁচু কাঠের পাল্লা, তার গায়ে লোহার বল্টু বসানো। দু'পাশে দুটি পাথরের সিংহ। তার মধ্যে একটা সিংহের অবশ্য মুণ্ডু নেই।

কাছেই একটা বাড়ির গায়ে লেখা আছে, 'হোটেল'।

রঞ্জন বলল, "আগে এখানে ভাত-মাংস খেয়ে নেওয়া যাক। ওঃহো, মাংস তো এ তল্লাটে পাওয়া যায় না। এটা নিরামিষের দেশ!"

কাকাবাবু ক্রাচ নিয়ে গাড়ি থেকে নামতে-নামতে বললেন, "আমার নিরামিষে আপত্তি নেই। তোমাদের কষ্ট হবে। দ্যাখো যদি ডিম পাওয়া যায়।"

হোটেল মানে অবশ্য পুরনো একটা চায়ের দোকানের মতন। তবে ভেতরটা খুব পরিষ্কার। পেতলের থালা-গেলাসে খাবার দেওয়া হয়। সেগুলি ঝকমকে করে মাজা। কয়েকজন লোক খেয়ে বেরোচ্ছে, টেবিল সাফ করা হচ্ছে, তাই ওরা অপেক্ষা করতে লাগল বাইরে।

www.boiRboi.blogspot.com

দোকানের বাইরে কয়েকটা ফুলের গাছ। তার মধ্যে একটা বড় গাছ থেকে লম্বা-লম্বা লালচে ফুল ঝুলছে। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে রিঙ্কু বলল, "এগুলো কী ফুল জানিস সন্তু? বল তো!"

সন্তু মুচকি হেসে দু'দিকে ঘাড় নেড়ে বলল, "জানি না। তুমি বলো।"

"বট্‌ল ব্রাশ। এগুলোকে বলে বট্‌ল ব্রাশ।"

"জানতুম। আমি নামটা জানতুম। তবু তোমাকে দিয়ে বলালুম। তোমার আরও দু'বার জরিমানা হল!"

"তার মানে? কেন জরিমানা হবে? বট্‌ল ব্রাশ একটা ফুলের নাম। তার কোনও বাংলা নেই।"

"কে বলল নেই? বট্‌ল-এর বাংলা বোতল আর ব্রাশ-এর বাংলা বুরুশ। এই ফুলটার নাম বোতল-বুরুশ!"

কাকাবাবু হোহো করে হেসে উঠলেন। রঞ্জন বলল, "হ্যাঁ, সন্তু ঠিকই বলেছে, যেমন, টেব্‌ল-এর বাংলা টেবিল আর গ্লাস-এর বাংলা গেলাস!"

সন্তু পকেট থেকে ছোট্ট খাতাটা বার করল।

সেই খাতার এক-একটা পাতায় এক-একজনের নাম লেখা আছে। কাল রাত্তিরেই ঠিক হয়েছিল যে, আজ সকাল থেকে বেড়াতে বেরোবার পর কেউ একটাও ইংরেজি শব্দ বলবে না। কেউ ভুল করে বলে ফেললেই একটা ইংরেজি কথার জন্য দশ পয়সা জরিমানা। সন্তু খাতায় সেই হিসেব লিখে রাখছে। কাল সবাই এই খেলা খেলতে রাজি হয়েছিল।

রিঙ্কু বলল, "না, আমি আর এই পচা খেলা খেলব না! আই কুইট!"

রঞ্জন বলল, "অ্যাই, এখন ওসব বললে চলবে না। আজ রাত্তিরে সব হিসেব হবে, জরিমানার টাকাটা দিয়ে তারপর ছুটি। রিঙ্কু, তোমার আরও দু'বার জরিমানা হল।"

জোজো বলল, "ভেতরটা খালি হয়ে গেছে। চলো গিয়ে বসি। এবার আর-একটা মজা হবে মনে হচ্ছে!"

একটাই লম্বা টেবিল, সবাই মিলে কাছাকাছি বসল। একজন সাদা লুঙ্গি-পরা বেয়ারা সবাইকে জলের গেলাস দিয়ে অর্ডার নেবার জন্য দাঁড়াল।

রঞ্জন বলল, "ভাই আমরা ক্ষুধার্ত। আমাদের কিছু খাদ্য দাও। ভাত, ডাল, মাংস, ডিম যা খুশি!"

লোকটি কিছু বুঝতে না পেরে ভুরু কুঁচকে রঞ্জনের কাছে ঝুঁকে এসে কী যেন বলল।

রঞ্জন বলল, "আমি ভাই তোমার সঙ্গে ইংরিজি বলে জরিমানা দিতে পারব না। খাবারের দাম সবাই মিলে দেবে, আর জরিমানা আমাকে একলা দিতে হবে। তুমি আমার বাংলা কথা শুনে যা বোঝো তাই দাও!"

লোকটি এবার ইংরেজিতে বলল, "হোয়াট ডিড ইউ সে সার?"

রঞ্জন সবেগে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "উঁহু, তুমি যতই ইংরেজি বলো, আমি বাংলা ছাড়া কিছু বলব না। আমাদের খাদ্য দাও, খাদ্য!"

রিঙ্কু বলল, "এইরকম করলে আমাদের আর কিছু খাওয়াই হবে না! আমরা কেউ কন্নড় ভাষা জানি না, এরা কেউ হিন্দিও বোঝে না! বাংলা তো দূরের কথা।"

কাকাবাবু উঠে গিয়ে একটা দেওয়ালের পাশে দাঁড়ালেন। সেখানে খাবারদাবারের নামলেখা একটা তালিকা ঝুলছে। কন্নড় আর ইংরেজি দু' ভাষাতেই লেখা। কাকাবাবু বেয়ারাটির দিকে ইঙ্গিত করে কয়েকটা নামের ওপর আঙুল রাখলেন। তারপর হাত তুলে পাঁচটা আঙুল দেখিয়ে বোঝালেন যে পাঁচজনের খাবার চাই।

বেয়ারাটি অদ্ভুত মুখের ভাব করে ভেতরে চলে গেল।

কাকাবাবু ফিরে এসে বললেন, "এতে মোটামুটি কাজ চালানো গেল, কী বলো? কিন্তু সন্তু, তোর নিয়মটা একটু পালটাতে হবে। আমরা নিজেদের মধ্যে ইংরেজি বলব না, কিন্তু বাইরের লোকদের সঙ্গে বলতেই হবে! অন্য লোকরা তো আমাদের সঙ্গে এ-খেলায় যোগ দেয়নি!"

সন্তু বলল, "ঠিক আছে। অন্যদের বেলায় অ্যা-অ্যা-অ্যা, মানে অন্যদের সঙ্গে বলা যাবে।"

রিঙ্কু বলল, "অন্যদের সঙ্গে অ্যালাউড? বাঁচা গেল!"

তারপর কাউন্টারের ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "এক্সকিউজ মি, প্লিজ সেন্ড দা বেয়ারার এগেইন!"

সন্তু বলল, "রিঙ্কুদি, তুমি 'অ্যালাউড'টা আমাদের বলেছ! তোমার আর একটা..."

সবাই হেসে উঠল আবার।

এই দোকানে ইডলি-ধোসা-বড়া ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। মাংস তো দূরের কথা, ভাতও নেই। বেয়ারাটি খুব ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে, একটু আগে তার ইংরেজি কথা শুনেও এরা উত্তর দিচ্ছিল না, এখন এদের মুখে ইংরেজির বন্যা বয়ে যাচ্ছে।

ওদের খাওয়ার মাঝখানে দোকানটির সামনে একটা বড় স্টেশন ওয়াগন থামল। তার থেকে নামল চারজন লোক, তাদের মধ্যে একজনের দিকেই বিশেষ করে চোখ পড়ে। এই গরমেও সেই লোকটি পরে আছে একটা চকচকে সুট, চেহারাটি ছোটখাটো একটি পাহাড়ের মতন, তার চোখে সান গ্লাস, মুখে লম্বা চুরুট।

দুপদাপ করে জুতোর শব্দ তুলে লোকগুলো ঢুকল ভেতরে। টেবিলে বসার আগেই একজন জিজ্ঞেস করল, "কফি হ্যায়? কফি মিলেগা?"

কাকাবাবু খাওয়া বন্ধ করে এই আগন্তুকদের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন।

পাহাড়ের মতন লোকটি কাকাবাবুর দিকে চোখ ফেলেই মহা আশ্চর্যের ভান করে বলল, "ওয়েল, ওয়েল, ওয়েল, আপ রাজা রায়চৌধুরী হ্যায় না? আপ ইধার?"

বাংলা-অসম-ত্রিপুরা কিংবা বিহার-ওড়িশা বা দিল্লিতে কাকাবাবুকে অনেকে চিনতে পারে, কিন্তু এই কর্ণাটকের একটা ছোট্ট জায়গাতেও যে কেউ তাঁকে চিনতে পারবে, তা যেন তিনি আশা করেননি। তিনি লাজুকভাবে একটু হেসে বললেন, "এই এদিকে একটু বেড়াতে এসেছি!"

লোকটি এগিয়ে এসে বলল, "বেড়াতে এসেছেন? এখানে?"

কাকাবাবু বললেন, "শুধু এখানে না। আশেপাশে কয়েকটা জায়গায়। সঙ্গে এই আমার ভাইপো, সন্তু। ওর কলেজের বন্ধু জোজো। আর ইনি রঞ্জন ঘোষাল আর ওঁর স্ত্রী রিঙ্কু ঘোষাল, আমার বিশেষ পরিচিত।"

লোকটি সকলের দিকে হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বলল, "আমার নাম মোহন সিং। আমাকে চিনেছেন তো? দিল্লিতে দেখা হয়েছিল একবার।"

www.boiRboi.blogspot.com

তারপর সে কাকাবাবুর কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলল, "মিঃ রাজা রায়চৌধুরী, সাচমুচ বলুন তো, আপনাকে এখানে কে পাঠিয়েছে ?"

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "কেউ তো পাঠায়নি। আমরা নিজেরাই এসেছি।"

মোহন সিং বলল, "নিজেরা এসেছেন তো ঠিক আছে, আপনি কার হয়ে কাজ করছেন ?"

মোহন সিং কাকাবাবুর কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তখনও তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে আছে। কাকাবাবু এবার একটু কড়া গলায় বললেন, "আপনি ওদিকে গিয়ে বসুন।"

মোহন সিং তবু সরল না। চওড়া করে হেসে বলল, "ঠিক আছে, আপনি অন্য কারও হয়ে কাজ না করেন তো খুব ভাল কথা। আমি আপনাকে একটা কাজ দেব। আপনার ফি কত ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমার গায়ে হাত দিয়ে কথা বলা আমি পছন্দ করি না। আপনার চুরুটের ধোঁয়ার গন্ধও আমার সহ্য হচ্ছে না। আপনি, প্লিজ, দূরে গিয়ে বসুন!"

মোহন সিং-এর সঙ্গীরা তিনটে চেয়ার টেনে বসে এদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। প্রত্যেকেরই বেশ গড়াপেটা চেহারা।

মোহন সিং কাকাবাবুর কাঁধ থেকে হাত তুলে নিল, কিন্তু সরে গেল না। চুরুটের ছাই ঝেড়ে বলল, "আরে মশাই, আপনাকে আমি এমপ্লয় করছি, কম সে কম পঞ্চাশ হাজার খরচা করতে রাজি আছি। আপনাকে এত টাকা কেউ দেবে ?"

রঞ্জন বলল, শুনুন, মিঃ সিং, কাকাবাবু এখন রিটায়ার করেছেন। আমি ওঁর অ্যাসিস্টান্ট। ওঁকে কী কাজ দেবার কথা বলছেন, সেটা আমাকে দিন না! আমার কিছু টাকা-পয়সার দরকার এখন। তা হ্যাঁ, পঞ্চাশ হাজার পেলে মোটামুটি চলে যাবে।"

মশামাছি তাড়াবার মতন বাঁ হাতের ভঙ্গি করে মোহন সিং বলল, "আপ চুপ রহিয়ে। আমি মিঃ রায়চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলছি। জরুরি কাজের কথা।"

রঞ্জন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনি আমাকে ঠিক বিশ্বাস করতে

পারছেন না। তাই না ? আমি রিভলভার চালাতে জানি, দড়ির মই বেয়ে উঠতে পারি, গোপন ম্যাপ চিবিয়ে-চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারি, এমনকি আমি পিকক করতেও পারি। দেখবেন ?"

তারপর রঞ্জন সত্যিই মাটিতে দুটো হাত দিয়ে পা দুটো শূন্যে তুলে ফেলল। ঝনঝন করে তার পকেট থেকে খসে পড়ল অনেকগুলো খুচরো পয়সা।

সেই অবস্থায় সে হাত দিয়ে হাঁটবার চেষ্টা করল। মোহন সিংয়ের তুলনায় রঞ্জনের চেহারাটাও নেহাত ছোট নয়। একটুখানি এগিয়েই তার পা শূন্যে টলমল করে উঠল, "সে হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল মোহন সিংয়ের ওপর। মোহন সিংও এই ধাক্কা সামলাতে না পেরে চিত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।"

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে রঞ্জন খুবই কাচুমাচু গলায় বলল, "আরে ছি ছি, কী কাণ্ড! আউট অব প্র্যাকটিস, বুঝলেন! আবার দু-একদিন প্র্যাকটিস করলেই ঠিক হয়ে যাবে। আপনার লাগেনি তো ? আমি খুবই দুঃখিত!"

রঞ্জন মোহন সিংয়ের হাত ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করল। তার সঙ্গের লোকেরাও ছুটে এল দু-দিকে।

মোহন সিং নিজেই উঠে দাঁড়াল কোনওরকমে।

রঞ্জন বলল "এক্সট্রিমলি সরি, আমায় মাপ করে দিন, এর পরের বার দেখবেন, কোনও ভুল হবে না!"

মোহন সিং কটমট করে তাকিয়ে বলল, "বেওকুফ!"

তারপর কাকাবাবুর দিকে ফিরে অবজ্ঞার সুরে বলল, "আপনি রিটায়ার করেছেন ? একেবারে বুঢ়া বনে গেছেন! সে কথা আগে বললেই হত!"

মোহন সিংয়ের চুরুটটা ছিটকে চলে গেছে অনেক দূরে। সেটা আর না কুড়িয়ে সে গিয়ে বসল একটা চেয়ারে। বেয়ারা এর মধ্যেই কফি দিয়ে গেছে। সে কফিতে চুমুক দিতে লাগল ঘনঘন।

রঞ্জনের কাণ্ডটা দেখে সন্তু আর জোজোর খুব হাসি পেয়ে গেলেও হাসতে পারছে না। সন্তু হাসি চাপবার জন্য নিজের উরুতে চিমটি কেটে আছে। রিঙ্কুর মুখখানাও লালচে হয়ে গেছে, সেও আসলে প্রাণপণে হাসি

www.boiRboi.blogspot.com

চাপছে। রঞ্জনকে সে আগে কোনওদিন পিকক করতে দ্যাখেনি।

মোহন সিং আর কোনও কথা বলল না। কফি শেষ করে দলবল নিয়ে উঠে দাঁড়াল। পয়সা মিটিয়ে দিয়ে দরজার কাছে চলে গিয়েও ফিরে দাঁড়াল হঠাৎ।

কাকাবাবুর দিকে আঙুল তুলে বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনাদের কি হামপির দিকে যাবার প্ল্যান আছে?"

কাকাবাবু মাথা দুলিয়ে বললেন, "হ্যাঁ।"

মোহন সিং বলল, "বেলুড় যান, হ্যালিবিড যান, শ্রবণবেলগোলা যান, এই কর্ণাটকে অনেক দেখবার জায়গা আছে লেকিন, হামপি যাবেন না এখন।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "আমি কোথায় যাব না যাব, তা নিয়ে আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন কেন বলুন তো? আমি কিন্তু আপনাকে চিনতে পারিনি।"

মোহন সিং তবু বলল, "আর যেখানে খুশি যান, হামপি যাবেন না। তা হলে আপনাদের অনেক অসুবিধেয় পড়তে হবে!"

এর উত্তর না দিয়ে কাকাবাবু হাসিমুখে চেয়ে রইলেন।

মোহন সিং পেছন ফিরে গটগট করে বেরিয়ে গেল!

জোজো দরজা পর্যন্ত ছুটে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে এসে চোখ বড়-বড় করে বলল, "চম্বলের ডাকাত! মোহন সিং! এর নাম আমি অনেকবার আমার পিসেমশাইয়ের মুখে শুনেছি।"

রিঙ্কু বলল, "মোহন সিং তো কমন নাম। অনেকেরই হতে পারে। আমার মনে হল, সিনেমার ভিলেন! আমজাদ খানের মতন চেহারা।"

সন্তু নিজের কাজ ভোলেনি। সে ছোট খাতাটা বার করে বলল, "রিঙ্কুদি, বাইরের লোক চলে গেছে, তুমি দুটো ইংরেজি শব্দ বলেছ!"

রিঙ্কু সে-কথা অগ্রাহ্য করে বলল, "রঞ্জন কী কাণ্ডটাই করল!"

এবার সকলের চেপে রাখা হাসি বেরিয়ে এল একসঙ্গে। শুধু রঞ্জন হাসল না। সে নিজের দাড়িতে হাত বুলোতে-বুলোতে বলল, "ইশ, পঞ্চাশ হাজার টাকার কাজটা ফসকে গেল!"

কাকাবাবু বললেন, "কোথা থেকে লোকটা হঠাৎ এসে উদয় হল বলো তো? আমাকে চেনে কিন্তু আমি ওকে চিনি না। ও গায়ে পড়ে আমাদের

www.boiRboi.blogspot.com

হামপি যেতে বারণ করলই বা কেন? তা হলে কী করবে, হামপি যাবে, না অন্য কোথাও যাবে?"

রিঙ্কু বলল, "আমরা হামপি দেখব বলে বেরিয়েছি, সেখানে তো যাবই। ওই লোকটা বারণ করেছে বলে আরও বেশি করে যাব। ও বারণ করবার কে?"

॥ ২ ॥

বড় দরজাটা দিয়ে ঢোকার পর দেখা গেল, দুপাশে বিশাল উঁচু দেওয়াল, তার মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি। পাহাড়টা কেটে-কেটে দুর্গ বানানো হয়েছে, কিন্তু দূর থেকে শুধু পাহাড় বলেই মনে হয়।

পাহাড়ের ওপরটা পর্যন্ত ঘুরে আসতে কতক্ষণ লাগবে? বড়জোর এক ঘণ্টা। "চল সন্তু, যাবি?"

সন্তু কাকাবাবুর দিকে তাকাল।

কাকাবাবু বললেন, "সিঁড়ি আর পাহাড়, এই দুটোই আমাকে বড় জব্দ করে দেয়। আমি যাব না, তোরা ঘুরে আয় ওপর থেকে।"

রঞ্জন বলল, "আমারও পাহাড়ে চাপার শখ নেই, আমিও ওপরে যাব না। ততক্ষণ গাছের ছায়ায় একটু ঘুমিয়ে নেব।"

রিঙ্কু বলল, "তোমরা কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যে ঠিক ফিরে আসবে। ঠিক তিনটের সময় আমরা স্টা···স্টা···স্টা···ইয়ে, যাত্রা শুরু করব।"

আরও একটু ওপরে ওঠার পর একটা জায়গায় বড়বড় কয়েকটা গাছের তলায় চমৎকার সবুজ ঘাস। রঞ্জন সেখানে শুয়ে পড়েই চোখ বুজল।

রিঙ্কু বলল, "মোহন সিং-এর গাড়িটা নীচে দেখা যাচ্ছে। ওরা এখনও যায়নি।"

কাকাবাবু বললেন, "ওরা ওপরের মন্দিরে পুজো দিতে গেছে। ওদের একজনের হাতে শালপাতায় মোড়া ফুলটুল দেখেছিলুম।"

রিঙ্কু বলল, "তা হলে তো সন্তুদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। ওই বিচ্ছিরি লোকটা যদি ওদের সঙ্গে গণ্ডগোল করে?"

কাকাবাবু বললেন, "সেজন্য চিন্তা নেই। সন্তু ওরকম লোক অনেক দেখেছে।"

রঞ্জন চোখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে বলল, "ওই সন্তু বিচ্ছুটা চলে গেছে ? তা হলে এখন একটু প্রাণ খুলে ইংরেজি বলা যাক। হ্যাঁ, কী ইংরেজি বলব ? কিছু মনে পড়ছে না যে !"

রিঙ্কু বলল, "সত্যি, আমাদের এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে, ইংরেজি শব্দ বাদ দিয়ে কথাই বলতে পারি না। অন্য সময় খেয়ালই থাকে না।"

রঞ্জন বলল, "এখন তো তুমি দিব্যি বাংলা বলছ, রিঙ্কু। একটু আগে স্টার্ট বলে ফেলতে গিয়ে স্টা-স্টা-স্টা বলে এমন তোতলাতে শুরু করলে ! তোমার অনেক ফাইন হয়ে গেছে এরই মধ্যে।"

রিঙ্কু বলল, "তোমারও কম হয়নি।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু কিন্তু এ পর্যন্ত একটাও ইংরেজি বলেনি।"

রঞ্জন বলল, "ফাইন দেবার ভয়ে সন্তু তো কথাই বলছে না প্রায়। আজ রাত্তিরে যেখানে থাকব সেখানে বসে হিসেবটিসেব কষে, প্রত্যেকের ফাইন চুকিয়ে দিয়ে এ-খেলটা শেষ করে দিতে হবে।"

রিঙ্কু বলল, "আমরা আজ রাত্তিরে কোথায় থাকব ? তুঙ্গভদ্রা ড্যামের গেস্ট হাউসে ?"

রঞ্জন বলল, "গিয়ে দেখা যাক। সেখানে জায়গা না পাওয়া গেলে কোনও হোটেল-টোটেল খুঁজতে হবে। এই রে, হোটেল কথাটা আবার সন্তুর কাছে উচ্চারণ করা যাবে তো ? হোটেলের বাংলা কী, সরাইখানা ?"

কাকাবাবু বললেন, "হোটেল আর ট্যাক্সি, এই কথা দুটো এখন সারা পৃথিবীতে চলে। এর আর বাংলা করার দরকার নেই।"

রিঙ্কু বলল, "এই জায়গাটা কী শান্ত আর নির্জন লাগছে। এক সময় এখানে কত সৈন্য-সামন্ত যাতায়াত করত, এখানে কত যুদ্ধ হয়েছে, এখন কিছু বোঝাই যায় না।"

রঞ্জন বলল, "রিঙ্কু, তুমি যেখানে বসে আছ, ওইখানেই যুবরাজ বিক্রম মাণিক্য, ইয়ে, খুন হয়েছিল। হ্যাঁ, চারজন বিদ্রোহী তার দেহটাকে টুকরো-টুকরো করে ফেলে, তার মুণ্ডুটা এখানে পড়েছিল অনেকদিন !"

রিঙ্কু একটু চমকে উঠে এদিক-ওদিক তাকাল। তারপর বলল, "কাকাবাবু, রঞ্জন কিন্তু যখন-তখন এই রকম ইতিহাস বানায়। ওর কথা বিশ্বাস করবেন না।"

www.boiRboi.blogspot.com

রঞ্জন বলল, "এই, আমি ক্লাস নাইন, মানে নবম শ্রেণীতে ইতিহাস পরীক্ষায় ফার্স্ট মানে প্রথম হয়েছিলুম না ?"

কাকাবাবু বললেন, "এইসব দুর্গে ওরকম খুনোখুনি হওয়া অসম্ভব কিছু তো নয়। আমরা যেখানে যাচ্ছি..."

কাকাবাবুর কথা শেষ হবার আগেই পাহাড়ের ওপর দিকে প্রচণ্ড জোরে দু'বার দুমদুম শব্দ হল। ঠিক যেন বোমা ফাটার আওয়াজ। অনেকগুলো কাক একসঙ্গে ডেকে উঠে ছড়িয়ে গেল আকাশে।

রিঙ্কু সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "কী হল ? সন্তু আর জোজো গেছে ওদিকে। রঞ্জন, চলো আমরা গিয়ে দেখি !"

কাকাবাবু বললেন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, আওয়াজটা বেশি দূরে হয়নি। সন্তু আর জোজোর এর মধ্যে আরও ওপরে উঠে যাবার কথা।"

রঞ্জন বলল, "খুব সম্ভবত ডিনামাইট দিয়ে পাথর ফাটাচ্ছে। নতুন রাস্তা-টাস্তা বানাবে।"

রিঙ্কু বলল, "আমি দেখে আসছি।"

সঙ্গে-সঙ্গে সে ছুট লাগাল। রঞ্জন কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি ভাবছেন তো যে, আমার বউ একা-একা গেল, আমারও ওর সঙ্গে যাওয়া উচিত ছিল ? রিঙ্কুকে আপনি ভাল করে চেনেন না। ও একাই তিনশো !"

পাহাড়ের সিঁড়িটা এঁকেবেঁকে উঠেছে, একটু দূরেই একটা বাঁক নিয়েছে বলে ওপরের দিকটা দেখা যায় না। রিঙ্কুও তরতর করে ছুটতে ছুটতে সেদিকে মিলিয়ে গেল।

কাকাবাবু পেছন ফিরে বললেন, "মোহন সিং-এর গাড়িটা বেরিয়ে যাচ্ছে। ওরা এর মধ্যেই নেমে এসেছে।"

রঞ্জন বলল, "গাড়িতে একটা বায়নোকুলার আছে, সেটা নিয়ে আসা উচিত ছিল। মোহন সিং-রা নামল কোন্ দিক দিয়ে ? দেখতে পেলাম না তো।"

কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই আর একটা রাস্তা আছে অন্যদিক দিয়ে।"

একটু পরেই দেখা গেল রিঙ্কু আর সন্তু-জোজো একসঙ্গে নেমে আসছে। সন্তুর হাতে একটা পাতাওয়ালা গাছের ডাল, তার ডগায়

কয়েকটা হলুদ রঙের ফুল। ওরা গল্প করতে-করতে নামছে আস্তে-আস্তে।

সেদিকে তাকিয়েই রঞ্জন বলল, "কাকাবাবু, শিগগির নেমে চলুন।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ওদের জন্য অপেক্ষা করবে না?"

রঞ্জন বলল, "ওদের দেখেই তো বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, ওরা কোনও বিপদে পড়েনি। এবার ওরা একটু আমাদের খোঁজাখুঁজি করুক!"

কাকাবাবু ক্রাচ বগলে নিয়ে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি নামতে লাগলেন। রঞ্জন দৌড়ে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলল, তারপর কাকাবাবু এসে পৌঁছতেই তাঁকে তুলে নিয়ে স্টার্ট দিল।

বাজারের কাছে পেট্রল-পাম্প। সেখানে মোহন সিংদের গাড়িটাও থেমে আছে। সামনের সিটে জানলার ধারে বসে আছে মোহন সিং, রঞ্জনকে দেখে সে ঘুরিয়ে নিল মুখখানা।

রঞ্জনই গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেয়া সিংজি, আপলোগও কি হামপি যাতা হ্যায়?"

মোহন সিং রঞ্জনের দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইল, কোনও কথা বলল না।

রঞ্জন আবার বলল, "আরে আপ রাগ করতা হ্যায় কাঁহে? আমি তো ইচ্ছে করে আপনাকে ফেলে দিইনি, ব্যালান্স সামলাতে পারিনি। আপনি কী কাজ দেবার কথা বলছিলেন, আমাকে দিন না।"

পেছন থেকে মোহন সিং-এর এক সঙ্গী রঞ্জনের কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলল, "আপনা কাম করো। ইধার ঝঞ্ঝাট মাত করো।"

তারপর সে রঞ্জনকে আস্তে করে ঠেলে দেবার একটা ভাব দেখাল। লোকটার গায়ে অসম্ভব জোর, সেইটুকু ঠেলার চোটেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল প্রায়, গাড়িটাকে ধরে সামলে নিল। লোকটি হেসে উঠে বলল, "মোহন সিংজির সঙ্গে এবার থেকে সমঝে কথা বলবে।"

রঞ্জন একটুও রাগ না করে বলল, "উঃ, আপনার তো খুব গায়ের জোর! রোজ ব্যায়াম করেন বুঝি? আপনার নাম কী?"

লোকটি বসল, "বিরজু সিং।"

রঞ্জন বলল, "আপনারা দুজনেই সিং। বাঃ বাঃ! তা হলে হামপিতে

আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে?"

মোহন সিং পিচ করে মাটিতে থুতু ফেলল। তাই দেখাদেখি বিরজু আরও থুতু ফেলে অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, "হুঁ!"

ওদের গাড়িতে তেল ভরা হয়ে গিয়েছিল, ওরা বেরিয়ে গেল আগে। রঞ্জন নিজের গাড়ির চাবি পাম্পের লোকের হাতে দিয়ে কাকাবাবুর কাছে এসে বলল, হামপিতে গিয়ে বেশ মজা হবে মনে হচ্ছে। ঠিক যেন একটা গল্পের মতন শুরু।

কাকাবাবু বললেন, "এবার শুধু বেড়াতে বেড়িয়েছি। এবার আর কোনও গল্প-টল্পর দরকার নেই। জলের বোতলটা ভরে নাও।"

পেট্রল নিয়ে বেরিয়ে রঞ্জন কিছু কলা আর পেয়ারাও কিনে ফেলল। তখনই দেখা গেল রিঙ্কুরা জোরে হেঁটে আসছে এদিকে। গাড়িটা নজরে পড়তেই ওরা থেমে গিয়ে কী যেন বলাবলি করতে লাগল।

রঞ্জন বলল, "আমাদের দেখতে না পেয়ে ওরা অনেক দৌড়োদৌড়ি করেছে, কিন্তু সেকথা স্বীকার করবে না, বুঝলেন তো! আসলে কিন্তু বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "রিঙ্কুর বুদ্ধির ওপর আমার আস্থা আছে। সে তো এত সহজে ঘাবড়াবার মেয়ে নয়।"

রিংকুরা কাছে এসে গাড়িতে উঠে পড়ে বলল, "আমরা এক ঘণ্টার বেশি সময় নিইনি। এবার চলো।"

রঞ্জন বলল, "তোমরা আমাদের খুঁজতে কোথায়-কোথায় গিয়েছিলে?"

রিঙ্কু খুব অবাক হয়ে বলল, "খুঁজব কেন? তোমরা গাড়ির তেল নেবে, এ তো জানা কথাই! আমরা ভাল মিষ্টি কিনে আনলুম এই ফাঁকে। নিজেরা কয়েকটা খেয়েও এসেছি।"

রঞ্জন জিজ্ঞেস করল, "পাহাড়ের ওপর আওয়াজটা হয়েছিল কিসের?"

রিঙ্কু পালটা প্রশ্ন করল, "বলো তো কিসের? আন্দাজ করো!"

রঞ্জন বলল, "আমি তো কাকাবাবুকে আগেই বলে রেখেছি। ডিনা··· এই সন্তু, আমি কিন্তু ডিনামাইটের বাংলা বলতে পারবো না। ডিনামাইট দিয়ে পাথর ফাটাচ্ছিল।"

www.boiRboi.blogspot.com

রিঙ্কু বলল, "মোটেই না।"

রঞ্জন বলল, "তবে কি কেউ সত্যিকারের বোমা ছুঁড়েছিল ? সন্তু, বোমা কথাটা কিন্তু বাংলা ! আমি তো বম্ব্ বলিনি !"

রিঙ্কু বলল, "না, এবারও হল না। ওখানে একটা চলচ্চিত্রের চিত্রগ্রহণ হচ্ছিল।"

"কী হচ্ছিল ?"

"চলচ্চিত্রের চিত্রগ্রহণ !"

"তার মানে ? সিনেমার শুটিং !"

সন্তু আর জোজো দুজনেই হাততালি দিয়ে উঠল। রিঙ্কু হাসতে হাসতে বলল, "আমরা ঠিক জানতুম, রঞ্জন ইংরেজি করে বলবেই।"

রঞ্জন একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "আসল ব্যাপারটা কী হয়েছে, তাই বলো না !"

সন্তু বলল, "ওখানে একটা চলচ্চিত্র তোলা হচ্ছে। দু'দলের ডাকাতের মারামারির দৃশ্যে বন্দুকের গুলির শব্দ হল। ওখানে প্রচুর লোকের ভিড়।"

জোজো বলল, "ওখানে মোহন সিংকেও দেখলুম। সে ডাকাতের সর্দার হয়েছে। আমি যে ওকে চম্বলের ডাকাত বলেছিলুম, সেটা খুব ভুল ছিল না !"

রিঙ্কু বলল, "আমি আগেই ওকে চলচ্চিত্রের খলনায়ক বলেছিলুম, কাকাবাবু বললেন "কিন্তু মোহন সিংকে যে একটু আগে এখানে দেখা গেল ? এর মধ্যেই সে নেমে এল কী করে ?"

সন্তু বলল, "আর একটা লোককে মোহন সিং-এর মতন সাজিয়েছে। তারও প্রায় ওইরকম চেহারা। আসল মারামারির দৃশ্যগুলো ওই নকল মোহন সিং করবে !"

জোজো বলল, "ওদের বলে স্টান... স্টান... থাকগে, ওর বাংলা করা যাবে না।"

গাড়িটা আবার ছুটতে লাগল বড় রাস্তা দিয়ে। রঞ্জন বলল, "এখন কিন্তু কেউ ঘুমোবে না, তা হলে আমারও ঘুম পেয়ে যাবে।"

সে এক টিপ নস্যি নিয়ে নিল নাকে।

রিঙ্কু ম্যাপটা বিছিয়ে বলল, "রঞ্জন, হামপির আগে হস্‌পেট বলে একটা

www.boiRboi.blogspot.com

জায়গা দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে এটা বড় জায়গা।"

কাকাবাবু বললেন, "ওই হসপেটেই আমাদের থাকতে হবে। হামপিতে কোনও থাকার জায়গা নেই।"

সন্তু বলল, "আমরা যে তুঙ্গভদ্রা নদীর ধারে অতিথিশালায় থাকব ঠিক ছিল ? তুঙ্গভদ্রা নামটা কী সুন্দর।"

কাকাবাবু বললেন, "ওখানে বড় জোর রাতটা থাকা যাবে ! ওখান থেকে হামপি বেশ দূর হবে, যাওয়া-আসা করা যাবে না।"

জোজো হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "আমরা যে হাম্‌পি দেখতে যাচ্ছি, সেখানে কী আছে ?"

সন্তু বলল, "হামপিতে হামপি আছে !"

জোজো বলল, "ও !"

রঞ্জন জিজ্ঞেস করল, "তুই যে গম্ভীরভাবে ও বললি, হামপি মানে তুই কী বুঝলি রে, জোজো ? পাহাড়, জঙ্গল, না সমুদ্রের মধ্যে একটা দ্বীপ ?"

জোজো বলল, "আমি একবার আমার ছোটমামার সঙ্গে কোকোডিমা বলে একটা দ্বীপে গেসলুম। সেই দ্বীপটা কো[illegible] তোমরা বলতে পারো ?"

জোজোর কথা ঘোরাবার ক্ষমতা দেখে কাকাবাবু পর্যন্ত একটু হেসে উঠলেন।

গল্প করতে-করতে অনেকটা রাস্তা চলে আসা গেল। বিকেল হয়ে এল আস্তে। এখনও গরম কমবার নাম নেই। পশ্চিমের আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে।

একটা চৌরাস্তার মোড়ে এসে রঞ্জন গাড়িটা থামাল। এরপর কোনদিকে যেতে হবে, রিঙ্কু ঠিক বুঝতে পারছে না ম্যাপ দেখে।

রঞ্জন বলল, "নেমে, তা হলে জিজ্ঞেস করা যাক। কয়েকটা চায়ের দোকানও রয়েছে। ইচ্ছে করলে এখানে চা খাওয়া যেতে পারে।"

সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। পাশাপাশি তিনটে চায়ের দোকান। লম্বা-লম্বা বেঞ্চ আর খাটিয়া পাতা আছে বাইরে। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি লরি আর একটি সাদা রঙের গাড়ি।

একটি খাটিয়ার ওপর শুয়ে আছেন একজন বৃদ্ধ, তাঁর মাথার চুল,

মুখের দাড়ি সব ধপধপে সাদা। বৃদ্ধটি বেশ অসুস্থ মনে হয়। তাঁর মাথার কাছে বসে একটি খুব সুন্দরী মেয়ে হাওয়া করছে পাখা দিয়ে। একজন মাঝবয়েসী লোক বৃদ্ধটিকে খাইয়ে দিচ্ছে চা।

কাকাবাবু অন্য একটি দোকানে বসলেন। বৃদ্ধটিকে একবার দেখে তাঁর ভুরু একটু কুঁচকে গেল। তার চেনা কোনও একজন মানুষের সঙ্গে ওই বৃদ্ধটির মুখের মিল আছে, কিন্তু কার সঙ্গে যে মিল তা কিছুতেই মনে করতে পারলেন না। তবে তা নিয়ে তিনি আর মাথা ঘামালেন না।

একটু পরে সেই বৃদ্ধটিকে ধরাধরি করে তোলা হল সাদা গাড়িটিতে। সেখানেও তিনি বসতে পারলেন না, শুয়ে পড়লেন মেয়েটির কোলে মাথা দিয়ে।

রঞ্জন কয়েকজনকে জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করে এসে বলল, "কাকাবাবু, রাস্তা পেয়ে গেছি, আর বেশি দূর নেই, বড়জোর এক ঘণ্টা। তবে তুঙ্গভদ্রা গেস্ট হাউসে নাকি এখন অনেক লোক। ওই যে থুরথুরে বুড়ো লোকটিকে দেখছেন, উনিও দলবল নিয়ে সেখানেই যাচ্ছেন শুনলুম।"

রিঙ্কু বলল, "অত বুড়োলোকের বেড়াবার শখ কেন? দেখে তো মনে হয় যখন-তখন মরে যাবে! আমাদের তো টেলিফোন করা আছে, আমরা তুঙ্গভদ্রা গেস্ট হাউসেই থাকব।"

সন্তু গম্ভীরভাবে পকেট থেকে খাতা বার করল।

রিঙ্কু বলল, "এই, এই, টেলিফোন বলব না তো কী বলব রে।"

সন্তু বলল, "শুধু বাংলা বলতে চাইলে এইভাবে বলা যায়। আমাদের তো দূরভাষে বলা আছে, আমরা তুঙ্গভদ্রা অতিথি নিবাসে থাকব!"

রিঙ্কু বলল, "ধ্যাত,এইরকমভাবে কেউ কথা বলে? আমাদের বাড়ির একজন পুরুতঠাকুর এইভাবে কথা বলতেন।"

সন্তু বলল, "মোটে তো একদিন। কাল থেকে আবার যে-যার নিজের মতন কথা বলবে। রঞ্জনদা, তোমারও একটা ফাইন হয়েছে।"

রঞ্জন প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল, "অ্যাই, অ্যাই, পেয়েছি! সন্তু 'ফাইন' বলেছে! সন্তুরও এবার জরিমানা। তুই নিজেরটা লেখ্ সন্তু!"

জোজো বলল, "আচ্ছা সন্তু, আমি যদি পুরো ফরাসি ভাষায় কথা বলি, তাতে তো কোনও আপত্তি নেই? আজ তো শুধু ইংরিজি বলা চলবে না!"

www.boiRboi.blogspot.com

রঞ্জন জিজ্ঞেস করল, "তুই ফরাসি জানিস বুঝি?"

জোজো বলল, "খুব ভাল জানি। আমি যখন বাবার সঙ্গে চার মাস প্যারিসে ছিলুম, তখন গড়গড় করে ফ্রেঞ্চ বলতে শিখেছি। চোখ বুজে বলতে পারি। শুনবে?"

রঞ্জন বলল, "শুনি, শুনি!"

জোজো সত্যি চোখ বুজে বলল, "উই, উই, পারদোঁ ম্যাসিও, ম্যার্সি বকু, জ্য ন পার্ল পা ফ্রাঁসে!"

রঞ্জন বলল, "হুঁ, ফ্রেঞ্চ ভাষা চোখ বুজেই বলতে হয়।"

কাকাবাবু বললেন, "চমৎকার বলেছে! কিন্তু জোজো, তোমার এই ভাষা যে আমরা কেউ বুঝতে পারব না!"

রিঙ্কু বলল, "আর দেরি করে কী হবে, এইবার চলো। চা খাওয়া তো হয়ে গেছে। চা-টা একেবারে অখাদ্য।"

এদিকটায় ছোট ছোট পাহাড়ের গা দিয়ে রাস্তা। তুঙ্গভদ্রার বাঁধ অনেকটা উঁচুতে। সেই বাঁধের গায়ে বেশ বড় আর পুরনো আমলের দোতলা অতিথিশালা। সামনে আরও তিনখানা গাড়ি দাঁড়ানো। তার মধ্যে সেই সাদা গাড়িটাও রয়েছে। একতলা-দোতলায় অনেক লোকজনের ব্যস্ততা।

একজন কেয়ারটেকারকে খুঁজে বার করা গেল। সে রঞ্জনের কোনও কথায় পাত্তাই দিতে চায় না। প্রথম থেকেই বলতে লাগল, "জায়গা নেই, জায়গা নেই!" রঞ্জন বারবার জানাবার চেষ্টা করতে লাগল যে,বাঙ্গালোর থেকে টেলিফোন করা হয়েছে ঘর রাখবার জন্য, তবু লোকটি গ্রাহ্য করল না।

রঞ্জন বলল, "আপনি বলতে চান এত বড় ডাকবাংলোতে একটা ঘরও খালি নেই? এখন আমাদের হোটেল খুঁজতে যেতে হবে?"

লোকটি বলল, "একটাই মাত্র রুম রাখা আছে। সেটা রাজা রায়চৌধুরী নামে একজন ভি আই পি'র জন্য।"

রঞ্জন বলল, "উফ, আপনাদের নিয়ে আর পারা যায় না, মশাই! নিন, খুলুন, খুলুন। এতক্ষণ আমার নাম জিজ্ঞেস করেছেন? আমিই তো রাজা

রায়চৌধুরী ?”

লোকটি সঙ্গে-সঙ্গে জিভ কেটে বলল, “আরে ছি ছি, সে কথা বলেননি কেন ? আপনাদের জন্য দোতলায় ভাল ঘর রাখা আছে। তিনখানা খাট। আসুন, আসুন ! আমি চাবি আনছি !”

রঞ্জন সন্তুকে বলল, “এখানকার লোকগুলো কী রকম সৎ দেখলি ? কাউকে অবিশ্বাস করে না। যে-কেউ এসে নিজের নাম রাজা রায়চৌধুরী বললেই ঘর খুলে দিত।”

কাকাবাবু গাড়ি থেকে নেমে বললেন, “আমাদের পূর্ব পরিচিত একজন বন্ধুও এখানে রয়েছে দেখছি।”

কাকাবাবুর কথা শুনে সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। দোতলার বারান্দায় একজন লোক রেলিং-এ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। ভাল করে মুখটা দেখা না গেলেও কোনও সন্দেহ নেই, সে মোহন সিং।

কাকাবাবু বললেন, “ভালই হল, ওর সঙ্গে এবার ভাল করে আলাপ করা যাবে।”

ডাকবাংলোর দু'জন আর্দালি এসে মালপত্র ওপরে নিয়ে গেল। কেয়ারটেকার ঘরের চাবি খুলে দিয়ে বলল, “আপনারা রাত্তিরে খাবেন তো ? খাবার অর্ডার এখনই দিয়ে দেবেন ?”

রিঙ্কু জিজ্ঞেস করল, “কী কী পাওয়া যাবে ?”

লোকটি বলল, “ভাত-রুটি, মুরগি, সব্জি, ডাল, ডিমের কারি।”

রঞ্জন বলল, “কফি আছে আপনাদের ?”

লোকটি বলল, “হ্যাঁ, কফি পাবেন।”

রঞ্জন বলল, “এখন আমাদের কফি আর ডিমের ওমলেট দিতে বলুন। রাত্তিরে আমরা মাংস-ভাত খাব।”

রিঙ্কুর দিকে ফিরে সে বলল, “আমরা তো ওবেলা নিরামিষ খেয়েছি, তাই আগে ডিম খেয়ে সেটা মেক-আপ করে নেওয়া যাক, তারপর মাংস হবে। ঠিক আছে ?”

রিঙ্কু বলল, “সন্তু তুই লিখেনে, রঞ্জন আমাকে শুধু-শুধু মেক-আপ বলেছে।”

রঞ্জন বলল, “তাই তো ! মুখ দিয়ে অটোমেটি.....না, না, বলিনি,

www.boiRboi.blogspot.com

বলিনি, পুরোটা বলিনি, মুখ দিয়ে ফস করে এক-একটা ইংরেজি কথা বেরিয়ে আসে। ওর বদলে আমার কী বলা উচিত ছিল ?”

রিঙ্কু বলল, “মিটিয়ে। মিটিয়ে বলা যেত।”

রঞ্জন বলল, “ডিম খেয়ে মিটিয়ে ? যাঃ, এটা কীরকম যেন শুনতে লাগে !”

জোজো বলল “ইয়ে বলতে পারতে, রঞ্জনদা ! বাংলায় এই একটা চমৎকার শব্দ আছে, ইয়ে, এই ইয়ে দিয়ে সব কিছু বোঝানো যায়। এভরিথিং ?”

সন্তু বলল, “হুঁ ! এভরিথিং শব্দটা কি ফরাসি ?”

লম্বা বারান্দাটা এখন খালি, মোহন সিংকে ঘরটায় আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। পাশের ঘরটির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, একদম কোণের ঘরটায় অনেক লোকজনের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। একটি লোক সে-ঘর থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এদিকে আসতে আসতে সন্তুদের ঘরের সামনে থমকে দাঁড়াল, রঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে বলল, “আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন !”

রঞ্জন এমনভাবে লোকটিকে ডাকল যেন অনেক দিনের চেনা।

লোকটি ঘরের মধ্যে না ঢুকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল, “একটা কথা জানতে চাই, আপনাদের মধ্যে কি কেউ ডাক্তার আছে ?”

রঞ্জন বলল, “না, পাশ করা ডাক্তার কেউ নেই, তবে আমার স্ত্রী আমার ওপরে প্রায়ই নানারকম ডাক্তারি করেন।”

লোকটি বলল, “আপনাদের কাছে থার্মোমিটার আছে ?”

রঞ্জন বলল, “ইশ, খুব দুঃখিত। বেড়াতে বেরোবার সময় থার্মোমিটার আনার কথা আমাদের মনেই পড়েনি। আনা উচিত ছিল নিশ্চয়ই !”

লোকটি বেশ নিরাশ হয়ে বলল, “আমাদের সঙ্গের একজন খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মনে হচ্ছে একশো পাঁচ ডিগ্রি টেম্পারেচার উঠে গেছে। ইনি খুব নাম-করা, সম্মানিত লোক।”

রঞ্জন জিজ্ঞেস করল, “কী নাম ?”

লোকটি বলল, “ভগবতীপ্রসাদ শর্মা।”

রঞ্জন বলল, "আমি আবার এত মুখ্যু যে, অনেক বিখ্যাত লোকদেরই নাম শুনিনি।"

কাকাবাবু ঘরের জানলার পরদা সরিয়ে অন্ধকারের মধ্যে নদী দেখবার চেষ্টা করছিলেন, হঠাৎ চমকে পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "কী নাম বললেন। ভগবতীপ্রসাদ শর্মা? মানে, হিস্টোরিয়ান?"

লোকটি বলল, "হাঁ, হাঁ, খুব বড় হিস্টোরিয়ান। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর জেনারেল ছিলেন। আমি তাঁর ভাইয়ের ছেলে, আমি চাচাকে প্রায় জোর করে নিয়ে এসেছি, এখন যদি কিছু একটা বিপদ হয়ে যায়...."

কাকাবাবু বললেন, "ভগবতীপ্রসাদ শর্মার তো অনেক বয়েস! প্রায় পঁচাশি-ছিয়াশি হবেই। আমি একবার তাঁকে দেখতে যেতে পারি?"

সেই লোকটি বলল, "হাঁ, হাঁ, যান না। আমি দেখি, নীচে কেয়ারটেকারের কাছে খোঁজ করে কোনও ডাক্তার পাওয়া যায় কি না!"

লোকটি চলে যেতেই কাকাবাবু নিজের হাত-ব্যাগটা খুলে রিভলভার বার করলেন। স্টোর চেম্বার খুলে দেখে নিলেন ভেতরে গুলি আছে কি না! তারপর সেটার ডগায় কয়েকবার ফুঁ দিয়ে পকেটে ভরলেন।

রঞ্জন আর জোজো অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। কাকাবাবু হেসে ওদের বললেন, "ও ঘরে খুব সম্ভবত মোহন সিং আছে। লোকটা রেগে আছে আমাদের ওপর। তোমরা একটু সাবধানে থেকো।"

ক্রাচ খটখট করে কাকাবাবু বারান্দা পেরিয়ে এলেন কোণের ঘরটার কাছে। দরজা ভেজানো। তিনি আস্তে ঠেলে দরজাটা খুললেন।

অতি বৃদ্ধ ভগবতীপ্রসাদ একটা খাটে শুয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন। তাঁর মাথায় জলপট্টি। তিন-চারজন লোক ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে খাটের দু'পাশে। তাদের মধ্যে একজন মোহন সিং, তার হাতে একটা টেপ রেকর্ডার, সেটা সে ধরে আছে অসুস্থ বুড়ো লোকটির একেবারে মুখের কাছে।

কাকাবাবুকে ঢুকতে দেখেই মোহন সিং কুটিল ভাবে ভুরু কুঁচকে তাকাল।

কাকাবাবু সেদিকে গ্রাহ্য না করে এগিয়ে এলেন।

www.boiRboi.blogspot.com

মোহন সিং জিজ্ঞেস করল, "আপ কোয় ডাগদার হ্যায়? আপকো ইধার কেয়া চাইয়ে?"

কাকাবাবু সে কথার উত্তর না দিয়ে ক্রাচ দুটো খাটের পাশে দাঁড় করিয়ে বৃদ্ধলোকটির একটি হাত ধরলেন! তারপর মোহন সিং-দের দিকে তাকিয়ে ধমকের সুরে বললেন, "আপনারা এঁর কথা রেকর্ড করছেন, অথচ ইনি কী বলছেন, তা বুঝতে পারছেন না?"

মোহন সিং-এর পাশের লোকটি বলল, "ইনি পণ্ডিত লোক, জ্বরের ঘোরে ইনি যে-সব কথা বলছেন, সব রেকর্ড করে রাখছি। পরে ভাল করে শুনব। এখন বোঝা যাচ্ছে না!"

কাকাবাবু বললেন, "ইনি ওষুধ চাইছেন! সরবিট্রেট!"

লোকটি বলল, "এখানে আমরা কোথায় ওষুধ পাব? সেইজন্যই তো ডাক্তার ডাকতে গেছে একজন।"

কাকাবাবু বললেন, "এঁর ব্যাগ কোথায়? সেটা খুলে ভাল করে দেখুন। এঁর এত বয়েস হয়েছে, নিশ্চয়ই সঙ্গে কিছু ওষুধ রাখেন।"

ওরা দু-তিনজনে মিলে একসঙ্গে ব্যাগ ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল। তারপর প্রায় চার-পাঁচরকম ওষুধ বার করে আনল। কাকাবাবু তার মধ্য থেকে একটা শিশি নিয়ে খুব ছোট্ট একটা ট্যাবলেট বার করলেন, সেটাকে আবার ভেঙে আদ্ধেক করলেন। তারপর খুব যত্ন করে সেই টুকরোটা ঢুকিয়ে দিলেন বৃদ্ধের জিভের তলায়।

তারপর মুখ তুলে কাকাবাবু বললেন, "আপনারা মাথার কাছ থেকে সরে যান। জানলা খুলে হাওয়া আসতে দিন।"

বৃদ্ধের বিড়বিড় করা বন্ধ হয়ে গেল, এক মিনিট পরেই তিনি চোখ মেলে তাকালেন। প্রথমেই কাকাবাবুকে দেখতে পেয়ে তিনি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, "তুম কৌন?"

কাকাবাবু বললেন, "শর্মাজি, আমার নাম রাজা রায়চৌধুরী। অনেকদিন আগে আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল দেরাদুনে। আপনি আমাকে চিঠিও লিখেছেন কয়েকটা।"

ভগবতীপ্রসাদ শর্মা কয়েক মুহূর্ত অপলক ভাবে তাকিয়ে রইলেন কাকাবাবুর মুখের দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, "তুমি...তুমি

রাজা রায়চৌধুরী ? তুমি মহারাজ কনিষ্কের মুণ্ডু খুঁজে পেয়েছিলে, তাই না ?"

একে এত বৃদ্ধ, তার ওপর এমন অসুস্থ, তবু তাঁর এরকম স্মৃতিশক্তি দেখে কাকাবাবু একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

বৃদ্ধের চোখ দুটি হঠাৎ যেন জ্বলজ্বল করে উঠল। তিনি ঘরের অন্য সকলের দিকে তাকালেন, মোহন সিংকে জিজ্ঞেস করলেন, "শিবপ্রসাদ কোথায় ?"

মোহন সিং বলল, "তিনি ডাক্তার ডাকতে গেছেন। আপনি কেমন আছেন, একটু ভাল বোধ করছেন কি ?"

বৃদ্ধ চুপ করে রইলেন।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "শর্মাজি, আপনি এই বয়েসে এতদূর এসেছেন কেন ? আপনার বাড়িতে এখন বিশ্রাম নেওয়াই উচিত।"

মোহন সিং বলল, "আমরা ওনাকে নিয়ে এসেছি। আমরা ওঁর দেখভাল করব। এখনই ডাক্তার এসে যাবে। আপনি ওনাকে বেশি কথা বলাবেন না।"

বৃদ্ধ নিজের কম্পিত হাত তুলে কাকাবাবুর একটা হাত চেপে ধরে অন্যদের বললেন, "তোমরা সবাই ঘরের বাইরে যাও ! রাজা রায়চৌধুরী, শুধু তুমি থাকো !"

মোহন সিং বলল, "চাচাজি, আমরা আপনার সেবা করব। এখন আপনি বেশি কথা বলবেন না।"

বৃদ্ধ আবার বললেন, "তোমরা সবাই বাইরে যাও। রাজার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

খুব অনিচ্ছের সঙ্গে মোহন সিং আর তার দলবল বাইরে চলে গেল। বৃদ্ধ কাকাবাবুকে ইঙ্গিত করলেন, দরজাটা বন্ধ করে দেবার জন্য।

মোহন সিং টেপ রেকর্ডারটা চালু করে বিছানার ওপর রেখে গেছে। বৃদ্ধ নিজেই এবার উঠে বসে সেটা বন্ধ করে দিলেন। কাকাবাবুকে খুব কাছে ডেকে বললেন, "একটা বিশেষ কাজে এসেছি এখানে, রাজা। এই শরীর নিয়ে আমার এখানে আসা উচিত ছিল না। কিন্তু এটাই হবে আমার শেষ আবিষ্কার। যদি আমি হঠাৎ মরে যাই, তবে তোমাকে সে দায়িত্ব

নিতে হবে। তুমি ঠিক পারবে।

কাকাবাবু বললেন, "আপনি উঠছেন কেন, শুয়ে থাকুন। আর কোনও ওষুধ খাবেন ?"

বৃদ্ধ বললেন, "না, এখন একটু ভাল বোধ করছি। শোনো, আগে কাজের কথা বলি। তুমি তোমার কানটা আমার মুখের কাছে নিয়ে এসো, যেন আর কেউ শুনতে না পায় ! তোমার কানে কানে বলব।"

কাকাবাবু মাথাটা ঝুঁকিয়ে আনলেন।

সেই বৃদ্ধ চোখের নিমেষে বালিশের তলা থেকে একটা রিভলবার বার করে কাকাবাবুর কপালে ঠেকিয়ে বললেন, "সাবধান ! একটু নড়লেই তোমার জীবন শেষ ! এইবার বলো তো, রাজা রায়চৌধুরী, তুমি আমাকে ফলো করে এখানে এসেছ কেন ? তোমার কী মতলব ?"

কাকাবাবু মাথা সরালেন না। কিন্তু সেই অবস্থাতেই হেসে বললেন, "এ তো ভারী মজার ব্যাপার দেখছি ! আমি আপনাকে ফলো করব কেন ? আপনি একটা দলবলের সঙ্গে এখানে এসেছেন, আর আমিও কয়েকজনকে নিয়ে এখানে বেড়াতে এসেছি। আমরা আলাদা আলাদা ভাবে আসতে পারি না ?"

বৃদ্ধ বললেন, "তুমি সত্যি বেড়াতে এসেছ, না অন্য কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ ? তুমি তো এমনি-এমনি কোথাও যাও না !"

কাকাবাবু বললেন, "আমি এমনি এমনি কোথাও যাই না ! আমি কি ইচ্ছেমতন বেড়াতে পারব না ? আমি আজকাল আর অন্য লোকের কাজ নিই না। বেড়াতেই ভালবাসি।"

"সত্যি কথাটা বলো। নইলে, আমি ঠিক গুলি করব।"

"গুলি করুন ! আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করতে পারব না যে প্রোফেসর ভগবতীপ্রসাদ শর্মা মানুষ খুন করতে পারেন !"

"সত্যি দেখতে চাও গুলি করতে পারি কি না ? আমি বলব, তুমি আমার গলা টিপে ধরতে এসেছিলে, তাই আমি সেল্‌ফ ডিফেন্সে গুলি করেছি !"

"আমি আপনার গলা টিপে ধরতে যাব কেন ? একটা কিছু মোটিভ তো থাকা দরকার। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, আপনার গায়ে হাত তোলার

www.boiRboi.blogspot.com

কথা আমি চিন্তাই করি না। আপনার হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নেওয়া কি আমার পক্ষে খুব শক্ত হত?"

বৃদ্ধ ফিসফিস করে বললেন, "রাজা রায়চৌধুরী, তোমাকে আমি ভাল করেই চিনি, দরজার আড়াল থেকে মোহন সিং-রা দেখছে, তাই আমি এই অভিনয় করছি। মোহন সিং-এর দল তোমাকে দেখে চিন্তায় পড়ে গেছে। আমি এখন তোমাকে যে-কয়েকটা কথা বলছি, তা খুব মন দিয়ে শোনো। আর কেউ যেন জানতে না পারে। আমি হঠাৎ মরে গেলে তুমি আমার কাজটা সম্পূর্ণ করবে।

এরপর বৃদ্ধ আরও আস্তে-আস্তে কয়েকটা কথা বললেন, শুনতে-শুনতে কাকাবাবুর কপাল কুঁচকে গেল।

তারপর আবার গলা চড়িয়ে বৃদ্ধ বললেন, "এবার তোমায় ছেড়ে দিলাম। যদি প্রাণের মায়া থাকে, তা হলে খবর্দার আমার সামনে তুমি আর আসবে না।"

এই সময় দরজায় দুম দুম করে ধাক্কা পড়ল। একজন কেউ চেঁচিয়ে বলল, "ডাক্তার আ গয়া। খোলিয়ে, খোলিয়ে!"

বৃদ্ধ চোখ টিপে বললেন, "মনে রেখো, আমার কথাগুলো।"

কাকাবাবু এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলেন।

শর্মাজির ভাইপো কোথা থেকে একজন ডাক্তার জোগাড় করে এনেছে। সবাই বৃদ্ধের খাটের দিকে এগিয়ে গেল। শুধু মোহন সিং কাকাবাবুর কাঁধটা খামচে ধরে বলল, "রায়চৌধুরী, প্রোফেসর-সাহেব তোমাকে কী কথা বললেন? সাফ সাফ খুলে বলো!"

কাকাবাবু বললেন, "বলছি, তুমি বারান্দার ওই কোণে চলো। খুব জরুরি কথা।"

মোহন সিং কাকাবাবুর কাঁধটা ছাড়ল না, প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চলল। একটা ক্রাচ পিছলে গিয়ে কাকাবাবু প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন একবার। তবু তিনি রিভলভারটা বার করলেন না। তাঁর ক্রাচ দুটো খসে পড়ে গেল মাটিতে।

বারান্দার এই কোণটা বেশ অন্ধকার মতন। দিনের বেলা এখান থেকে তুঙ্গভদ্রা নদীর বাঁধ দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু এখন সবকিছুই ঝাপসা।

www.boiRboi.blogspot.com

কাকাবাবু শান্ত গলায় বললেন, "তোমাদের প্রোফেসর-সাহেবের সঙ্গে আমার অনেক দিনের চেনা। তিনি আমার কানে-কানে বললেন, "তুমি ওই মোহন সিংকে একটু ভদ্রতা শিখিয়ে দিও তো! ও সবসময় নিজেকে সিনেমার ভিলেইন মনে করে।"

মোহন সিং ধমক দিয়ে বলল, "তুমি আমার সঙ্গে মজা মারছ, ঠিক করে বলো।"

কাকাবাবু বললেন, "ভদ্রলোকদের কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলতে নেই, জানো না? হাত সরাও!"

মোহন সিং আরও কিছু বলতে গেল, তার আগেই হঠাৎ কাকাবাবু একটু নিচু হয়ে তার ডান চোখে খুব দ্রুত একটা ঘুসি চালালেন। মোহন সিং একটা আর্ত চিৎকার করে কাকাবাবুর কাঁধ ছেড়ে দিয়ে দু' হাতে চোখ চাপা দিল।

কাকাবাবু এবার মোহন সিং-এর কাঁধটা ধরে এক ঝটকায় তার শরীরটা উলটে দিলেন। মোহন সিং বারান্দার রেলিং-এর ওপারে শূন্যে ঝুলতে লাগল। এতই ভয় পেয়ে গেছে সে যে, মুখ দিয়ে শুধু আঁ-আঁ শব্দ করছে, আর কোনও কথা বলতে পারছে না। তার অত বড় শরীরটা যে কাকাবাবু অবলীলাক্রমে তুলে ফেলতে পারবেন, তা যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না সে।

কাকাবাবু বললেন, "এবার আমি তোমাকে নীচে ফেলে দিতে পারি। কিন্তু ভদ্রলোকেরা মানুষকে চট করে এত কঠিন শাস্তি দেয় না। আর কখনও নিজের বন্ধুবান্ধব ছাড়া অন্য কারও কাঁধে হাত দিয়ে কথা বোলো না। আর দু' নম্বর হল, ইন্ডিয়া ইজ আ ফ্রি কান্ট্রি, যার যেখানে খুশি যেতে পারে। আমি হাম্পি-তে যাব কি যাব না, তা নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ কেন?"

মোহন সিং দু' হাত দিয়ে রেলিংটা ধরার চেষ্টা করছে। কাকাবাবুর মুঠি একটু আলগা হয়ে গেলেই সে পড়ে যাবে। এর মধ্যেই সে একবার চেঁচিয়ে উঠল, "বিরজু, বিরজু!"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার ওই বিরজু লোকটা পেট্রল পাম্পে আমাদের রঞ্জনকে অকারণে একটা ধাক্কা দিয়েছিল। তাকেও বলে দিও

যেন যখন তখন সে গায়ের জোর না দেখায়।”

খুব জোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তিনি মোহন সিংকে ফিরিয়ে আনলেন বারান্দায়। সেখানে তাকে ঠেসে ধরে কাকাবাবু আবার বললেন, “ভগবতীপ্রসাদ শর্মা আমার গুরুর মতন। উনি হুকুম করলে আমি ওঁর পা-ধোওয়া জলও খেতে পারি। উনি বুঝেছেন যে, আমরা শুধু ছুটিতে বেড়াতে এসেছি, আমাদের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই। আমরা তোমাদের কোনও ব্যাপারে ডিসটার্ব করব না। তোমরাও আমাদের ডিস্টার্ব কোরো না।”

মোহন সিংকে ছেড়ে দিয়ে কাকাবাবু ক্রাচ দুটো তুলে নিলেন। তারপর হাঁটতে শুরু করলেন পেছন ফিরে।

মোহন সিং ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। সে যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না যে, কাকাবাবুর হাতে এত জোর। তার বুকের মধ্যে টিপটিপ শব্দ হচ্ছে।

॥ ৩ ॥

সন্তু চোখ মেলে দেখল, তার পাশে জোজো গভীরভাবে ঘুমিয়ে আছে। আলোয় ভরে গেছে ঘর। এখন ক'টা বাজে কে জানে? রোদ্দুরের রং দেখে মনে হয়, বেশ বেলা হয়েছে। রঞ্জন আগের রাত্রেই বলে রেখেছিল, আজ সে অনেক দেরি করে উঠবে। কোনও তাড়া তো নেই।

জোজোকে না ডেকে সন্তু বাইরে বেরিয়ে এল।

দোতলায় আর কোনও মানুষজনের চিহ্ন নেই। পাশের ঘরগুলো খালি। মোহন সিং-এর দলবল, সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক, সবাই উধাও।

হাওয়ায় একটু শীত-শীত ভাব। সন্তু পরে আছে শুধু পাজামা আর গেঞ্জি, সেই অবস্থাতে সে চলে এল বারান্দার একধারে। এখান থেকে তুঙ্গভদ্রা নদী ভাল করে দেখা যায় না, বাঁধটা অনেকটা উঁচু, তাতে খানিকটা ঢাকা পড়ে গেছে।

সন্তু উঁকি দিয়ে দেখল, নীচের বাগানে একটা লোহার বেঞ্চে বসে আছেন কাকাবাবু। গায়ে একটা চাদর। অন্যমনস্কভাবে আঙুল বোলাচ্ছেন

www.boiRboi.blogspot.com

গোঁফে।

সন্তু নেমে এল বাগানে। কাকাবাবুর পায়ের কাছে একটা চায়ের ট্রে, তাতে দুটি কাপ, দুটি কাপেই চা ঢালা হয়েছিল। কিন্তু কাকাবাবু ছাড়া বাগানে আর কোনও লোককে দেখতে পাওয়া গেল না।

কাকাবাবু প্রথমটায় সন্তুকে দেখতে পেলেন না। কাকাবাবু কিছু একটা নিয়ে চিন্তা করছেন, সন্তু তাই কোনও কথা না বলে এগিয়ে গেল বাঁধের দিকে। এখানে নদী বেশ চওড়া, সকালের আলোয় রুপোর মতন ঝকঝক করছে। নদী দেখতে সন্তুর সব সময়ই ভাল লাগে। কোনও নদীই একরকম নয়। কতদিন আগে থেকে বইছে এই নদী, এর দু'পারে কত মানুষ থেকে গেছে, কত গ্রাম-নগর ধ্বংস হয়েছে, তবু নদী ঠিক একইরকমভাবে বয়ে চলেছে।

সন্তুর ইচ্ছে হল—এই নদীতে নেমে একবার সাঁতার কাটবে। জোজোকে ডাকা দরকার। জোজো অবশ্য সাঁতার জানে না, জলকে ভয় পায়, তবু জোজোকে পারে দাঁড় করিয়ে রাখা যাবে। একদম একলা-একলা জলে নামতে ভাল লাগে না। এখানে আর কেউ স্নান করছেও না, দু-একটা মাছ-ধরা নৌকো দেখা যাচ্ছে শুধু।

সন্তু বাঁধ থেকে নেমে আসতেই কাকাবাবু তাকে দেখতে পেয়ে বললেন, “সবাই এখনও ঘুমোচ্ছে? এবার ডাকো, ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়া যাক।”

সন্তু জিজ্ঞেস করল, “আমরা কি একদম চান-টান করে বেরোব, না দুপুরে আবার ফিরে আসব?”

কাকাবাবু বললেন, “এখনও গরম পড়েনি, বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা আছে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়াই ভাল, হাম্পি দেখতে অনেকক্ষণ লাগবে। সবাই মিলে চান করতে গেলে দেরি হয় যাবে না?”

এই সময় দেখা গেল রঞ্জন আর রিঙ্কু নেমে আসছে বাগানের দিকে। রঞ্জনের চুল উসকোখুসকো, চোখে এখনও ঘুম লেগে আছে মনে হয়। রিঙ্কু কিন্তু এরই মধ্যে বেশ ফিটফাট হয়ে গিয়েছে।

রঞ্জন একটু দূর থেকেই বলল, “সুপ্রভাত কাকাবাবু, আপনার কাছে ঘড়ি আছে? এই রিঙ্কু শুধু-শুধু আমাকে ধাক্কা মেরে-মেরে বিছানা থেকে

তুলল। আমি যত বলছি, এখন সাড়ে ছ'টার বেশি হতেই পারে না। এখনও ভোর রয়েছে।"

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "আমার হাতে ঘড়ি নেই, কিন্তু আকাশে তো মস্ত বড় একটা ঘড়ি রয়েছে। সেটার দিকেই তাকিয়ে বলা যায়, এখন অন্তত সাড়ে আটটা বেজে গেছে।"

রঞ্জন বলল, "তা হলে তো ঠিকই আছে। দক্ষিণ দেশে ন'টার পর সকাল হয়, তার আগেকার সময়টাকে এরা বলে ভোর।"

রিঙ্কু বলল, "রঞ্জনকে না ডাকলে ও সারাদিন ঘুমোতে পারে, জানেন!"

রঞ্জন বলল, "তাতেই বোঝা যায়, আমার হেল....হেল.... মানে স্বাস্থ্য কত ভাল। আবার দরকার হলে আমি সারারাত জেগে থাকতে পারি। এখন একখানা বেশ ভাল করে অবগাহন স্নান করতে হবে, কী বলো শ্রীমান সন্তু? আমার সঙ্গে সন্তরণ প্রতিযোগিতা হবে নাকি? শুনেছি তুমি ভাল সাঁতার জানো। তুঙ্গভদ্রা নদী এপার-ওপার করার চ্যা....চ্যা.....বাজি ফেলবে?"

হঠাৎ রঞ্জন অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, "আরে, বাংলা খেলা তো কাল রাত্তিরেই শেষ হয়ে গেছে। আমি এত কষ্ট করে বাংলা বলছি কেন? গুড মর্নিং-এর বদলে সুপ্রভাত বলে ফেললুম! আজ সারাদিন প্রাণ ভরে ইংরেজি বলব!"

রিঙ্কু বলল, "শুধু-শুধু ইংরেজি বলার দরকারই বা কী? গুডমর্নিং-এর বদলে সুপ্রভাত শুনতে তো বেশ ভালই লাগে!"

রঞ্জন বলল, "তুমি বাজে কথা বোলো না। তোমার কাল সবচেয়ে বেশি ফাইন হয়েছে। টাকাটা তুমি আজই সন্তুর কাছে জমা করে দাও, মেরে দেবার চেষ্টা কোরো না!"

কাল রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পর হিসেব করা হয়েছিল, কে কতগুলো ইংরেজি বলে ফেলেছে। রিঙ্কু আর রঞ্জন প্রায় সমান-সমান, রিঙ্কুর আঠাশ টাকা আর রঞ্জনের সাতাশ।

রঞ্জন আবার সন্তুকে বলল, "কী, আমার সঙ্গে সুইমিং কমপিটিশানে নামতে রাজি আছ? তুঙ্গভদ্রা এপার-ওপার, একশো টাকা বাজি। চ্যালেঞ্জ!"

রিঙ্কু বলল, "রাজি হয়ে যা, সন্তু! একশো টাকা পেয়ে যাবি। রঞ্জন সাঁতারই জানে না!"

রঞ্জন আকাশ থেকে পড়ার মতন অবাক হয়ে বলল, "আমি সাঁতার জানি না? আমি একটা জেনুইন বাঙাল, আমাদের সাতপুরুষ পূর্ববাংলার নদী-নালার দেশে....তুমি জানো, ওখানে চার বছরের বাচ্চারাও পুকুরে ডুব-সাঁতার দিতে শিখে যায়।"

রিঙ্কু বলল, "তুমি তো আর কোনওদিন পূর্ববাংলায় ছিলে না! তোমায় আমি কোনওদিন সাঁতার কাটাতে দেখিনি!"

রঞ্জন বলল, "দেখোনি, আজ দেখিয়ে দিচ্ছি! আমি কলকাতার গঙ্গা কতবার এপার-ওপার করেছি! ও হ্যাঁ, জোজো কোথায়? সে নিশ্চয়ই আমার থেকেও বড় চ্যাম্পিয়ান? জোজো খুব সম্ভব কোনও সমুদ্র এপার-ওপার করেছে।"

সন্তু বলল, "জোজো এখনও জাগেনি।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমাদের সাঁতারের কেরামতি এখন দেখতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তোমরা যদি স্নান করেই বেরোতে চাও তো বাথরুমেই স্নান করে নাও। আমার মনে হয়, হাম্পি দেখতে হলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়াই ভাল।"

রঞ্জন বলল, "কাকাবাবু, আপনার আর সন্তুর চা খাওয়া হয়ে গেছে দেখছি। আমরাও এই বাগানে বসেই বেড-টি খাব! অ্যাই সন্তু, একটু চায়ের কথা বলে দে না ভাইটি!"

সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠল।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু চা খায়নি আমার সঙ্গে। অন্য একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি চা খেতে-খেতে গল্প করছিলেন আমার সঙ্গে।"

গেস্ট হাউসের একজন বেয়ারা এদিকেই আসছিল কাপগুলো নিতে, তাকেই বলে দেওয়া হল চায়ের কথা। দোতলার বারান্দায় দেখা গেল জোজোকে। সন্তু তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল।

রঞ্জন জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা কাকাবাবু, আমরা যে হাম্পি দেখতে যাচ্ছি, সেখানে আসলে কী দেখার আছে একটু বুঝিয়ে বলুন তো!"

www.boiRboi.blogspot.com

কাকাবাবু বললেন, "হামপি এখানকার একটি গ্রামের নাম। এককালে ওইখানেই ছিল বিজয়নগর রাজ্যের রাজধানী। বিজয়নগরের কথা ইতিহাসে পড়েছ নিশ্চয়ই।"

রঞ্জন বলল, "আমি অঙ্কে খুব ভাল তো, সেইজন্য ইতিহাস আর ভূগোলে খুব কাঁচা। তা ছাড়া ইস্কুল ছাড়বার পর তো আর ইতিহাস পড়িনি! বিজয়নগর নামে একটা রাজ্য ছিল বুঝি?"

রিঙ্কু ধমক দিয়ে বলল, "অ্যাই রঞ্জন, তুমি বিজয়নগরের কথা জানো না। বিজয়নগর আর বাহমনি, এই দুটো রাজ্যের মধ্যে সবসময় লড়াই হত!"

সন্তু বলল, "হরিহর আর বুক্ক নামে দুই ভাই বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিল দক্ষিণ ভারতে। দিল্লিতে তখন পাগলা রাজা মহম্মদ বিন তুঘলকের আমল। সেটা ফোরটিনথ সেঞ্চুরির মাঝামাঝি।"

রঞ্জন সন্তুর কাঁধে হাত দিয়ে বলল, "বাহ্, তোর তো বেশ ইতিহাসে মাথা। সেঞ্চুরি পর্যন্ত মনে আছে। হ্যাঁ বুঝলাম, বিজয়নগর নামে একটি রাজ্য ছিল, তার রাজারা সবসময় মারপিট করত। তারপর?"

কাকাবাবু বললেন, "হামপিতে সেই এককালের বিরাট শহর বিজয়নগরের রুইনস আছে। সেইগুলোই দেখতে যাচ্ছি।"

রঞ্জন অবহেলার সঙ্গে বলল, "ওঃ, হিস্টোরিক্যাল রুইনস? তার মানে তো দু-চারটে ভাঙা দেওয়াল আর আধখানা মন্দির, আর-একটা লম্বা ধ্যাড়েঙ্গা গেট। যে-জায়গাটায় হাতি থাকত সেই জায়গাটাই দেখিয়ে গাইডরা বলবে, এটাই ছিল মহারানির প্রাসাদ। এই তো? এ-আর দেখতে কতক্ষণ লাগবে? বড়জোর একঘন্টা! এই হিস্টোরিক্যাল রুইনস-কুইন্সগুলো সাধারণত খুব বোরিং হয়।"

রিঙ্কু বলল, "মোটেই না! আমার এসবগুলো দেখতে খুব ভাল লাগে।"

রঞ্জন বলল, "ঠিক আছে, আমি গাছতলায় শুয়ে থাকব। তোমরা যত খুশি পেট ভরে দেখো দু'ঘন্টা, তিনঘন্টা, তার বেশি তো লাগবে না! লাঞ্চের আগেই শেষ হয়ে যাবে। আমি বলি কি, এই গেস্ট হাউস ছাড়ার দরকার নেই, আমরা এখানেই ফিরে আসব আবার। রাত্তিরটা জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে।"

জোজো বাগানে এসে সন্তুর পাশে দাঁড়িয়েছে। সে জিজ্ঞেস করল, "হামপিতে যদি কিছু ভাঙাচোরা জিনিস ছাড়া আর কিছুই দেখবার না থাকে, তা হলে ওই মোহন সিং সেখানে যেতে আমাদের বারণ করল কেন? কাকাবাবুকে শাসালই বা কেন?"

রঞ্জন বলল, "দ্যাট ইজ আ মিলিয়ান ডলার কোয়েশ্চেন। আমিও ঠিক সেই কথাই ভাবছিলুম। আমরা হামপি বেড়াতে গেলে ওর অসুবিধের কী আছে? তা ছাড়া ওই গুণ্ডারটা কাকাবাবুকে পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা কাজ দিতে চেয়েছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "এখন একটু-একটু মনে পড়ছে, ওই মোহন সিং-এর ভাই সুরয সিংকে আমি একবার জব্দ করেছিলুম। সুরয সিং এখন জেল খাটছে। সেইজন্যই আমার ওপর মোহন সিং-এর রাগ থাকতে পারে। পঞ্চাশ হাজার টাকার লোভটা কেন দেখিয়েছিল বুঝতে পারছি না। আমাকে কোনও ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিল বোধহয়।"

রিঙ্কু বলল, "ওর কথায় আমরা ভয় পাব নাকি! আমরা হামপি দেখতে এসেছি, সেখানে যাবই। কাকাবাবুর সঙ্গে ওরকম একটা জায়গা দেখার চান্স আর কখনও পাব?" কাকাবাবু সবকিছু ভাল বুঝিয়ে দিতে পারবেন। চলো, চলো, সবাই তৈরি হয়ে নাও!"

আধঘন্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়া হল। গেস্ট হাউসটা না ছেড়ে সেখানে রেখে যাওয়া হল কিছু জিনিসপত্র। সবাই ওঠার পর রঞ্জন গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলল, "ওই মোহন সিং ব্যাটা সিনেমায় ডাকাতের পার্ট করে, ব্যবহারটাও ডাকাতের মতন। আবার ওদের দলে একজন আশি নব্বই বছরের থুত্থুড়ে বুড়ো, সে নাকি একজন নামকরা পণ্ডিত, এই অদ্ভুত কম্বিনেশনটা আমি বুঝতে পারছি না।"

রিঙ্কু বলল, "ওরা দলবল মিলে সবাই হামপিতে গেছে নিশ্চয়ই। চল, একটু পরেই সব বোঝা যাবে।"

ওদের দু' জনের এই কথা শুনে কাকাবাবু একটু মুচকি হাসলেন, কিন্তু কোনও মন্তব্য করলেন না।

কিছুদূর যাবার পর একটা ছোট্ট শহর মতন দেখা গেল। সেটার নাম

www.boiRboi.blogspot.com

হসপেট। কিছু দোকানপাট, হোটেল আর রেল স্টেশন আছে।

গেস্ট হাউসে শুধু ডিম আর পাউরুটি ছাড়া আর কিছু ছিল না বলে ওরা সেখানে ব্রেকফাস্ট খায়নি। ডিম আর টোস্ট তো রোজই খাওয়া হয়, বাইরে বেড়াতে এসেও ওসব খেতে ভাল লাগে না। রিঙ্কুর আজ পুরি-তরকারি-জিলিপি খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে।

সেরকম দু-তিনটে দোকান দেখা গেল। রঞ্জন গাড়ি দাঁড় করল একটা দোকানের সামনে। সকালবেলার শীত-শীত ভাবটা এরই মধ্যে চলে গেছে, আজ অবশ্য সঙ্গে খাবার জল নেওয়া হয়েছে তিন বোতল।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে কাকাবাবু বললেন, "এখান থেকে হামপি আর ছ-সাত কিলোমিটার দূরে। কিন্তু একসময় বিজয়নগর রাজ্য শুরু হয়েছিল প্রায় এখান থেকেই। এইদিক দিয়েই পর্তুগিজরা আসত গোয়া থেকে। ওরা ঘোড়া বিক্রি করত। বিজয়নগরের রাজারা ঘোড়া আমদানি করত ইওরোপ থেকে। পর্তুগিজরা সেই ঘোড়া সাপ্লাই দিত।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "ইউরোপ থেকে ঘোড়া কিনত কেন? আমাদের দেশে তখন ঘোড়া পাওয়া যেত না?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, পাওয়া যেত। কিন্তু সেগুলো ছোট-ছোট। ইওরোপের ঘোড়া অনেক বড় আর তেজি বেশি। তখনকার দিনে যে-রাজার যত বেশি শক্তিশালী অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী থাকত, তারাই যুদ্ধে জিতে যেত।"

সন্তু বলল, "আমাদের দেশের ঘোড়াগুলো সব টাট্টু ঘোড়া?"

কাকাবাবু বললেন, "সব নয়, বেশির ভাগ। ভাল জাতের ঘোড়া বিদেশ থেকেই এসেছে।"

রঞ্জন বলল, "সেইসব ভাল ভাল ঘোড়া যুদ্ধেই মরে গেছে নিশ্চয়ই। এখানকার টাঙার ঘোড়াগুলো দেখুন, বেতো-বেতো, রোগা-রোগা!"

এই শহরের রাস্তা দিয়ে টাঙ্গার মতন একরকম গাড়ি যাচ্ছে অনেক। রঞ্জনের কথাই ঠিক, সেগুলোর কোনও ঘোড়াই তাগড়া নয়।

পাঁচজনের এই দলটি গিয়ে বসল একটা রেস্তরাঁর দোতলায়। এর মধ্যে রঞ্জনের চেহারাটাই আগে চোখে পড়ে। লম্বা-চওড়া, মুখভর্তি দাড়ি, আজ সে মাথায় একটা টুপি পরেছে ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মতন। অনেকেই

www.boiRboi.blogspot.com

তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

খাবারের অর্ডার দেবার পর রঞ্জন বলল, "হামপিতে যাবার পর যতদূর মনে হচ্ছে ওই মোহন সিং-এর সঙ্গে দেখা হবেই। সে যদি আবার ধমকাধমকি শুরু করে, তা হলে আমাদের স্ট্র্যাটেজি কী হবে, সেটা আগে ঠিক করে ফেলা যাক।"

রিঙ্কু বলল, "ইশ, ধমকালে হলই নাকি! বিজয়নগরটা কী ওর মামাবাড়ি? ও যদি গায়ে পড়ে আর-একটা কথা বলতে আসে, তা হলে ওকে আমি পুলিশে ধরিয়ে দেব!"

রঞ্জন বলল, "কাকাবাবু, জানেন তো, রিঙ্কুর ধারণা, ভারতবর্ষের সব পুলিশ ওর হুকুম শুনতে বাধ্য।"

রিঙ্কু বলল, "কেন শুনবে না? একজন লোক যদি অন্যায় করে, পুলিশ তাকে ধরবে না?"

জোজো বলল, "তোমরা আমার ওপর ছেড়ে দাও! এবার মোহন সিং কিছু করতে এলে আমি একাই ওকে টিট করব!"

রঞ্জন বলল, "তা জোজো পারবে। জোজো সব পারে।"

টেবিলের ওপর থেকে একটা ছোট প্লাস্টিকের বাটি তুলে নিল জোজো। সেই বাটিতে রয়েছে শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো। এদিককার লোকেরা খুব ঝাল খায়, সব খাবারে শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো মিশিয়ে নেয়। জোজো পকেট থেকে রুমাল বার করে তাতে ঢেলে নিল লঙ্কার গুঁড়োগুলো। তারপর রুমালটায় পুঁটুলি বেঁধে পকেটে রাখল।

সন্তু বলল, "হাতটা ধুয়ে নে জোজো। নইলে কখন নিজের হাত চোখে লাগিয়ে কান্নাকাটি শুরু করবি।"

রিঙ্কু বলল, "ওসব করবার দরকার নেই। লোকটাকে আমি ঠিক পুলিশে ধরাব!"

রঞ্জন বলল, "অর্থাৎ কিছুই ঠিক হল না। কাকাবাবু কিছু বলছেন না, তার মানে তিনি কিছু একটা ঠিক করে রেখেছেন। যাকগে! বিজয়নগর দেখার পর আমরা কোথায় যাব?"

রিঙ্কু বলল, "এরপর আমরা গোয়া যাব!"

রঞ্জন বলল, "সে তো অনেক দূরে! অতখানি কে গাড়ি চালাবে?"

সন্তু বলল, "রঞ্জনদা, ওই যে তুঙ্গভদ্রা নদী আমরা দেখলাম, সেই নদী কোনও এক জায়গায় কৃষ্ণা নদীতে মিশেছে। সেইখানটায় একবার গেলে হয় না ?"

রঞ্জন বলল, "গ্রেট আইডিয়া, একসঙ্গে দুটো নদীর জল লুটোপুটি, হুটোপটি করছে, সেটা তো দেখতেই হবে ! সেখানে আমরা সাঁতার কাটব, কী বলো সন্তু ?"

রঞ্জন এ-কথায় এত উৎসাহিত হয়ে গেল যে, ঝটপট সাত-আটখানা পুরি আর আলুর দম খেয়ে নিয়েই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "তাড়াতাড়ি, সবাই তাড়াতাড়ি করো। আগে আমরা ইতিহাস-ফিতিহাস দেখা সেরে নিই, তারপর চলে যাব তুঙ্গভদ্রার ধার দিয়ে দিয়ে কৃষ্ণা নদীর দিকে। আহা, কৃষ্ণা নদী, কী সুন্দর নাম !"

রঞ্জনের তাড়ায় গরম গরম কফি পেয়ালায় ঢেলে খেতে হল জোজো আর সন্তুকে। তারপর আবার গাড়িতে চড়া।

হামপিতে ঢোকার মুখে একদল গাইড দাঁড়িয়ে থাকে। বিজয়নগরের ভাঙা রাজধানী অনেকটা ছড়ানো, দেখবার জিনিসগুলো বেশ দূরে-দূরে, গাইডের সাহায্য ছাড়া খুঁজে পাওয়া মুশকিল। রঞ্জনদের গাড়িটা গেটের কাছে থামতেই চার-পাঁচজন গাইড ছুটে এল।

কাকাবাবু বললেন, "গাইড নেবার দরকার নেই। জায়গাগুলো আমার মোটামুটি মনে আছে।

গাইডরা সবাই মিলে একসঙ্গে বলতে লাগল, "অনেক নতুন নতুন জায়গা বেরিয়েছে। অনেক জায়গা খুঁড়ে নতুন জিনিস বেরিয়েছে !"

রঞ্জন বলল, "আরে ভাই, হামলোগ নতুন জিনিস দেখনে নেহি আয়া। হামলোগ পুরনো ইতিহাস দেখে গা !"

একজন গাইড তবু জোর করে সামনের দরজা খুলে কাকাবাবুর পাশে উঠে পড়তে যাচ্ছিল, কাকাবাবু একটা হাত তুলে তাকে আটকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি আমাদের গাইড হতে চান তো ? তার আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। রাম রায় যখন বিজয়নগর আক্রমণের কথা শুনলেন, তখন তিনি কী করছিলেন ?"

লোকটি থতমত খেয়ে বলল, "রাম রায় ?"

কাকাবাবু বললেন, "আপনি রাম রায়ের নামও শোনেননি ? তা হলে আপনি আমাদের গাইড হবেন কী করে ? আমার সঙ্গের এই ছেলেমেয়েরা যে অনেক প্রশ্ন করবে ?"

গাইডটি গাড়ির দরজা থেকে একটু সরে গেল। তারপর দাঁত-মুখ খিচিয়ে, ডান হাতের বুড়ো আঙুল তুলে কলা দেখিয়ে বলল, "ঠিক আছে, যাও না, যাও ! তোমরা কিছুই দেখতে পাবে না ! কিছুই দেখতে পাবে না !"

রঞ্জন গাড়িতে আবার স্টার্ট দিল বটে, কিন্তু ভুরু কুঁচকে বলল, "লোকটা কি আমাদের অভিশাপ দিল নাকি ?"

রিঙ্কু হাসতে হাসতে বলল, "লোকটা খুব রেগে গেছে ! ও বেচারা কী করে বুঝবে যে বিখ্যাত আরকিওলজিস্ট রাজা রায়চৌধুরী এই গাড়িতে আছেন, আর তিনি ওকে ইতিহাসের পড়া ধরবেন !"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, রাম রায় কে ছিলেন ? এখানকার শেষ রাজা ?"

কাকাবাবু বললেন, "উঁহু, রাজা নন। ব্যাপারটা বোঝাতে গেলে অনেকটা লম্বা ইতিহাস বলতে হয়।"

রঞ্জন বলল, "না, না, দরকার নেই। ইতিহাস যত ছোট হয়, ততই ভাল। ফজলি আমের চেয়ে যেমন ল্যাংড়া আম মিষ্টি সেইরকমই, বড় ইতিহাসের চেয়ে...মানে, আমরা যখন ওইসব ভাঙা দেওয়াল-টেওয়াল দেখব, তখন ছোট্ট করে ইতিহাসটা শুনে নেব।"

রিঙ্কু ধমক দিয়ে বলল, "রঞ্জন, তোমার শুনতে ইচ্ছে না করে চুপ করে থাকো। কাকাবাবু, আপনি বলুন তো !"

কাকাবাবু বললেন, "সামনে অত ভিড় কিসের বলো তো ? পুলিশ-টুলিসও দেখা যাচ্ছে।"

রাস্তাটা সবে একটা বাঁক নিয়েছে, একটু দূরে দেখা গেল প্রচুর লোক জমে আছে। আরও কিছু লোক সেই দিকে ছুটছে। একটা বোমা ফাটার মতন জোর শব্দও হল।

কাকাবাবু বললেন, "ওইখানেই মেইন গেট। কিছু একটা ঘটেছে মনে হচ্ছে।"

www.boiRboi.blogspot.com

একটা বড় গেট দেখা যাচ্ছে। সেখানেই লোকেরা ঠেলাঠেলি করছে, কয়েকজন পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে সরিয়ে দিতে চাইছে তাদের।

রঞ্জন সেই সিটের উলটো দিকের মাঠে গাড়িটা থামিয়ে বলল, "আপনারা বসুন, আমি দেখছি।"

গাড়ির চাবিটা আঙুলে ঘোরাতে-ঘোরাতে সে এগিয়ে গেল। একটু বাদেই হাসতে হাসতে ফিরে এসে বলল, "আজ আর ভেতরে ঢোকাই যাবে না। আজ সব বন্ধ।"

রিঙ্কু ভুরু কুঁচকে বলল, "ভেতরে ঢোকা যাবে না মানে? কেন ঢোকা যাবে না?"

রঞ্জন দাড়ি চুমরে বলল, "এখন ওই গাইডটার অভিশাপের মানে বুঝতে পারছি। ও সব জানত। আমাদের সঙ্গে গাড়িতে এই পর্যন্ত এসে কিছুই না জানার ভান করে পয়সা আদায় করার তালে ছিল।"

রিঙ্কু বলল, "গাইডের কথা বাদ দাও! ভেতরে যাওয়া যাবে না কেন, কী হয়েছে?"

রঞ্জন বলল, "বললুম না, আজ বন্ধ। ভিজিটারস নট অ্যালাউড! ওখানে একটা সিনেমার শুটিং হচ্ছে। পুলিশ কাউকে কাছে যেতে দিচ্ছে না।"

রিঙ্কু আরও রেগে গিয়ে বলল, "সিনেমার শুটিং হচ্ছে বলে আমরা যেতে পারব না? কতদূর থেকে এসেছি, এমনি-এমনি ফিরে যাব? আমি গিয়ে ওদের বলছি! এটা বেআইনি!"

রিঙ্কুর সঙ্গে-সঙ্গে সন্তু আর জোজোও নেমে গেল গাড়ি থেকে। কাকাবাবু গাড়ির মধ্যে বসে থেকেই দরজাটা খুলে দিলেন হাওয়া খাওয়ার জন্য। রঞ্জন নাকে একটিপ নস্যি নিয়ে বলল, "এইবার দেখা যাবে রিঙ্কুর তেজ কেমন গ্যাস বেলুনের মতন ফুস করে ফুটো হয়ে যায়! ওর সাধের পুলিশরাই ওকে কড়কে দেবে!"

রিঙ্কুরা ফিরে এল মিনিট-দশেক বাদে। ওদের মুখ-চোখ দেখেই বোঝা গেল কিছু সুবিধে হয়নি। রিঙ্কু রাগে একেবারে ছটফট করছে।

রঞ্জন মজার সুরে জিজ্ঞেস করল, "কী হল? পারমিশন পেয়ে গেছ?"

সন্তু বলল, "শুটিং-এর সময় কাউকে ঢুকতে দেবে না।"

www.boiRboi.blogspot.com

জোজো বলল, "খুব জোর একটা ফাইটিং সিন হচ্ছে মনে হচ্ছে। ওরা বলল, "বিকেল পাঁচটার আগে কাউকে ভেতরে যেতে দেবে না।"

রঞ্জন রিঙ্কুকে খোঁচা মেরে বলল, "তুমি পুলিশের কাছে নালিশ করলে না? সিনেমা তো করছে মোহন সিং! তোমার পুলিশরা কী বলল?"

রিঙ্কু রাগে-দুঃখে প্রায় কেঁদে ফেলে বলল, "এইসব ঐতিহাসিক জায়গা এখন ন্যাশনাল মনুমেন্টস। সিনেমার শুটিং হচ্ছে বলে পাবলিক সেখানে ঢুকতে পারবে না? এটা অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায়! কতকগুলো কনস্টেবল ওখানে রয়েছে, তারা কোনও কথাই শুনতে চায় না!"

রঞ্জন বলল, "তা হলে এখন কী করা যায় সেটা বলো? বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এখানে এই রোদ্দুরের মধ্যে বসে থাকার কোনও মানে হয় না!"

রিঙ্কু বলল, "এখানে বসে থাকব না, বিকেলে আবার ফিরে আসব!"

রঞ্জন বলল, "তাতেও কোনও সুবিধে হবে না। সিনেমার শুটিং পাঁচটা বললে সাতটায় শেষ হবে। কিংবা আজ হয়তো শেষই হবে না। কালও এইরকম চলবে। আমি যা বুঝতে পারছি, হামপি দেখার কোনও আশা আমাদের নেই। এইজন্যই মোহন সিং এখানে আসতে বারণ করেছিল। খুব খারাপ কিছু বলেনি!"

রিঙ্কু বলল, "তুমি বলতে চাও, আমরা এই জায়গাটা না দেখে ফিরে যাব? অসম্ভব!"

রঞ্জন বলল, "তা ছাড়া আর উপায় কী বলো! আমি তো তোমাদের বাধা দিইনি! অবশ্য আমি পার্সোনালি খুব একটা হতাশ হইনি। আমার ভাই অত ইতিহাসের দিকে ঝোঁক নেই। ভাঙা দেওয়াল, ভাঙা দুর্গ আর মন্দির-টন্দির সব জায়গাতেই প্রায় এক। তোমরা চাও তো, অন্য জায়গায় তোমাদের ওইসব জিনিস দেখিয়ে দেব। এখন আমি সাজেস্ট করছি, এখানে শুধু-শুধু বসে থেকে কোনও লাভ নেই। চলো, কৃষ্ণা আর তুঙ্গভদ্রা নদীর সঙ্গমের দিকে যাই, রাস্তায় খাবারদাবার কিনে নেব, সেখানে পিকনিক করব, একসঙ্গে দুটো নদীর জলে সাঁতার কাটব! ইতিহাসের চেয়ে জ্যান্ত প্রকৃতি অনেক ভাল!"

রিঙ্কু বলল, "আমরা বিজয়নগর না দেখে ফিরে যাব? কাকাবাবু, আপনি কিছু বলছেন না?"

কাকাবাবু আকাশের দিকে চেয়েছিলেন। আকাশে অনেকগুলি চিল কিংবা শকুন উড়ছে একসঙ্গে। সম্ভবত বোমার শব্দে তারা এখান থেকে উড়ে গেছে।

কাকাবাবু সেখান থেকে চোখ নামিয়ে বললেন, "রঞ্জন, তোমার ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহ নেই। কিন্তু এখানে অন্য একটা ভারী চমৎকার দেখার বা শোনার জিনিস আছে। রাজধানী বিজয়নগর প্রায় পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেলেও এর ভেতরে একটা মন্দির আছে, সেটা খুব বেশি ভাঙেনি। তার নাম এরা এখন বলে, বিঠলস্বামী টেম্পল। সেই মন্দিরটার মজা কী জানো তো, সেটা হচ্ছে মিউজিক্যাল টেম্পল! তার মানে, সেই মন্দিরের এক-একটা থামে একটু জোরে আঘাত করলে নানারকম সুর বেরোয়।"

রঞ্জন চোখ বড়-বড় করে বলল, "থামে আঘাত করলে সুর বেরোয়?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, সাতটা থামে টোকা মারলে তুমি সা-রে-গা-মা শুনতে পাবে। আর-এক জায়গায় পুরো একটা গানের সুর। একটা থামে তবলার লহরা!"

রঞ্জন গান-বাজনা খুব ভালবাসে। সে খুব কৌতূহলের সঙ্গে কাকাবাবুর কথা শুনল। তারপর বলল, "এটা আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না, কাকাবাবু! মন্দিরের থামে টোকা দিলে সা-রে-গা-মা, তবলার লহরা শোনা যায়? যাঃ, হতেই পারে না! আষাঢ়ে গপ্পো!"

জোজো গম্ভীরভাবে বলল, "ইস্তাম্বুলে এরকম মন্দির আছে!"

রঞ্জন বলল, "ইস্তাম্বুলে তো আমরা এখন যেতে পারছি না ভাই! তা ছাড়া ইস্তাম্বুলে কোনও মন্দির আছে বলেও শুনিনি।"

রিঙ্কু বলল, "রঞ্জন, তুমি বড্ড ইয়ে হয়ে গেছ! কাকাবাবু কি তোমায় মিথ্যে কথা বলবেন!"

রঞ্জন বলল, "আমি সে-কথা বলছি না। তবে, সিয়িং ইজ বিলিভিং! মানে, নিজের চোখে না দেখলে, নিজের কানে না শুনলে এসব কথা বিশ্বাস করা যায় না! তুমি আমার সঙ্গে বাজি ধরবে! কত, একশো টাকা?"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি ওর সঙ্গে বাজি ধরছ কেন? কথাটা তো

বলেছি আমি! চলো, তা হলে মন্দিরটা দেখে আসা যাক!"

রঞ্জন বলল, "যাব কী করে? যাবার উপায় নেই বলেই তো আপনি আমাকে এত ধোঁকায় ফেলে দিলেন!"

কাকাবাবু বললেন, "কেন যাওয়া যাবে না? ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়।"

কাকাবাবু গাড়ি থেকে নেমে পড়তেই রঞ্জন একগাল হেসে বলল, "ও, তাই বলুন! আপনার আইডেন্টিটি কার্ড দেখলেই পুলিশরা আপনাকে রাস্তা ছেড়ে দেবে! আপনাকে কেউ আটকাবে না, সেকথা এতক্ষণ বললেই হত।"

রিঙ্কু কিংবা সন্তু-জোজোর মুখে অবশ্য কোনও আশার ভাব ফুটল না। তারা এইমাত্র পুলিশের সঙ্গে তর্ক করে এসেছে। অতি সাধারণ সব কনস্টেবল, তারা কোনও কথাই বুঝতে চায় না। সিনেমা কোম্পানির কিছু লোকও সেখানে রয়েছে, তারা খালি চেঁচিয়ে বলছে, "হঠাও, ভিড় হঠাও!"

এরা কি কাকাবাবুকে পাত্তা দেবে?

কাকাবাবু গাড়ি থেকে নেমে ক্রাচ দুটো বগলে নিয়ে বললেন, "তোমরা গাড়ি বন্ধ করে চলে এসো আমার সঙ্গে।"

ভিড় ঠেলে কাকাবাবু এগিয়ে গেলেন একেবারে সামনে। সন্তু মনে-মনে একটু ভয় পাচ্ছে। সে জানে, কাকাবাবু কোনওদিন কাউকে আইডেনটিটি কার্ড দেখান না। এমনকি কাকাবাবুর সেরকম কোনও কার্ড আছে কি না তাই-ই সে জানে না।

এই দলটাকে খুব সামনে এগিয়ে আসতে দেখে দু'জন কনস্টেবল রুক্ষভাবে বলল, "হঠো, হঠো, দূর হঠো!"

কাকাবাবু আঙুল তুলে একটু দূরের একজন ষণ্ডামার্কা লোককে দেখিয়ে পুলিশদের বললেন, "আমরা এই সিনেমা ইউনিটের লোক। ওই লোকটাকে ডাকো, ও ঠিক বুঝবে!"

রঞ্জন সেই লোকটির দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, "আমাকে গলাধাক্কা দিয়েছিল! কী যেন ওর নাম, বিরজু সিং, তাই না?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "এবার দ্যাখো না, কী মজা হয়!"

www.boiRboi.blogspot.com

পুলিশরা কাকাবাবুর কথা শুনেও দ্বিধা করছিল, কাকাবাবু আবার তাদের বললেন, "আমরা মোহন সিং-এর মেহমান। কেন দেরি করছ, ওই বিরজু সিং-কে এখানে ডেকে আনো!"

এবার একজন সেপাই ছুটে গেল। বোঝা গেল যে, মোহন সিং-এর নামটা এদের খুব চেনা, সেই নামটাকে ওরা ভক্তি করে কিংবা ভয় পায়।

সেপাইয়ের কথা শুনে এগিয়ে এল বিরজু সিং। কাকাবাবুকে দেখে সে যেন ভূত দেখার মতন চমকে উঠল। ভুরু দুটো কপালে তুলে সে বলল, "আপ? রাজা রায়চৌধুরী?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "আমি একা নই। মোহন সিং-কে খবর দাও, আমার সঙ্গে আরও চারজন আছে, আমরা ভেতরে যাব!"

বিরজু সিং আর কোনও কথা না বলে উলটো দিকে ফিরে এক দৌড় দিল।

দূরে আবার শোনা গেল বোমা ফাটার মতন শব্দ। কতকগুলো ঘোড়া চিঁ-হিঁ-হিঁ করে উঠল। অবশ্য আসল শুটিং-এর জায়গাটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না।

একটু বাদেই দূর থেকে ধুলো উড়িয়ে ছুটে এল একটা ঘোড়া। তার পিঠে জরি আর মখমলের পোশাক-পরা একজন বিরাট চেহারার লোক। কোমরবন্ধের একদিকে তলোয়ার, আর-একদিকে পিস্তল। মাথায় পালক দেওয়া শিরস্ত্রাণ। ইতিহাস বইয়ের পাতায় এই রকম মানুষের ছবি আঁকা থাকে।

সিনেমার পার্টের জন্য মেকআপ নিলেও সন্তুরা চিনতে পারল মোহন সিংকে। জোজো পকেটে হাত দিয়ে চেপে ধরল শুকনো লঙ্কার পুঁটুলিটা, রঞ্জন হাতে নিল নস্যির কৌটো!

ঘোড়া চালিয়ে মোহন সিং থামল একেবারে কাকাবাবুর সামনে। প্রায় এক মিনিট হাঁ করে তাকিয়ে থেকে তারপর সে আস্তে-আস্তে বলল, "রাজা রায়চৌধুরী, আপনি সত্যি এসেছেন? এসে বলেছেন কী যে আপনি আমার মেহমান?"

কাকাবাবু হাল্কাভাবে বললেন, "হ্যাঁ, এসে পড়লাম। আমাদের সবারই সিনেমার শুটিং দেখার খুব ইচ্ছে। পুলিশরা ঢুকতে দিচ্ছিল না,

www.boiRboi.blogspot.com

তাই তোমার নাম বললাম। কেন, তোমার কোনও আপত্তি আছে নাকি?"

ঘোড়া থেকে নেমে মোহন সিং কাকাবাবুর একেবারে নাকের সামনে এসে দাঁড়াল।

একটু দূরে বিরজু সিং আরও কয়েকটি গুণ্ডা ধরনের লোক নিয়ে আসছে।

কাকাবাবু পেছন ফিরে একজন পুলিশকে বললেন, "আমাদের গাড়িটার ওপর একটু নজর রেখো ভাই। আমরা খানিক বাদেই ফিরে আসব!"

তারপর তিনি মোহন সিং-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, "চলো, এবার যাওয়া যাক!"

মোহন সিং হঠাৎ যেন বদলে গেল। বেশি-বেশি বিনয় দেখিয়ে সে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, "নমস্তে, নমস্তে! আইয়ে, আইয়ে! আপনার মতন গুণী লোক শুটিং দেখতে এসেছেন, এ তো অতি ভাগ্যের কথা। জানেন মিঃ রায়চৌধুরী, এর আগে অনেক মন্ত্রী আর সরকারি অফিসার শুটিং দেখতে চেয়েছিল, কারও কথায় পাত্তা দিইনি। কিন্তু আপনাদের কথা আলাদা!"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা বেশিক্ষণ থাকব না। মোহন সিং, আপনার মেকআপ দেখে মনে হচ্ছে, আপনি শুটিং করতে করতে চলে এসেছেন? আপনার ব্যস্ত হবার কোনও দরকার নেই। আমরা ঘুরে-ঘুরে চারপাশটা দেখেই চলে যাব।"

মোহন সিং বলল, "আপনার যতক্ষণ ইচ্ছে হয় থাকবেন। প্রোফেসর শর্মাজি আমাদের বলে রেখেছেন যে, মিঃ রাজা রায়চৌধুরী এলে তাঁকে খাতির-যত্ন করবে।' আপনি এই জায়গাটার হিস্ট্রির বিষয়ে অনেক কিছু জানেন। শুটিং-এর সময় আপনি অ্যাডভাইস দিতে পারবেন।"

জোজো হঠাৎ উঃ করে চেঁচিয়ে উঠল।

সবাই সেদিকে ফিরতেই জোজো বলল, "আমার চোখে কী যেন কামড়েছে হঠাৎ!"

তারপরেই দু'হাতে চোখ চাপা দিয়ে সে আর্তনাদ করতে লাগল, "উঃ, জ্বলে গেল! চোখ জ্বলে গেল! আমি অন্ধ হয়ে যাব!"

রঞ্জন সন্তুর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

রিঙ্কু ব্যস্ত হয়ে বলল, "জল ! কোথায় জল পাওয়া যাবে ? ওর চোখে জলের ঝাপটা দিতে হবে।"

মোহন সিং পেছন ফিরে হুকুম দিল, "বিরজু, এই মেহমানদের টেন্টে নিয়ে যাও। চা-পানি পিলাও। আমি শর্মাজিকে খবর দিয়ে আসছি।"

অন্ধ মানুষের মতন জোজোকে ধরে-ধরে নিয়ে চলল সন্তু। জোজো অনবরত "উঃ, আঃ, মরে গেলুম," বলে যাচ্ছে। সন্তু তার কানে-কানে ফিসফিস করে বলল, "তোকে হাতটা ভাল করে ধুয়ে নিতে বলেছিলুম না !"

একটু দূরেই পরপর তিনটে তাঁবু খাটানো। বাইরে রঙিন ঝালর আর ফুলের মালা দিয়ে সাজানো। একটা তাঁবু বেশ বড়, তার মধ্যে অনেকগুলি চেয়ার। একপাশে তবলা, ঢোল, সেতার, সারেঙ্গি এইসব রাখা। আর-একপাশে অনেকগুলো তলোয়ার, খন্তা, কোদাল আর শাবল।

ওদের সেই তাঁবুর মধ্যে এনে বিরজু সিং বলল, "আপলোগ বৈঠিয়ে। আমি এক্ষুনি পানি নিয়ে আসছি।"

একটু পরেই একজন লোক এক জাগ জল নিয়ে এল। রিঙ্কু সেটা নিয়ে বলল, "জোজো, চোখ খোলো। আমি ঝাপটা দিয়ে দিচ্ছি।"

জোজো কিছুতেই চোখ খুলতে পারছে না, রঞ্জন এসে চেপে ধরল তার হাত। সন্তু জোর করে তার চোখের পাতা খুলে দেবার চেষ্টা করল, রিঙ্কু জল ছিটিয়ে দিতে লাগল তার মুখে।

রঞ্জন বলল, "নিজের অস্ত্রে নিজেই ঘায়েল !"

রিঙ্কু বলল, "চুপ। এখন ওসব বলে না !"

মিনিট-পাঁচেক বাদে জোজো অনেকটা সুস্থ হল। তার জামা ভিজে গেছে অনেকখানি। একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে সে বসে রইল আচ্ছন্নের মতন।

কাকাবাবু বললেন, "কিছু ক্ষতি হবে না। এত জলের ঝাপটায় চোখটা বরং পরিষ্কার হয়ে গেল। তা হলে আর দেরি করে কী হবে ? চলো, যাওয়া যাক। জোজো, আর কোনও অসুবিধে নেই তো ?"

জোজো এখনও চোখ খুলছে না। সে বলল, "না, ঠিক আছে, যেতে পারব।"

www.boiRboi.blogspot.com

রঞ্জন বলল, "জোজো চোখ বুজে-বুজে শুটিং দেখবে। তাতেই বোধহয় বেশি ভাল দেখা যাবে !"

বিরজু সিং বলল, "না, না, আপনারা বসুন। শুটিং শুরু হতে দেরি আছে। এই রোদ্দুরের মধ্যে কোথায় ঘুরবেন। এখানে বসে আরাম করুন।"

কাকাবাবু বললেন, "শুটিং শুরু না হলেও আমারা ততক্ষণ মন্দির-টন্দিরগুলো দেখি। বিঠলস্বামীর মন্দিরটা এদের দেখাব বলেছি।"

বিরজু বলল, "ওই মন্দিরের সামনে একটা অন্য সেট তৈরি হচ্ছে। বাঁশ বাঁধা হচ্ছে। এখন গেলে কিছুই দেখতে পাবেন না। বিকেলবেলা আপনাদের নিয়ে যাব সেখানে !"

কাকাবাবু বললেন, "বিকেল পর্যন্ত তো আমরা এখানে থাকব না ?"

এই সময় মোহন সিং ফিরে এসে বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনারা এসেছেন শুনে প্রোফেসর শর্মাজি খুব খুশি হয়েছেন। উনি একবার ডাকছেন আপনাকে। জরুরি কথা আছে। আপনি পাঁচ মিনিটের জন্য ঘুরে আসবেন ? আপনার লোকেরা ততক্ষণ বসুক এখানে।"

কাকাবাবু ক্রাচ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ঠিক আছে, শর্মাজির সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। কতদূর যেতে হবে ?"

মোহন সিং বলল, "এই তো কাছেই। উনি এইরকম আর-একটা তাঁবুতে আছেন। উনি এই ফিল্মে পার্টও করছেন জানেন তো ? দেখবেন চলুন, কীরকম মেকআপ নিয়েছেন।"

কাকাবাবু ভুরু তুলে বললেন, "তাই নাকি ? উনি সিনেমায় পার্ট করছেন ? এই বয়েসে ?"

মোহন সিং বলল, "জি হাঁ। উনি রাম রায় সেজেছেন ! খুব মানিয়েছে !"

সেই থুত্থুড়ে বুড়ো লোকটি সিনেমায় পার্ট করছে শুনে সন্তু-রঞ্জনদের মুখে একটা হাসির ঢেউ খেলে গেল।

কাকাবাবু ওদের বললেন, "তোরা বোস তা হলে। আমি চট করে ঘুরে আসি। অন্য কোথাও চলে যাসনি যেন !"

কাকাবাবুকে নিয়ে ওরা চলে যাবার পর সন্তু তাঁবুর এক কোণায় গিয়ে

একটা তলোয়ার তুলে নিল হাতে। রঞ্জনও আর-একটা তুলে নিয়ে সামনের দিকে দু'বার ঘুরিয়ে বলল, "কী সন্তু, হবে নাকি সোর্ড-ফাইট?"

সন্তু বলল, "আমি তলোয়ার খেলতে জানি না। আপনি শিখেছেন বুঝি?"

রঞ্জন দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, "অনেকদিন আগে। স্টুয়ার্ট গ্র্যাঞ্জারের চেয়ে একটু কম ভাল পারি। এদেশে চ্যাম্পিয়ান।"

সন্তু বলল, "সিনেমার সৈন্যদের হাতে এই তলোয়ার থাকবে, তা তো বুঝলুম। কিন্তু এত খন্তা-কোদাল-শাবল কেন এখানে? এগুলো দিয়েও যুদ্ধ হবে নাকি?"

রঞ্জন বলল, "সিনেমার জন্য অনেক সেট বানাতে হয়। মাটি-ফাটি খুঁড়তে লাগে বোধহয়। সিনেমায় যত রাজবাড়ি-ফাড়ি দেখা যায়, সবই তো নকল!"

তাঁবুর পরদা সরিয়ে বিরজু সিং আবার ঢুকতেই ওরা তলোয়ার দুটো রেখে দিল।

বিরজু সিং-এর হাতে একটা ট্রে-তে চার গেলাস শরবত। বেশ লম্বা-লম্বা গেলাস, তাতে ভর্তি শরবতের ওপর বরফের টুকরো ভাসছে।

রঞ্জন প্রথমেই হাত বাড়িয়ে একটা গেলাস তুলে নিয়ে বলল, "আরে, এসব আবার কেন?"

বিরজু বলল, "বাইরে বহুত গরম। একটু ঠাণ্ডা খেয়ে নিন!"

রঞ্জন বলল, "জোজো, খেয়ে নে, তোর চোখ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

রিঙ্কু বলল, "আমি শরবত খাব না।"

বিরজু তার কাছে এসে বলল, "খান, খেয়ে দেখুন। পেস্তা আর মালাইয়ের শরবত। শুটিং-এর সময় সবাই দু-তিন গেলাস করে খায়।"

রঞ্জন প্রথম চুমুক দিয়ে বলল, "চমৎকার! আমারও দু-তিন গেলাস খেতে ইচ্ছে করছে।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রিঙ্কুকে নিতে হল গেলাসটা।

বিরজু সিং রঞ্জনকে বলল, "আপনি আর-এক গেলাস নেবেন? আমি আনছি।"

রঞ্জন বলল, "না, না, আমার আর চাই না। এমনিই বলছিলাম।"

রঞ্জন দ্বিতীয় চুমুকেই শেষ করে ফেলল। বিরজু সিং বেরিয়ে গেল তাঁবু থেকে।

রিঙ্কু বলল, "আমার ভাল লাগছে না। বড্ড বেশি মিষ্টি! সবটা খাব না!"

সন্তু আর জোজো প্রায় শেষ করে এনেছে। রঞ্জন বলল, "রিঙ্কু, তুমি সবটা খাবে না? তা হলে আমাকে দিয়ে দাও!"

জোজোর হাত থেকে খসে পড়ল গেলাসটা। মেঝেতে দড়ির কার্পেট পাতা, তাই গেলাসটা ভাঙল না।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কী হল রে? গেলাসটা ফেলে দিলি?"

জোজো একটা বিরাট হাই তুলে বলল, "আমার ঘুম পাচ্ছে।"

সন্তু নিচু হয়ে গেলাসটা তুলতে যেতেই ঝিমঝিম করে উঠল তার মাথা। কী হচ্ছে তা বোঝবার আগেই সে জ্ঞান হারিয়ে ঘুরে পড়ে গেল কার্পেটের ওপর।

॥ ৪ ॥

চোখ মেলার পর সন্তু দেখতে পেল আকাশ। কয়েকটা তারা ঝিকমিক করছে। চারপাশে জমাট বাঁধা অন্ধকার। দু-এক মিনিট সন্তু আকাশের দিকেই তাকিয়ে রইল। সে যে কোথায় শুয়ে আছে তা নিয়ে চিন্তাও করল না।

একটু-একটু করে ঘুমের ঘোর কেটে তার মাথাটা পরিষ্কার হতে লাগল। সে চিত হয়ে শুয়ে আছে। পাশের দিকে হাত চাপড়ে বুঝতে পারল, বিছানা নেই, পাথর ও ঘাস। এটা তা হলে কোন্ জায়গা?"

চারপাশে ঝিঁঝি ডাকছে। আকাশ ছাড়া আর কোনও দিকে কিছু দেখা যাচ্ছে না। গাছের ডালপালার মধ্যে বাতাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে মাঝে-মাঝে। এটা কি তা হলে কোনও জঙ্গল?

প্রায় খুব কাছেই একটা শেয়ালের ডাক শুনে ধড়মড় করে উঠে বসল। শেয়ালটা হঠাৎ এত জোরে ডেকে উঠেছে যে, তার বুকটা ধক করে উঠেছে। এদিক-ওদিক হাত চালিয়ে সে একটা পাথরের চাঁই খুঁজে পেয়ে সেটা ধরে বসে রইল।

www.boiRboi.blogspot.com

কিন্তু শেয়ালটা তাকে কামড়াতে এল না। শুকনো পাতার ওপর দৌড়োবার শব্দ শুনে বোঝা গেল, সেটা দূরে চলে যাচ্ছে।

শেয়ালটার ডাক শুনে চমকাবার জন্যই তার মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল একেবারে।

এবারে সে মনে করবার চেষ্টা করল কী-কী ঘটেছে। সকালবেলা সবাই মিলে বেড়াতে আসা হল হামপিতে। মোহন সিং তাদের খাতির করে বসাল একটা তাঁবুতে। কাকাবাবুকে ডেকে নিয়ে গেল, ওদের শরবত খেতে দিল। তারপর? আর কিছু মনে নেই।

ওই শরবতের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল!

ওরা কি মৃত ভেবে সন্তুকে এই পাহাড়ি জঙ্গলে ফেলে দিয়ে গেছে?

সন্তু নিজের গায়ে হাত বুলোল। তার নাক দিয়ে নিশ্বাস পড়ছে। তা হলে তো সে মরেনি। উঠে দাঁড়িয়ে সে দু-তিনবার লাফাল। না, তার শরীরে ব্যথা-ট্যাথাও কিছু নেই। সে শুধু অজ্ঞান হয়ে ছিল এতক্ষণ।

অন্য সবাই কোথায় গেল?

অন্ধকারটা এখন অনেকটা চোখে সয়ে গেছে। একটু-একটু জ্যোৎস্নাও আছে। অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে গাছপালা। এই বনে শেয়াল ছাড়া আরও কোনও হিংস্র জন্তু আছে নাকি? পাথরের চাঁইটা সন্তু আবার তুলে নিল মাটি থেকে।

কাকাবাবুর অসম্ভব সাহস। বাঘের গুহায় মাথা গলাবার মতন তিনি মোহন সিং-এর নাম করেই হামপির মধ্যে ঢুকলেন। তারপর মোহন সিং-এর সঙ্গেই নির্ভয়ে কোথায় চলে গেলেন! কাকাবাবুও কি ওই শরবত খেয়েছেন? মোহন সিং আগেই কাকাবাবুকে সরিয়ে নিয়ে গেল। কাকাবাবু থাকলে বোধহয় একচুমুক দিয়েই ওই শরবত যে বিষাক্ত তা বুঝতে পারতেন।

জোজো আর রঞ্জনদার কী হল? রিঙ্কুদি সবটা খায়নি। রঞ্জনদা খেয়েছে দেড় গেলাস। সর্বনাশ!

এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কোনও লাভ নেই। জায়গাটা ঢালু মতন। মনে হচ্ছে কোনও পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গা। এখান থেকে নামতে হবে।

www.boiRboi.blogspot.com

একটুখানি যেতেই সন্তুর পায়ে কিসের যেন ধাক্কা লাগল। পাথর কিংবা গাছ নয়, কোনও জন্তু কিংবা মানুষ!

প্রথমে ভয় পেয়ে সন্তু ছিটকে সরে এল। কিন্তু প্রাণীটা কোনও নড়াচড়া করছে না দেখে সে ভাবল, তাদেরই দলের কেউ হতে পারে। হ্যাঁ, মানুষই, একপাশ ফিরে শুয়ে আছে। প্যান্ট পরা।

কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে সে মানুষটির মুখে হাত বুলিয়ে দেখল দাড়ি নেই। তার মানে রঞ্জনদা নয়। তা হলে জোজো।

সে ধাক্কা দিয়ে ডাকতে লাগল, "জোজো, এই জোজো, ওঠ।"

কোনও সাড়াশব্দ নেই। সন্তু নাকের নীচে হাত নিয়ে দেখল, নিশ্বাস পড়ছে। গা'টা ঠাণ্ডা নয়। তা হলে জোজোও বেঁচে আছে।

বেশ কয়েকবার ধাক্কা দেবার পর জোজো হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "কে? কে? কে? কে?"

সন্তু বলল, "ভয় নেই, আমি! আমি! উঠে বোস!"

জোজো বলল, "আমি কে? কে আমি?"

সন্তু বলল, "আমায় চিনতে পারছিস না? উঠে বোস। এখানে সাপ-টাপ থাকতে পারে।"

সন্তু জানে যে জোজো সাপের কথা শুনলেই দারুণ ভয় পায়। কিন্তু এখন সে তা শুনেও উঠল না। কাতর গলায় বলল, "সন্তু, আমার মাথাটা পাথরের মতন ভারী হয়ে আছে। আমায় টেনে তোল। আমি উঠতে পারছি না, এত জলতেষ্টা পেয়েছে যে গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।"

সন্তু তাকে ধরে-ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, "এটা একটা পাহাড়, এখানে জল কোথায় পাব? চল, নীচে নেমে দেখি!"

"আমি হাঁটতে পারব না রে, সন্তু। পায়ে জোর নেই। বুকটা ধড়ফড় করছে!"

"চেষ্টা করতেই হবে। আমাকে ধরে আস্তে-আস্তে চল।"

"কাকাবাবু কোথায়?"

"জানি না! রঞ্জনদাদেরও খুঁজতে হবে। ভাগ্যিস তোকে পেয়ে গেলুম!"

"আমার মাথাটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। আমি আর বাঁচব না, কিছুতেই

বাঁচব না এবার। মা-বাবার সঙ্গে আর দেখা হবে না! এই অন্ধকারের মধ্যে তুই কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস আমাকে?"

"অত ভেঙে পড়িস না, জোজো। পাহাড়ের নীচে গেলে একটা কোনও রাস্তা পাওয়া যাবেই। সত্যি, আমার অন্যায় হয়েছে। তুই এবার আসতে চাসনি, তোকে আমি প্রায় জোর করে নিয়ে এসেছি। এরকম যে কাণ্ড হবে ভাবতেই পারিনি। এবার তো শুধু বেড়াবার কথা ছিল!"

"আমরা এই পাহাড়ের ওপর এলুম কী করে? আমরা কতদিন অজ্ঞান হয়ে ছিলুম? আজ কত তারিখ?"

"আমিও কিছুই বুঝতে পারছি না এখনও!"

খানিকটা নেমে আসার পর সন্তু দাঁড়াল। জোজোকে প্রায় পিঠে করে বয়ে আনতে হচ্ছে বলে সে হাঁপিয়ে গেছে। মাঝে-মাঝে শুকনো পাতার ওপর খরখর শব্দ হচ্ছে, তা শুনে চমকে-চমকে উঠতে হয়। মানুষ না কোনও জন্তু? হঠাৎ দূরে আর-একটা শেয়াল ডেকে উঠতেই জোজো ভয় পেয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল সন্তুকে।

সন্তু বলল, "সিধে হয়ে দাঁড়া, জোজো। তুই আর-একটু হলে আমাকে ফেলে দিচ্ছিলি! শেয়ালের ডাক চিনিস না? শেয়াল আমাদের কী করবে?"

জোজো বলল, "যদি এই জঙ্গলে বাঘ থাকে?"

"বাঘ থাকলে এতক্ষণে আমাদের খেয়ে ফেলত অজ্ঞান অবস্থাতেই!"

"পাহাড়ের ওপর দিকে বাঘ থাকে না, নীচের দিকে থাকতে পারে!"

"তা বলে কি আমরা নীচে নামব না? শুধু-শুধু ভয় পেয়ে কোনও লাভ নেই। সব সময় বাঁচার চেষ্টা করতে হয়। এবার তুই নিজে-নিজে হাঁটতে পারবি না?"

"হ্যাঁ পারব।"

"আমি ভাবছি, রঞ্জনদারা কোথায় গেল? আর সবাইকেও এই পাহাড়েই ফেলে দিয়ে গেছে? কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে খুঁজব কী করে?"

"চেঁচিয়ে ডাকব?"

"ওরা যদি এখনও অজ্ঞান হয়ে থাকে? তবু ডেকে দেখা যাক!"

দু'জনে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে চিৎকার করতে লাগল, "রঞ্জনদা! রিঙ্কুদি! কাকাবাবু!"

www.boiRboi.blogspot.com

বেশ কয়েকবার গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়েও কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। কাছাকাছি দু-একটা গাছের পাখিরা ভয় পেয়ে ডানা ঝটপটিয়ে উঠল।

জোজোর হাত ধরে সন্তু বলল, "দিনের আলো না ফুটলে জঙ্গলের মধ্যে ওদের খোঁজা যাবে না। বরং তার আগে আমরা নীচে নেমে দেখি, অন্য কোনও সাহায্য পাওয়া যায় কি না! আমার হাত ছাড়িস না!"

জোজো বলল, "আমি জলতেষ্টায় মরে যাচ্ছি! আমার বুক ফেটে যাচ্ছে! মনে হচ্ছে তিন-চারদিন জল খাইনি!"

আর খানিকটা নামতেই জঙ্গলের মধ্যে একটা রাস্তা পাওয়া গেল। সামান্য জ্যোৎস্নার আলোয় সেই রাস্তা ধরে-ধরে ওরা এগোতে লাগল। পাহাড়টা বেশি উঁচু নয়, টিলার মতন। সমতলে পৌঁছতে আর ওদের দেরি হল না।

সামনেই ওরা দেখতে পেল একটা নদী। জলে কেউ নেমেছে, সেই আওয়াজ হচ্ছে। একটুখানি এগিয়ে একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সন্তু দেখল, একটা কোনও জন্তু জল খাচ্ছে, সেটা কুকুরও হতে পারে, শেয়ালও হতে পারে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। একবার জন্তুটা এদিকে মুখ ফেরাল। আগুনের গোলার মতন জ্বলজ্বল করে উঠল তার চোখ।

জন্তুটা ওদের দেখতে পেল কি না কে জানে, কিন্তু সে এদিকে তেড়ে এল না। হঠাৎ জল খাওয়া থামিয়ে সে নদীটার ধার দিয়ে দৌড়ে চলে গেল।

সন্তু আর জোজো কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জন্তুটা অনেক দূর চলে যাবার পর জোজো ফিসফিস করে বলল, "লেপার্ড? হায়না? উলফ?"

সন্তু বলল, "বুঝতে পারলুম না। চল, আমরাও জল খেয়ে নিই!"

জোজো আঁতকে উঠে বলল, "এই নদীর জল খাব? নোংরা, পলিউটেড, কত কী থাকতে পারে।"

সন্তু বলল, "খুব বেশি তেষ্টার সময় ওসব ভাবলে চলে না।"

জোজো তবু বলল, "এইমাত্র একটা জন্তু যে-জল খেয়ে গেল, আমরা সেই জল খাব?"

পাব্লিক লাইব্রেরি স্থাপিত-১৮৯৭

সন্তু বলল, "এই হাওয়াতেই তো জন্তু-জানোয়াররা নিশ্বাস নেয়, তা বলে কি আমরা নিশ্বাস নেব না? তুই যদি জল না খেয়ে আরও কিছুক্ষণ থাকতে পারিস তো থাক, পরে ভাল জল খুঁজে দেখব।"

সন্তু চলে গেল নদীর ধারে। হাঁটু গেড়ে বসে এক আঁজলা জল তুলে দেখল, বেশ টলটলে আর স্বচ্ছ। নদীতে স্রোত আছে। সেই জল সন্তু মুখে দিল, তার বিস্বাদ লাগল না। সে পেট ভরে জল খেয়ে নিল।

এবার জোজোও ছুটে এসে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। জন্তুদের মতনই চোঁ-চোঁ করে জল টানতে লাগল ঠোঁট দিয়ে। খাচ্ছে তো খাচ্ছেই। প্রায় দু-তিন মিনিট পরে সে মুখ তুলে বলল, "আঃ, বাঁচলুম! সাধে কি বলে জলের আর-এক নাম জীবন! জল খেতে-খেতে আমি আর-একটা কী ভাবলুম বল তো সন্তু?"

"কী?"

"তোর খিদে পাচ্ছে?"

"সেরকম কিছু টের পাচ্ছি না। অজ্ঞান অবস্থায় বোধহয় খিদে থাকে না।"

"কিন্তু আমরা যদি তিন-চারদিন না খেয়ে থাকতুম, তা হলে খালি পেটে এতটা জল খেলেই গা গুলিয়ে উঠত, পেট ব্যথা করত। আমরা সকালে বেশ হেভি ব্রেকফাস্ট খেয়েছিলুম, পুরি-তরকারি, তারপর শুধু দুপুর আর রাত্তিরটা খাওয়া হয়নি। খুব সম্ভব একদিনের বেশি কাটেনি।"

"এটা বোধহয় তুই ঠিকই ধরেছিস!"

"নদীর ওপারে দ্যাখ, এক জায়গায় মিটমিট করে আলো জ্বলছে, একটা ঘর রয়েছে।"

নদীটা বেশি চওড়া নয়। প্রায় একটা সরু খালের মতন। কতটা গভীর তা অবশ্য বলা যায় না। জলে বেশ স্রোত আছে, হেঁটে পার হবার চেষ্টা করে লাভ নেই। সন্তু এক্ষুনি এটা সাঁতরে চলে যেতে পারে, কিন্তু জোজোর কী হবে? জোজো সাঁতার জানে না! কতবার জোজোকে সন্তু বলেছে সাঁতারটা শিখে নিতে।

সন্তু চারপাশটা দেখে নিয়ে বলল, "আমার যতদূর মনে হচ্ছে, নদীর ওপার দিয়েই আমাদের যেতে হবে। হসপেট থেকে হামপি আসবার পথে

www.boiRboi.blogspot.com

আমরা কোনও পাহাড় দেখিনি। হামপিতে ঢোকার আগে আমি হামপির পেছন দিকে কয়েকটা টিলা লক্ষ করেছিলুম। সেইরকম একটা টিলাতেই আমাদের ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল বোধহয় অজ্ঞান অবস্থাতেই আমাদের শেয়াল-টেয়াল ছিঁড়ে খাবে।"

জোজো বলল, "অত সহজ নয়! আমাদের মেরে ফেলা অত সহজ নয়! অ্যাই সন্তু, তুই তখন বললি কেন রে, তুই এবারে আমাকে জোর করে এনেছিস? আমি নিজের ইচ্ছেতেই এসেছি! এসেছি তো কী হয়েছে? এ তো অতি সামান্য বিপদ! জানিস, একবার আফ্রিকায় আমি আর আমার এক মামা কী অবস্থায় পড়েছিলুম? নরখাদকেরা আমাদের দু'জনকে একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে..."

সন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "বুঝেছি, বুঝেছি, তুই এখন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছিস। কিন্তু এখন এই নদীটা পার হওয়া যাবে কী করে?"

জোজো বলল, "নো প্রবলেম। নদীটার ধার দিয়ে-দিয়ে হাঁটি, কোনও একটা জায়গায় নদীটা শেষ হয়ে গেছে নিশ্চয়ই!"

সন্তু বলল, "নদীর শেষ খুঁজতে গিয়ে যদি সমুদ্রে পৌঁছে যাই? শোন, তোকে আমি পিঠে করে নিয়ে যেতে পারি। আমার লাইফ সেভিংসের ট্রেনিং আছে। কিন্তু তার আগে তোকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, তুই জলে নেমে ভয় পাবি না, ভয় পেয়ে আমার গলা আঁকড়ে ধরবি না! তা হলে কিন্তু তোকে আমি ফেলে দেব!"

জোজো বলল, "ঠিক আছে। এ তো অতি সহজ ব্যাপার। আমি আলতো করে তোর পিঠটা ছুঁয়ে থাকলেই ভেসে থাকতে পারব। আমি প্রায় থ্রি-ফোর্থ সাঁতার জানি। একবার ক্যাস্পিয়ান সাগরে..."

সন্তু আবার তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "থ্রি-ফোর্থ সাঁতার বলে কিছু হয় না। হয় কেউ সাঁতার জানে, অথবা জানে না। এখন বেশি কথা বলার সময় নেই। জুতো খুলে ফ্যাল!"

জোজো বলল, "ওটা কী রে, সন্তু?"

ওদের বাঁ পাশে নদীর জলে একটা ঝুড়ির মতন কী যেন ভাসছে। সাধারণ ঝুড়ির পাঁচ-ছ'গুণ বড়। সন্তু সেদিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, "ইউরেকা! আর জামা-প্যান্ট ভেজাতে হল না। এটা তো একটা ডিঙি

নৌকো। আমি কোনও গল্পের বইতে পড়েছিলুম, সাউথ ইন্ডিয়ার কোনও-কোনও নদীতে নৌকোগুলো হয় গোল-গোল। বুঝতে পেরেছি, এটা একটা খেয়াঘাট, তাই নৌকোটা এখানে বাঁধা রয়েছে।"

সন্তু আগে নৌকোটাতে উঠল, তারপর জোজোর হাত ধরে টেনে নিল। দেখলে মনে হয় গোল ঝুড়িটা মানুষের ভারে ডুবে যাবে, কিন্তু ওঠার পর বোঝা গেল, সেটা বেশ মজবুত। কিন্তু বৈঠা হাতে নিয়ে চালাতে গিয়ে সন্তু মুশকিলে পড়ে গেল। বালিগঞ্জ লেকে সন্তু অনেকবার রোয়িং করেছে, কিন্তু এরকম গোল নৌকো তো কখনও চালায়নি। এটা খালি ঘুরে-ঘুরে যায়, সামনের দিকে এগোয় না।

সন্তু বলল, "এটা চালাবার আলাদা টেকনিক আছে, ঠিক ম্যানেজ করতে পারছি না। এক কাজ করা যাক। তুই নৌকোটাতে বোস, আমি জলে নেমে এটাকে ঠেলে-ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি।"

জোজো শিউরে উঠে বলল, "তুই জলে নামবি ? যদি এই নদীতে কুমির থাকে ?"

সন্তু বিরক্ত হয়ে বলল, "কী পাগলের মতন কথা বলছিস ? এইটুকু ছোট নদীতে কুমির থাকবে ? একটু আগে আমরা এটা সাঁতরে পার হবার কথা ভাবছিলুম না ?"

জোজো বলল, "তা ঠিক। কিন্তু নৌকো দেখলে আর জলে নামার কথা মনে থাকে না !"

সন্তু জামা আর জুতো খুলে ফেলে নেমে গেল নদীতে। নদীটা খুব অগভীর নয়, স্রোতের টানও আছে বেশ। সন্তু সাঁতার দিতে-দিতে নৌকোটাকে ঠেলতে লাগল। কাজটা খুব সহজ না হলেও খানিকবাদে ওরা পৌঁছে গেল অন্য পারে।

নদীর এদিকের ঘাটেও একটা এইরকম গোল নৌকো বাঁধা। বোঝা গেল, এটা ফেরিঘাট, দু'দিক থেকে লোকেরা এসে নিজেরাই নৌকো চালিয়ে পারাপার করে।

এপারে একটা ছোট্ট মন্দির, তার মধ্যে আলো রয়েছে। একটা বড় মাটির প্রদীপে মোটা করে পাকানো সলতে জ্বলছে। ভেতরের ঠাকুর ফুল-পাতা দিয়ে একেবারে ঢাকা, দেখাই যায় না। কোনও মানুষের

www.boiRboi.blogspot.com

সাড়াশব্দ নেই।

ওরা মন্দিরের পেছনটায় একটা কুঁড়েঘর দেখতে পেল। সেখানে একটা বিছানা পাতা রয়েছে, কিন্তু কোনও লোক শুয়ে নেই। বোধহয় এটা মন্দিরের পুরুতঠাকুরের ঘর, কিন্তু আজ রাত্তিরে তিনি অন্য কোথাও গেছেন। দরজাটা খোলা। একটা হ্যারিকেন টিমটিম করছে।

সেই ঘরের মধ্যে গোটা-তিনেক সাইকেল। শিকল দিয়ে বাঁধা। সন্তু সেদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। একটা সাইকেল পেলে অনেক সুবিধে হয়।

সন্তু বলল, "এখানে কোনও লোক থাকলে তাকে বলে-কয়ে একটা সাইকেল ধার নিতাম !"

জোজো বলল, "না বলেও ধার নেওয়া যায়। পরে ফেরত দিলেই হবে।"

"ঘরের দরজা খুলে রেখে গেছে, এদেশে কি চুরি-টুরি হয় না ?"

"আমরা একটা সাইকেল নিলে উনি ঠিক বুঝতে পারবেন, আমরা চুরি করিনি। বিপদে পড়ে ধার নিয়েছি। কাকাবাবুদের খুঁজে বার করা দারুণ জরুরি এখন আমাদের কাছে, তাই না ?"

"শিকল দিয়ে বাঁধা, তাতে তালা লাগানো। খুলব কী করে ?"

"ও তো একটা পুঁচকে তালা, ভাঙতে পারবি না, সন্তু ?"

"আমি তালা ভাঙা কখনও শিখিনি। তুই পারবি ? একটা হাতুড়ি-টাতুড়ি পেলেও হত।"

জোজো এগিয়ে গিয়ে বিছানা থেকে বালিশটা তুলে ফেলল। তার তলায় একগোছা চাবি। একগাল হেসে জোজো বলল, "দেখলি, বুদ্ধি থাকলেই উপায় হয়। এর মধ্যে নিশ্চয়ই এই তালারও চাবি আছে।"

সন্তু একটা-একটা করে চাবি লাগিয়ে তালা খোলার চেষ্টা করতে লাগল। জোজো উঁকি দিল খাটিয়ার নীচে। সেখানে অনেক হাঁড়ি-বাটি রাখা। একটা-একটা করে টেনে সে দেখল, কোনওটার মধ্যে চাল, কোনওটার মধ্যে ডাল। একটা হাঁড়িতে বাতাসা। জোজো একমুঠো বাতাসা মুখে পুরে বলল, "সন্তু, খেয়ে নে, আগে খেয়ে নে ! বেশ ভাল খেতে, কর্পূর দেওয়া আছে, চমৎকার গন্ধ !"

সন্তু মুখ ফিরিয়ে বলল, "এই, ওগুলো খাচ্ছিস ? ওগুলো পুজোর বাতাসা মনে হচ্ছে !"

জোজো বলল, "তাতে কী হয়েছে ? পুজো দেবার পর সেই প্রসাদ তো মানুষেই খায় । আমাদের যা খিদে পেয়েছে, একটু কিছু খেয়ে গায়ের জোর করে নেওয়া দরকার । ওই দ্যাখ, জলের কলসিও আছে ।"

তালাটা খোলা হয়ে গেছে । সন্তুও লোভ সামলাতে পারল না । সেও কুড়ি-পঁচিশটা বাতাসা খেয়ে নিল । জোজো কলসি থেকে জল গড়াতে গড়াতে বলল, "পুরুতমশাই লেখাপড়াও জানে । এই দ্যাখ, পাশের টুলে বই-খাতা রয়েছে । একটা কলমও আছে । আমরা একটা চিঠি লিখে রেখে গেলে উনি নিশ্চয়ই ঠিক বুঝবেন !"

সন্তু বলল, "এটা ভাল আইডিয়া, লিখে দে একটা চিঠি । ইংরিজিতে লিখিস ।"

জোজো খাতা থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "পুরুতমশাই-এর ইংরিজি কী রে ?"

সন্তু একটা সাইকেল বার করতে করতে বলল, "প্রিস্ট ! তাড়াতাড়ি কর । দু-তিন লাইনে সেরে দে ।"

সন্তু সাইকেলটা নিয়ে এল রাস্তায় । এতক্ষণ বাদে তার মনটা একটু হাল্‌কা হয়েছে । সাইকেলে তাড়াতাড়ি হামপি পৌঁছনো যাবে । একবার রাস্তা ভুল হলেও অন্য রাস্তায় ফিরতে অসুবিধে হবে না ।

জোজো বেরিয়ে এসে বলল, "বিছানার ওপর চাপা দিয়ে এসেছি, ফিরলেই চোখে পড়বে । আমি কিছু এক্সট্রা বাতাসাও পকেটে নিয়ে এসেছি । পরে কাজে লাগতে পারে ।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তুই সাইকেল চালাতে জানিস ?"

জোজো অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, "সাইকেল ? আমি মোটরবাইক চালাতে জানি খুব ভাল । কিন্তু সাইকেলে প্র্যাকটিস নেই ।"

সন্তু বলল, "বুঝেছি । পেছনে ক্যারিয়ার নেই, তুই সামনের রডের ওপর বোস ।"

সাইকেলে আলো নেই । অল্প-অল্প জ্যোৎস্নায় রাস্তাটা মোটামুটি দেখা যাচ্ছে । খানিকটা দূর এগোতেই ওরা দূরে একজন লোককে দেখতে পেল,

www.boiRboi.blogspot.com

এদিকেই আসছে ।

সন্তু বলল, "ওই বোধহয় পুরুতমশাই !"

জোজো বলল, "কোনও কথা বলার দরকার নেই । জোরে চালিয়ে চলে যা ! ফিরে গিয়ে তো চিঠিটা পড়বেই । অবশ্য যদি ইংরিজি পড়তে পারে । আমি গোটা-গোটা অক্ষরে লিখেছি ।"

সন্তু লোকটির পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল । লোকটি কোনও সন্দেহ করেনি ।

আরও খানিকটা দূর যাবার পর বোঝা গেল, ওরা ভুল পথে আসেনি । সামনে এক জায়গায় বেশ কয়েকটা আলো দেখা যাচ্ছে । ওই জায়গাটা হামপি না হলেও লোকজন আছে নিশ্চয়ই । তাদের কাছে খোঁজখবর নেওয়া যাবে ।

সেই আলোর দিকে লক্ষ রেখে আরও কিছুটা আসার পর দেখা গেল একটা মন্দিরের চূড়া । একটা কিসের শব্দও শোনা যাচ্ছে । আকাশের দিকে তাকালে মনে হয়, এখন রাত দেড়টা-দুটো অন্তত হবেই ।

সন্তু বলল, "মন্দিরের কাছে অত আলো, লোকজন জেগে আছে মনে হচ্ছে, তা হলে ওটাই নিশ্চয়ই সেই শুটিং-এর জায়গা ।"

জোজো বলল, "একেবারে সাইকেল নিয়ে হুড়মুড়িয়ে ওখানে পৌঁছনো কি ঠিক হবে ? মোহন সিং আমাদের যদি আবার দেখে ফেলে ?"

সন্তু বলল, "ঠিক বলেছিস । শেষ পর্যন্ত সাইকেল নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না !"

আলোর অনেকটা কাছে এসে ওরা সাইকেল থেকে নেমে পড়ল । মন্দিরের দিক থেকে বেশ কিছু লোকের অস্পষ্ট গুঞ্জন ভেসে আসছে, আরও একটা অন্যরকম আওয়াজ । কিছু একটা চলছে ওখানে ।

সন্তু সাইকেলটা একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখল । তারপর চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে বলল, "আমরা দু'জন একদম পাশাপাশি না হেঁটে একটু দূরে-দূরে থাকব, বুঝলি ? একজন ধরা পড়লে আর-একজন তবু পালাতে পারবে । যে-করেই হোক, পুলিশে খবর দিতেই হবে । মোহন সিং-এর এতবড় দলের বিরুদ্ধে তো আমরা দু'জনে কিছু করতে পারব না !"

জোজো একটু অভিমানের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, "আমি ধরা পড়লেও তুই পালিয়ে যাবি ?"

সন্তু বলল, "দু'জনেই চেষ্টা করব ধরা না পড়তে ! এখানকার অবস্থাটা একটু দেখে নিয়ে হসপেট থানায় আমাদের পৌঁছতেই হবে।"

মন্দিরের এই পাশটা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। গেটের বাইরে রাইফেল নিয়ে বসে আছে চার-পাঁচজন পুলিশ। তারা ঘুমে ঢুলছে।

জোজো ফিসফিস করে বলল, "ওই তো পুলিশ। ওদের কাছে গিয়ে বললেই তো হয়, মোহন সিং আমাদের বিষ খাইয়েছিল।"

সন্তু একটু চিন্তা করে বলল, "উহুঁঃ, ওদের কাছে বলে লাভ নেই। ওরা সাধারণ কনস্টেবল, মোহন সিং ওদের ভাড়া করে এনেছে। ওরা আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না। থানায় গিয়ে ডায়েরি করাতে হবে যে, কাকাবাবু, রিঙ্কুদি, রঞ্জনদাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাতে ওরা অ্যাকশন নিতে বাধ্য।"

"পুলিশগুলোকে এড়িয়ে আমরা ভেতরে ঢুকব কী করে ?"

"পাঁচিলের পাশ দিয়ে-দিয়ে চল। অন্য কোনও ঢোকার জায়গা আছে কি না খুঁজতে হবে। ওরা আমাদের দেখলে মোহন সিং-এর হাতে ধরিয়ে দেবে।"

দেওয়াল ঘেঁষে-ঘেঁষে খানিকটা যেতেই দেখা গেল, এক জায়গায় দেওয়ালটা একেবারে ভাঙা। সেখানে কাঁটাতার দেওয়া রয়েছে। কিন্তু কোনও পাহারাদার নেই।

সন্তু একটা কাঁটাতার তুলে ধরল, জোজো সেই ফাঁক দিয়ে গলে গেল। তারপর সন্তুও ঢুকে পড়ল।

মন্দিরের সামনের চাতালে একটা বড় ফ্লাড লাইট জ্বলছে। একদল লোক খন্তা-শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ে চলেছে। লোকগুলোর চেহারা মোটেই কুলিদের মতন নয়, প্যান্ট-শার্ট পরা। এর মধ্যেই একটা কুয়োর মতন গর্ত খোঁড়া হয়ে গেছে সেখানে।

জোজো বলল, "এটাই তা হলে বিঠলস্বামীর মন্দির। এর সামনে সিনেমার জন্য সেট তৈরি হচ্ছে বলেছিল না ?"

সন্তু অনেকটা এগিয়ে লোকগুলোকে ভাল করে দেখল। সেখানে বিরজু সিং ছাড়া চেনা আর কেউ নেই।

বেশ খানিকটা দূরে মাঠের মধ্যে আর-একটা আলো দেখা গেল। সেটা ইলেকট্রিকের আলো নয়, মশাল। সন্তু আর জোজো এগিয়ে গেল সেদিকে। সেই জায়গাটা যেন তাদের চুম্বকের মতন টানল।

মাঠের মধ্যে সিংহাসনের মতন একটা চেয়ার পাতা। তার ওপরে জরির পোশাক পরে রাজা সেজে বসে আছে এক থুত্থুড়ে বুড়ো। তার মুখ-ভর্তি পাতলা-পাতলা সাদা দাড়ি, তার ভুরু পর্যন্ত পাকা। সেই বৃদ্ধ রাজা কিন্তু দিব্যি আরাম করে একটা সিগারেট টানছে।

তার পায়ের কাছে পড়ে আছে একজন মানুষ। নীল রঙের নাইলনের দড়ি দিয়ে তার সারা শরীর পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা। একপাশে পড়ে আছে একজোড়া ক্রাচ। কাকাবাবু !

॥ ৫ ॥

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে কেউ নামছে। ক্ষীণ একটা আলোর রেখা এসে পড়ল। পায়ের আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে, একজন নয়, অনেকে আসছে। রিঙ্কু একেবারে কোণের দিকে সরে গিয়ে দাঁড়াল।

ঘরটা যে মাটির নীচে তা রিঙ্কু আগেই বুঝতে পেরেছিল। মোটা পাথরের দেওয়াল, কোনওদিক দিয়েই আলো আসে না। দেয়ালগুলো স্যাঁতসেঁতে, তার ওপর জমে আছে পুরু শ্যাওলা।

রাজধানী বিজয়নগরে এরকম গুপ্তকক্ষ থাকা অস্বাভাবিক কিছু না। এটা কী ছিল, বন্দিশালা ? সিঁড়িটাও রিঙ্কু আগেই খুঁজে পেয়েছিল, ওপর পর্যন্ত উঠে দেখে এসেছে, একটা শক্ত দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। খুব লম্বা সিঁড়ি, প্রায় তিনতলা পর্যন্ত উঁচু মনে হয়।

একটা বিচ্ছিরি শরবত খেয়ে এই কাণ্ড হয়ে গেল !

রিঙ্কু খেতে চায়নি, তাকে জোর করে খানিকটা খাওয়ানো হয়েছে। চোখের সামনে সে দেখল, জোজো আর সন্তু অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। রঞ্জন তখন চিৎকার করে বলেছিল, "এদের কী হল ? বিষ খাইয়েছে ? আমায় জব্দ করতে পারবে না, আমি সব হজম করে ফেলব !" হাতের গেলাসটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রঞ্জন ছুটে গিয়ে তুলে

www.boiRboi.blogspot.com

নিয়েছিল একটা তলোয়ার। সন্তু আর জোজোর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে সে বলেছিল, "খবর্দার, এদের গায়ে হাত ছোঁয়াতে পারবে না!"

বিরজু সিং বিকটভাবে হেসে উঠেছিল হা-হা করে!

রঞ্জন তলোয়ারটা হাতে ধরে রাখতে পারল না। প্রথমে সে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল, তারপর তার কপালটা ঠুকে গেল মেঝেতে। রঞ্জনও জ্ঞান হারিয়েছে।

রিঙ্কু বুঝতে পেরেছিল, রঞ্জনদের সাহায্য করার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই। তারও ঘুম-ঘুম পাচ্ছে, আঙুলের ডগাগুলো অবশ হয়ে আসছে। শরবতের মধ্যে ওরা কী মিশিয়েছে, বিষ না কড়া ধরনের ঘুমের ওষুধ?

রিঙ্কু তখনও চোখ চেয়ে আছে দেখে বিরজু সিং বলেছিল, "চিল্লামিল্লি কোরো না। কোনও লাভ হবে না!"

রিঙ্কু জিজ্ঞেস করেছিল, "তোমরা আমাদের মেরে ফেলবে? কেন? আমরা তোমাদের কী ক্ষতি করেছি?"

এর উত্তরে বিরজু সিং আবার হেসেছিল।

দুটি মেয়ে এরপর এসে রিঙ্কুকে টানতে টানতে নিয়ে গেল, তখনও রিঙ্কুর জ্ঞান আছে, কিন্তু বাধা দেবার শক্তি নেই। তারা এক জায়গায় তাকে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়েছে, তাও রিঙ্কু টের পেয়েছে। তারপর একটা ঘুটঘুটে অন্ধকার জায়গায় তাকে রেখে ওরা চলে গেল, একটু পরে রিঙ্কু ঘুমিয়ে পড়ল।

কতক্ষণ সে ঘুমিয়েছে তা জানে না। এখন দিন না রাত তাও বোঝার উপায় নেই।

আবার ওরা আসছে।

রিঙ্কু প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। সিঁড়ির মুখটা থেকে অনেকটা দূরে। প্রথমে দুটো টর্চ হাতে নিয়ে নামল দুজন, পেছনে আরও কেউ আসছে। ওদের টর্চের আলো ঘুরে-ঘুরে এসে রিঙ্কুর মুখের ওপর পড়ল। রিঙ্কু ওদের দেখতে পাচ্ছে না।

এরপরে হাতে মোমবাতি নিয়ে নেমে এল আর-একটি মেয়ে, তার অন্য হাতে একটা খাবারের থালা। এবারে দেখা গেল, টর্চ হাতে দু'জনের মধ্যে

www.boiRboi.blogspot.com

একজন মেয়ে, একজন পুরুষ।

টর্চ হাতে মেয়েটি রিঙ্কুর দিকে এগিয়ে এসে তাকে ভাল করে দেখল। খুব যেন অবাক হয়ে গেছে। রিঙ্কুর চোখের ওপর টর্চ ফেলে সে বলল, "ভেরি স্ট্রেঞ্জ! এত সিমিলিয়ারিটি! তোমার কোনও যমজ বোন আছে?"

চোখ বুজে ফেলে রিঙ্কু বলল, "না!"

পুরুষটি জিজ্ঞেস করল, "কাম চলে গা?"

মেয়েটি বলল, "বহুত আচ্ছা চলে গা! না বলে দিলে কেউ বুঝতেই পারবে না যে, এ অন্য মেয়ে।"

পুরুষটি বলল, "এ কি সব ঠিকঠাক পারবে?"

মেয়েটি বলল, "না পারার কী আছে? কাঁদতে তো পারবে। সব মেয়েই কাঁদতে জানে। বাকিটা আমি শিখিয়ে দেব!"

পুরুষটি বলল, "তব তো ঠিক হ্যায়। জানকী, ইনকো খানা খিলাও! কাপড়া বদল কর দেও। যাস্তি টাইম নেহি হ্যায়।"

মেয়েটি রিঙ্কুর কাঁধ চাপড়ে বলল, "ডরো মত। সব ঠিক হয়ে যাবে!"

টর্চ-হাতে মেয়েটি ও পুরুষটি ওপরে উঠে গেল, রইল শুধু মোম-হাতে মেয়েটি। সে প্রায় রিঙ্কুরই সমবয়েসী। হাতের থালাটা মাটিতে নামিয়ে রেখে সে নরম গলায় ডাকল, "আও বহিন, খানা খা লেও!"

রিঙ্কু সাড়া দিল না। সে মোটেই ওই খাবার মুখে তুলবে না। একবার ওদের শরবত খেয়েই যা অবস্থা হয়েছে, তারপর আর কেউ ওদের খাবার খেতে যাবে!

মেয়েটি কাছে এসে রিঙ্কুর হাত ধরে বলল, "খাবার খেয়ে নাও, তোমার খিদে পায়নি?"

রিঙ্কু হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "না, আমি খাব না!"

মেয়েটি হেসে বলল, "না খেয়ে কতক্ষণ থাকবে? দুর্বল হয়ে যাবে যে। সারা রাত জেগে কাজ করতে হবে, তা কি পারবে?"

মেয়েটির গলায় খানিকটা সহানুভূতির সুর পেয়ে রিঙ্কু জিজ্ঞেস করল, "কাজ মানে? আমায় কী কাজ করতে হবে?"

মেয়েটি হাসতে হাসতে দুলে দুলে বলল, "তুমি ফিল্মে চান্স পেয়ে গেছ। ফিল্মে পার্ট করবে। এক ঘণ্টা পরেই শুটিং!"

রিঙ্কু চোখ-মুখ ঘুরিয়ে বলল, "ফিল্মে পার্ট করব ? বললেই হল ? মোটেই আমি পার্ট করব না। সেইজন্য ওরা এখানে আমাকে আটকে রেখেছে ?"

মেয়েটি আবার রিঙ্কুর হাত ধরে বলল, "এসো বহিন, খেতে বসে যাও। খেতে-খেতে কথা হবে। আমার নাম জান্‌কী। তুমি আমাকে জান্‌কী বলে ডেকো।"

রিঙ্কু বলল, "বলছি তো, ওই খাবার আমি খাব না। যদি ওতে বিষ মেশানো থাকে ?"

জান্‌কী অবাক হয়ে বলল, "বিষ ! কেন, খাবারে বিষ থাকবে কেন ? ঠিক আছে, এর থেকে একটা আমি মুখে দিচ্ছি, তা হলে তোমার বিশ্বাস হবে তো !"

প্লেটটাতে একগোছা লুচি আর আলুর দম রয়েছে। মেয়েটি একখানা লুচি নিয়ে, একটু আলুর দম মুখে পুরল। রিঙ্কু আগে দেখে নিল, সে সবটা খায় কি না ! খাবার দেখে তার খিদে পেয়ে গেছে ঠিকই। কতক্ষণ সে খায়নি কে জানে।

এবার সে খেতে শুরু করে দিল।

জানকী বলল, "তোমাকে দেখতে ঠিক সুজাতাকুমারীর মতন। সেইরকম মুখ, সেইরকম হাইট, সেইরকম ফিগার। সুজাতাকুমারীর এই ফিল্মে বড় পার্ট আছে, হিরোইনের পরেই সে। কিন্তু তার অসুখ হয়ে গেছে। শুটিং তো বন্ধ রাখা যায় না। তোমাকে দিয়ে কাজ চলে যাবে !"

রিঙ্কু বলল, "আমি রাজি আছি কি নেই তা না জিজ্ঞেস করেই আমাকে দিয়ে পার্ট করাবে ? বললেই হল ! আমার সঙ্গে অন্য যারা ছিল, তারা কোথায় ?"

জানকী বলল, "তোমার সঙ্গে আর কে ছিল ?"

রিঙ্কু বলল, "আমার সঙ্গে আরও তিনজন ছিল। তাদের ওরা অজ্ঞান করে রেখেছে। তা ছাড়া কাকাবাবু ছিলেন, তিনি ক্রাচ নিয়ে হাঁটেন।"

জানকী রীতিমতন অবাক হয়ে বলল, "তাদের তো আমি দেখিনি, বহিন। আমি অন্যদের কথা কিছু জানি না।"

রিঙ্কু ধমক দিয়ে বলল, "জানো না মানে ? তুমিও তো এদেরই

www.boiRboi.blogspot.com

দলের !"

ধমক খেয়ে কাচুমাচু ভাবে জানকী বলল, "বিশ্বাস করো বহিন, আমি কিছুই জানি না। আমার কাজ ফিমেল আর্টিস্টদের মেক-আপ করা। আমি তোমাকে সাজিয়ে দিতে এসেছি। আমাকে কস্তুরীজি বললেন, "এই মেয়েটার দিমাগের ঠিক নেই। একটু পাগল আছে। তুই ওকে সাজিয়ে দিবি ভাল করে, তারপর ওর কাছে বসে থাকবি !"

রিঙ্কু জিজ্ঞেস করল, "কস্তুরী কে ?"

জানকী বলল, "কস্তুরীজিকে চেনো না ? তিনিই তো এই ফিল্মের হিরোইন। ওই যে একটু আগে টর্চ হাতে এসেছিলেন !"

রিঙ্কু ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, "ও হিরোইন না ভিলেন ? ডাকাত দলের সর্দারনির মতন চেহারা। ওই আমাকে পাগল বলে, এত সাহস !"

জানকী বলল, "না, না তুমি পাগল কেন হবে ! ও ঠাট্টা করে বলেছে। তুমি ওর জন্য ফিল্মে চান্স পেয়ে গেলে। যদি ভাল পার্ট করো, তা হলে তোমার কত নাম হবে। অনেক টাকা হবে। তাড়াতাড়ি খাবার খেয়ে নাও, তারপর তোমাকে সাজিয়ে দিতে হবে। এই দ্যাখো, কস্তুরীজি তোমার জন্য কত ভাল শাড়ি রেখে গেছেন।"

এক পাশে একটা পুঁটলি পড়ে আছে, রিঙ্কু আগে দ্যাখেনি।

জানকী সেটা খুলল। তার মধ্যে রয়েছে নানারকম জরি বসানো একটা ঝকঝকে শাড়ি, ওড়না, একজোড়া ভেলভেটের চটি এইসব। আর-একটা ছোট বাক্সে ক্রিম, পাউডার, লিপস্টিক, কাজল ও কয়েকটা তুলি।

জানকী বলল, "হিস্টোরিক্যাল বই তো, সেইজন্য তোমাকে বেশি সাজগোজ করতে হবে।"

খাওয়া শেষ করে রিঙ্কু বলল, "জল ? জল নেই ?"

জানকী বলল, "ওঃ হো, পানি আনা হয়নি। আচ্ছা, একটু বাদেই নিয়ে আসছি। তার আগে দ্যাখো তো, এই কাঞ্জিভরম শাড়িটা তোমার পছন্দ হয়েছে ?"

রিঙ্কু নিজের শাড়ির আঁচলেই হাতটা মুছে নিল। তারপর ওড়নাটা তুলে নিয়ে ভাল করে দেখার ভান করে হঠাৎ সেটা জানকীর গলায় দিয়ে টেনেই একটা ফাঁস বেঁধে দিল।

ভয়ে জানকীর চোখ কপালে উঠে গেল, সে আঁ-আঁ শব্দ করতে লাগল।

রিঙ্কু ফাঁসটা আর-একটু টেনে বলল, "চ্যাঁচাবার চেষ্টা করলেই একদম দম বন্ধ করে মেরে ফেলব! তুমি এই ডাকাতদের দলে থাকো, আবার বলছ, তুমি কিছু জানো না? আমার সামনে ভালমানুষ সাজছ? জোর করে কাউকে বন্দী করে রেখে, তারপর তাকে দিয়ে সিনেমার পার্ট করানো যায়? চালাকি আমার সঙ্গে?"

শাড়িখানার একদিক দিয়ে সে আগে জানকীর হাত দু'খানা পেছনে নিয়ে গিয়ে বাঁধল শক্ত করে, তারপর অন্য দিক দিয়ে বাঁধল পা। এবার গলা থেকে ওড়নার ফাঁসটা খুলে নিয়ে সে জানকীর মুখ বেঁধে দিল। জানকীর আর কথা বলার কিংবা নড়াচড়ার ক্ষমতা রইল না।

জানকী মেয়েটি বোধহয় সত্যিই নিরীহ, সে এমনই ভয় পেয়ে গেছে যে, খুব একটা বাধা দেবার চেষ্টাও করেনি।

রিঙ্কু গিঁটগুলো পরীক্ষা করে দেখল, জানকী নিজে থেকে বাঁধন খুলতে পারবে না, চ্যাঁচাতেও পারবে না।

এবারে রিঙ্কু একটু নরম হয়ে বলল, "তুমি অবশ্য আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার কিছু করোনি। কিন্তু তুমিই ভেবে দ্যাখো, আমার সঙ্গে যে আরও চারজন ছিল, তারা কোথায় আছে আমি জানি না। তিনজনকে আমি অজ্ঞান হয়ে যেতে দেখেছি, এরা বিষ খাইয়েছে। এই অবস্থায় আমি এদের সিনেমায় পার্ট করতে পারি? আগে তাদের খুঁজে দেখতে হবে।"

জানকীর চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে এল!

রিঙ্কু বলল, "কাঁদলে কী হবে, তবু তোমাকে আমি ছাড়ছি না। আমার অবস্থাটা একটু ভেবে দ্যাখো, আমাকে তো পালাতেই হবে। এইরকম অবস্থায় খানিকক্ষণ থাকলে তোমার কোনও ক্ষতি হবে না। কেউ-না-কেউ খানিক বাদে খুঁজতে এসে তোমাকে খুলে দেবে। কিংবা কাকাবাবুদের আমি যদি পেয়ে যাই, তা হলে আমিই এসে তোমাকে ছেড়ে দেব, কেমন?"

আঁচল দিয়ে জানকীর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে রিঙ্কু বলল, "লক্ষ্মী মেয়ের মতন বসে থাকো, আমি চলি!"

www.boiRboi.blogspot.com

সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে উঠে এল রিঙ্কু। কিন্তু ওপরের দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ!

সেই কস্তুরী জানকীকে শুদ্ধু এখানে বন্ধ করে রেখে গেছে? তা হলে উপায়!

রিঙ্কুর একটা কথা মনে পড়ে গেল। জানকী জল আনবে বলেছিল। তা হলে কি বাইরে কোনও পাহারাদার আছে? রিঙ্কু দরজায় তিনটে টোকা দিল। হয়তো এদের কিছু সঙ্কেত আছে, সেটা কী কে জানে। সে আরও কয়েকবার টকটক করল দরজায়।

এবার দরজাটা খুলে গেল। একজন বন্দুকধারী লোক উঁকি মেরে বলল, "কেয়া হুয়া?"

রিঙ্কু মুখটা একপাশে ফিরিয়ে বলল, "উ লেড়কি পানি মাঙ্‌তা। থোড়া পানি লে আইয়ে!"

পাহারাদারটি অবহেলার সঙ্গে বলল, "আমি কোথায় পানি পাব? আমি যাব না। আমাকে এখানে থাকতে বলেছে।"

বাইরে প্রায় ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। রিঙ্কু চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে আবার বলল, "তা হলে আপনি দরজাটা বন্ধ করে দিন। আমি জল নিয়ে আসছি। দেখবেন, যেন মেয়েটা বেরিয়ে না আসে। তা হলে কস্তুরীজি খুব রাগ করবেন!"

আঁচলটা মাথায় দিয়েছে রিঙ্কু, তা দিয়ে মুখের একপাশটা ঢেকে সে বেরিয়ে পড়ল। পাহারাদারটি কোনও সন্দেহ করল না। তরতর করে হেঁটে রিঙ্কু মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

সেই অন্ধকারের মধ্যে হোঁচট খেতে-খেতে রিঙ্কু দৌড়ল। সে কোন্ দিকে যাচ্ছে জানে না। তার শুধু একটাই চিন্তা, যে-জায়গাটায় সে বন্দী ছিল, সেখান থেকে যতদূর সম্ভব দূরে চলে যেতে হবে। সে জল নিয়ে ফিরে না গেলেই খটকা লাগবে পাহারাদারটির মনে।

খানিকটা দূর যাবার পর রিঙ্কু দেখতে পেল মশালের আলো। সেই আলো ঘিরে ছায়ামূর্তির মতন জনচারেক লোক বসে আছে। রিঙ্কু এবার খুব সাবধানে পা টিপেটিপে এগোতে লাগল। ওই লোকগুলো কারা আগে দেখতে হবে!

একটা তাঁবুর দড়িতে পা লেগে রিঙ্কু হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল আর-একটু হলে। তাঁবুটার মধ্যেও একটা লণ্ঠন জ্বলছে। রিঙ্কু তাঁবুটার পেছন দিকে চলে গিয়ে একটা ফাঁক দিয়ে চোখ লাগিয়ে দেখল। তাঁবুটা খালি। যতদূর মনে হচ্ছে, এই তাঁবুর মধ্যেই তাদের শরবত খাইয়ে অজ্ঞান করে দেওয়া হয়েছিল। রঞ্জন-সন্তু-জোজোরা এখানে এখন নেই।

তাঁবুটা পার হয়ে আরও কিছুটা যাবার পর রিঙ্কু দেখল, মশালের আলো ঘিরে যারা বসে আছে, তারা পুলিশ। গোল হয়ে বসে তারা কিছু খাচ্ছে।

এবার রিঙ্কুর সব দুশ্চিন্তা চলে গেল। পুলিশদের যখন পাওয়া গেছে, তখন আর কোনও ভয় নেই। পুলিশের সাহায্য না পেলে সে একা-একা কী করে অন্য সবাইকে খুঁজে বার করবে?

রিঙ্কু একেবারে কাছে গিয়ে বলল, "নমস্তে! আমি খুব বিপদে পড়েছি। আপনাদের সাহায্য চাই!"

পুলিশরা খাওয়া থামিয়ে অবাক হয়ে তাকাল।

রিঙ্কু বলল, "এরা সব ডাকাত! এরা আমার সঙ্গের অন্য লোকজনদের বন্দী করে রেখেছে!"

একজন পুলিশ বলল, "ডাকু? ইয়ে লোগ তো ফিল্ম ইউনিট হ্যায়!"

আর-একজন পুলিশ বলল, "এদের ফিল্মের গল্পটা বোধহয় ডাকাতদের নিয়ে। অনেক লড়াই আর গোলাগুলি!"

অন্য একজন পুলিশ বলল, "না, না, হিস্টোরিক্যাল। বিজয়নগরকা কাহানী!"

রিঙ্কু ব্যাকুল ভাবে বলল, "আপনারা বুঝতে পারছেন না? এরা ফিল্মের লোকের ছদ্মবেশে ডাকাত। এরা আমাদের বিষ-মেশানো শরবত খেতে দিয়েছিল!"

একজন পুলিশ তার থালার পাশ থেকে একটা গেলাস তুলে নিয়ে বলল, "বিষ মেশানো শরবত? এই তো আমরা শরবত খাচ্ছি। বিষ-টিষ তো কিছু নেই।"

সে ঢকঢক করে শেষ করে ফেলল গেলাসের বাকি শরবতটা।

পেছনে একটা ঘোড়ার খুরের খটাখট শব্দ শোনা গেল। একজন পুলিশ চেঁচিয়ে বলল, "মোহন সিংজি! ও সিংজি, ইধার আইয়ে!"

www.boiRboi.blogspot.com

রিঙ্কু আরও এগিয়ে এসে বলল, "আপনারা বুঝতে পারছেন না। আমাকে শিগগিরই থানায় নিয়ে চলুন!"

একজন পুলিশ ধমক দিয়ে বলল, "আপ চুপসে ইধার খাড়া রহিয়ে।"

রিঙ্কু সামনে তাকিয়ে দেখল, বড় গেটটার বাইরে রয়েছে একটা গাড়ি। রঞ্জনের গাড়ি সে দেখেই চিনল। এই পথ দিয়েই ওরা ভেতরে এসেছিল। ঘোড়ার খুরের শব্দটা খুব কাছে এসে গেছে।

রিঙ্কু খুব জোরে সামনের দিকে দৌড়তেই দু'জন পুলিশ লাফিয়ে উঠে তাকে ধরে ফেলল। রিঙ্কু তাদের একজনের হাত কামড়ে দেবার চেষ্টা করেও নিজেকে ছাড়াতে পারল না।

ঘোড়া হাঁকিয়ে যে এল, সে মোহন সিং নয়, সে ফিল্মের নায়িকা কস্তুরী। তার এক হাতে একটা চাবুক।

একজন পুলিশ গদগদ হয়ে বলল, "কস্তুরীদেবী! আইয়ে আইয়ে! দেখিয়ে ইয়ে লেড়কি কী সব উলটোপালটা বলছে!"

কস্তুরী অবাক হবার ভান করে বলল, "এ তো সেই পাগলিটা। আবার পালাবার চেষ্টা করেছিল! কী মুশকিল হয়েছে জানেন, একে পাগলির পার্ট দেওয়া হয়েছিল, তাতে এ সত্যি-সত্যি পাগল হয়ে গেছে।"

সবক'টি পুলিশ একসঙ্গে হেসে উঠল।

কস্তুরী বলল, "শিগগির এর হাত বাঁধুন, মুখ বাঁধুন। না হলে এ কামড়ে দিতে পারে!"

একজন পুলিশ বলল, "আমাকে তো কামড়ে দিয়েছে একবার। ওরে বাপরে, এমন পাগল!"

কস্তুরী শপাং করে চাবুকটা রিঙ্কুর একেবারে মুখের সামনে ঘুরিয়ে বলল, "এই লেড়কি! আবার যদি গণ্ডগোল করবি তো চাবকে তোর পিঠের চামড়া তুলে দেব!"

রিঙ্কু তবু তেজের সঙ্গে বলল, "তোমরা আমার সঙ্গের লোকজনদের আটকে রেখেছ কেন? তারা কোথায়? তুমি ভেবেছ, তোমাদের ফিল্মে আমি পার্ট করব? মোটেই না! কিছুতেই না!"

রিঙ্কু আর কিছু বলতে পারল না। একজন পুলিশ তার মুখ চেপে ধরে পাগড়ি দিয়ে বেঁধে দিল, আর-একজন পুলিশ শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল

তার হাত।

কস্তুরী ঘোড়া থেকে নেমে সেই দড়ির অন্য দিকটা ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল রিঙ্কুকে।

॥ ৬ ॥

মোহন সিং কাকাবাবুকে নিয়ে গেল শর্মাজির সঙ্গে দেখা করাতে। অন্য একটা তাঁবুতে কাকাবাবুকে বসিয়ে বিনীতভাবে বলল, "আপনি একটু আরাম করুন রায়চৌধুরী সাব, আমি শর্মাজিকে খবর দিচ্ছি। সকাল থেকে ওঁর শরীরটা আবার খারাপ যাচ্ছে।"

কাকাবাবু শান্ত গলায় বললেন, "অত বুড়ো মানুষকে তোমরা এখানে নিয়ে এলে কেন? উনি কেমন আছেন, তা দেখতেই তো আমি এসেছি।"

মোহন সিং হেসে বলল, "কী করব, বলুন! ওঁর যে সিনেমায় পার্ট করার শখ হয়েছে। উনি বিজয়নগরের হিস্ট্রি নিয়ে রিসার্চ করে নতুন-নতুন খবর বার করেছেন। তাই নিয়ে গল্প লিখেছেন। সে গল্প নিয়ে সিনেমা হচ্ছে বলে উনি নিজেই বুড়ো রাজার পার্ট করতে চান।"

কাকাবাবু বললেন, "বুড়ো বয়েসের শখ। কিন্তু এত ধকল কি ওঁর শরীরে সইবে?"

মোহন সিং এমনভাবে কথা বলছে যেন কাকাবাবুর সঙ্গে কোনওদিন তার ঝগড়া হয়নি। সে আবার বলল, "আপনি চিন্তা করবেন না। আমরা সঙ্গে একজন ভাল ডাক্তার রেখেছি। আর একদিনের শুটিং হলেই শর্মাজিকে আমরা বাড়িতে পাঠিয়ে দেব। আপনি বসুন, আমি আসছি।"

এই তাঁবুর মধ্যে রয়েছে একটা সিংহাসন, আরও দুটি মখমলের চেয়ার। কাকাবাবু সেগুলোতে না বসে বসলেন একটা নেমন্তন্ন-বাড়ির চেয়ারের মতন কাঠের চেয়ারে। ক্রাচ দুটো পাশে দাঁড় করিয়ে রাখলেন।

একটু পরে খুব সাজগোজ করা একটি মেয়ে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে বলল, "নমস্তে, আমার নাম কস্তুরী। আপনি ভাল আছেন রায়চৌধুরী সাহেব?"

কাকাবাবু মেয়েটিকে চিনতে পারলেন। এই মেয়েটিই রাস্তার চায়ের দোকানে অসুস্থ ভগবতীপ্রসাদ শর্মার মাথাটা কোলে নিয়ে সেবা করছিল। এখন তার পোশাক অন্যরকম, হাতে একটা চাবুক।

www.boiRboi.blogspot.com

কাকাবাবু বললেন, "নমস্কার। শর্মাজির আবার শরীর খারাপ হয়েছে শুনলাম! আমি ওঁকে দেখতে এসেছি।"

কস্তুরী বলল, "এখন ঠিক হয়ে গেছেন। অত বুড়ো হলেও মনের জোর আছে খুব। সব কথা মনে থাকে।"

একটি লোক একটা লম্বা গেলাসে শরবত নিয়ে এসে বলল, "লিজিয়ে সাব!"

কাকাবাবু বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ, আমি এখন শরবত খাব না!"

লোকটি বলল, "খেয়ে দেখুন, সাব। বহুত বঢ়িয়া শরবত! পেস্তা আর মালাই দেওয়া আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি একটু আগে চা খেয়েছি। এখন শরবত খেতে পারব না। এটা নিয়ে যাও।"

লোকটি বলল, "তা হলে চা নিয়ে আসব? চা আনছি এক্ষুনি!"

কাকাবাবু বললেন, "চা-ও লাগবে না। চা খেয়ে এসেছি বললুম যে!"

কস্তুরী বলল, "এই জগ্‌গু, উনি খাবেন না বলছেন, তাও কেন জোর করছিস। কিছু লাগবে না, যা!"

লোকটি চলে যাবার পরেই মোহন সিং ধরে-ধরে নিয়ে এল বৃদ্ধ শর্মাজিকে। তাঁর হাতে একটা রুপো বাঁধানো ছড়ি, পরে আছেন একটা জরির চুমকি বসানো লম্বা আলখাল্লা। সাদা ধপধপে চুল ও দাড়ি আর ওইরকম আলখাল্লার জন্য তাঁকে অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মতন দেখাচ্ছে এখন। তিনি বুকে হাত দিয়ে কয়েকবার খুক-খুক কাশলেন।

কাকাবাবু তাঁকে দেখে সম্মানের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "শর্মাজি, হেঁটে আসতে আপনার কষ্ট হয়েছে! আপনি যেখানে শুয়ে ছিলেন, সেখানে আমাকে ডেকে পাঠালেই তো পারতেন।"

শর্মাজি কাশি থামিয়ে বললেন, "না, না, ঠিক আছি। এখন ঠিক আছি। শুটিং করার সময় হাঁটা-চলা করতে হবে না? ঘোড়ার পিঠেও চড়তে হবে। আমি সব পারব। আপনি বসুন, রায়চৌধুরী। আপনি এসেছেন, আমি খুব খুশি হয়েছি।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনি আমাকে আসতে বলেছিলেন। আপনার সঙ্গে দেখা করে আমার সঙ্গের ছেলেমেয়েদের বিজয়নগর রুইনস একটু

ঘুরিয়ে দেখাব। এখানকার ইতিহাস তো অনেকেই জানে না।"

শর্মাজি বললেন, "হ্যাঁ, দেখান কিন্তু তারপর তাড়াতাড়ি চলে গেলে চলবে না। আপনি আমাদের শুটিং-এর সঙ্গে থাকুন, আমাদের অ্যাডভাইস দিন! হিস্ট্রির কোথাও যদি ভুল হয়, আপনি আমাদের ধরিয়ে দেবেন!"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "আপনি থাকতে আমি আর কী ভুল ধরাব? আপনার চেয়ে বেশি কেউ জানে?"

শর্মাজি বললেন, "আমি তো শুটিং-এ ব্যস্ত থাকব, আমি কি সব দিক দেখতে পারব? আপনার মতামতে আমাদের অনেক উপকার হবে। মোহন সিং, তুমি রায়চৌধুরীর থাকার জায়গার ব্যবস্থা করে দাও!"

বৃদ্ধ শর্মাজি বসলেন সিংহাসনটিতে, আর ভেলভেটের চেয়ার দু' খানায় বসল মোহন সিং আর কস্তুরী।

কাকাবাবু বললেন, "আপনি তা হলে রাম রায়-এর পার্ট করছেন? আপনাকে মানাবে ভাল।"

শর্মাজি বললেন, "হ্যাঁ, আমি সাজছি রাম রায়। মোহন সিং হবে আলি আদিল শাহ। আর কস্তুরী হচ্ছে রাজা সদাশিবের বউ, মহারানি পদ্মিনী। তার ছোট বোন ধারাদেবীর ভূমিকায় আছে সুজাতাকুমারী। আরে, তোমরা রায়চৌধুরীকে শরবত দিলে না? কাউকে আনতে বলো!"

কাকাবাবু বললেন, "এনেছিল আমার জন্য। আমি এখন খাব না।"

শর্মাজি বললেন, "রায়চৌধুরী, আপনাকে কাল রাত্তিরে কানে-কানে কী বলেছিলাম, মনে আছে তো? আপনি এবার সেই কথা এদের সামনে বলে দিতে পারেন।"

কাকাবাবু মোহন সিং আর কস্তুরীর মুখের দিকে তাকালেন একবার। তারপর বললেন, "হ্যাঁ, এখন বলে দিলে ক্ষতি নেই। আপনি বলেছিলেন যে, আলি আদিল শাহ কথা বলার সময় একটু স্ট্যামার করবে। মানে একটু তোতলা। শুটিং-এর আগে সেটা মনে করিয়ে দিতে। কোনও ইতিহাস বইতে এ-কথা লেখা হয়নি আগে।"

শর্মাজি একটু চমকে উঠে বললেন, "এই কথা বলেছিলাম? ও হ্যাঁ! তখন আমার খুব জ্বর ছিল তো। কী বলতে কী বলেছি মনে নেই। আর কী বলেছিলাম বলো তো?"

www.boiRboi.blogspot.com

কাকাবাবু সামান্য চিন্তা করে বললেন, "আপনাকে ঠিক সময় সরবিট্রেট ওষুধ খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দিতে বলেছিলেন।"

শর্মাজি বললেন, "হ্যাঁ, ঠিক! আর?"

কাকাবাবু বললেন, "রাম রাজার কাটা মুণ্ডু দেখাতে হবে। সেজন্য মাটির মুণ্ডু তৈরি করে সেখানে আলতা মাখিয়ে রক্ত বোঝাতে হবে।"

শর্মাজি এবার রেগে গিয়ে মোহন সিংকে বললেন, "এই লোকটা আমাদের সঙ্গে চালাকি করছে!"

কাকাবাবু এবার জোরে হেসে উঠলেন। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছে বললেন, "হ্যাঁ চালাকিই তো করছি। নয়তো কি বোকামি করব? এই লোকটা তো শর্মাজির ডামি। আসল শর্মাজি কোথায়?"

মোহন সিং সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। কস্তুরী তার চাবুকটা উঁচিয়ে ধরল।

শর্মাজি তাদের দিকে হাত উঁচু করে থামতে ইঙ্গিত করে বললেন, "এ আপনি কী বলছেন, রায়চৌধুরী সাহেব? আমার কোনও ডামি নেই। আমি তো যুদ্ধ করব না! আপনি এদের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন নিশ্চয়ই!"

কাকাবাবু বললেন, "কিসের ঠাট্টা? এই মোহন সিং-এর দল সবাইকে এত বোকা ভাবে কেন? একটা লোককে ভগবতীপ্রসাদ শর্মা সাজিয়ে আনলেই আমি তা বিশ্বাস করব? কাল রাত্তিরে আমি যাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। আজ তাঁকে চিনতে পারব না? শর্মাজি আমাকে 'আপনি' বলে কথা বলেন না, 'তুমি' বলেন। আমাকে রায়চৌধুরী বলে ডাকেন না, রাজা বলেন। তোমরা নিজেরাই জানো যে, তাঁর স্মৃতিশক্তি খুব ভাল। আমি এতক্ষণ বানিয়ে-বানিয়ে যেসব কথা বলে গেলুম, তা শুনেই এই লোকটা হ্যাঁ-হ্যাঁ করল! আমি প্রথম এসে দেখেই বুঝতে পেরেছি। আসল শর্মাজি কোথায়। আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো!"

মোহন সিং কস্তুরীকে বলল, "আমি আগেই বলেছিলাম না, এই লোকটা ঝঞ্ঝাট পাকাবে। একে এখানে আসতে দেওয়াই ঠিক হয়নি!"

কস্তুরী চাবুকটা তুলে শপাং-শপাং করে বলল, "এবার ওর উচিত শিক্ষা হবে!"

মোহন সিং বলল, "দেরি করে লাভ নেই, ওকে খতম করে দিই?"

কাকাবাবুর হাতে ততক্ষণে তার রিভলভার চলে এসেছে। সেটা মোহন সিং-এর দিকে তুলে কড়া গলায় বললেন, "মোহন সিং, কাল তোমায় একটুর জন্য প্রাণে মারিনি, মনে নেই? আমাকে শিক্ষা দেওয়া অত সহজ নয়। শর্মাজি আমাকে বারবার বলেছেন, এখানে এসে দেখা করতে। সেইজন্যই আমি এসেছি। শর্মাজির সঙ্গে দেখা না করে আমি যাব না।"

নকল শর্মাজি হুকুম দিল, "এই লোকটার মুণ্ডু কেটে জলে ভাসিয়ে দাও!"

কাকাবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়েও পারলেন না।

তাঁবুর পেছন দিকে একটা ঢোকার জায়গা আছে। সেখান দিয়ে জগ্‌গু নামের লোকটা কখন ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে, কাকাবাবু তা টেরও পাননি। তিনি পেছন ফিরে তাকাবারও সময় পেলেন না।

জগ্‌গু একটা লাঠি দিয়ে খুব জোরে মারল কাকাবাবুর মাথায়।

কাকাবাবু হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। রিভলভারটা হাত থেকে ছিটকে গিয়ে একটু দূরে পড়তেই মোহন সিং সেটাকে পা দিয়ে চেপে ধরল। তারপর সে কস্তুরীর হাত থেকে চাবুকটা কেড়ে নিয়ে এক ঘা কষাতে গেল কাকাবাবুর পিঠে।

কাকাবাবু নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সেই চাবুকটা ধরে ফেলেন। ততক্ষণে জগ্‌গু আর-একবার লাঠি তুলেছে। প্রথম আঘাতেই কাকাবাবুর মাথা ফেটে গলগল করে রক্ত বেরোতে শুরু করেছে। দ্বিতীয় আঘাত লাগলে তাঁর আর বাঁচবার আশা থাকবে না।

তিনি স্পষ্ট গলায় বললেন, "থামো! আমাকে মেরে ফেললে তোমাদের কোনও লাভ হবে না। হিরেটা কোনওদিন খুঁজে পাবে না তোমরা। বিজয়নগরের হিরের সন্ধান আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ জানে না। শর্মাজি যে ম্যাপটা এঁকে দিয়েছেন তাতে মাত্র অর্ধেকটা আছে। যদি তোমরা ওঁকে ফাঁকি দাও, সেইজন্য উনি পুরোটা আঁকেননি। সেটা তোমরা কিছুই বুঝবে না। সেই ম্যাপের বাকি অংশটার কথাই তিনি আমাকে কানে-কানে বলে দিয়েছিলেন!"

কাকাবাবু এক হাতে মাথাটা চেপে ধরলেন। তবু রক্ত বন্ধ হল না। যন্ত্রণায় মুখটা কুঁচকে গেল, চোখ দুটো বুজে এল।

www.boiRboi.blogspot.com

কস্তুরী লাফিয়ে উঠে বলল, "শিগগির ডাক্তার ডাকো। লোকটাকে বাঁচিয়ে তোলো! বিজয়নগরের হিরে আমার চাই-ই চাই! চাই-ই চাই!"

কাকাবাবুর জ্ঞান ফিরে এল মিনিট-পনেরো পরেই। তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁকে এনে একটি খাটে শোওয়ানো হয়েছে, একজন ডাক্তার তাঁর মাথায় ব্যান্ডেজ করছে। তিনি কোনও কথা বললেন না। মাথার যন্ত্রণাটা অনেকটা কমে গেছে। তা হলে খুব বেশি কাটেনি।

ব্যান্ডেজ বাঁধার পর ডাক্তার তাঁর ডান হাতের জামা গুটিয়ে একটা ইঞ্জেকশান দিতে এল। কাকাবাবু বাধা দিলেন না। একটু পরেই তাঁর আবার ঘুম পেয়ে গেল।

পরেরবার যখন ঘুম ভাঙল, তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। কাকাবাবু ওঠবার চেষ্টা করতেই বুঝলেন যে তাঁর সমস্ত শরীর শক্ত কোনও দড়ি দিয়ে বাঁধা। হাত দুটো পেছন দিকে মোড়া, একটু নড়াচড়া করাও সম্ভব নয়। ঘুমন্ত অবস্থাতেও তাঁকে ওরা বিশ্বাস করেনি, তাই এরকম ভাবে বেঁধে রেখেছে।

কাকাবাবু চিৎকার করে ডাকলেন, "মোহন সিং! মোহন সিং!"

কয়েকবার ডাকাডাকি করার পর প্রথমে অন্য একজন লোক ঘরের মধ্যে উঁকি মারল। তারপর সে চলে গিয়ে ডেকে আনল মোহন সিংকে। সঙ্গে এল কস্তুরী, তার হাতে একটা মোমবাতি।

দু'জনে এসে কাকাবাবুর খাট ঘেঁষে দাঁড়াল।

কাকাবাবু বললেন, "মোহন সিং, আমাকে বেঁধে রেখেছ কেন? তুমি আমাকে এখনও চেনোনি মনে হচ্ছে। কিন্তু তোমার ভাই আমাকে চিনেছিল, সে এখনও জেল খাটছে, তাই না? আমাকে কিছুতেই তোমরা মেরে ফেলতে পারবে না। আমাকে বেঁধে রাখলে আমার পেট থেকে একটা কথাও বার করতে পারবে না!"

মোহন সিং দাঁতে-দাঁত ঘষে বলল, "রায়চৌধুরী, তুমি আমার ভাইকে জেল খাটিয়েছ। কাল সন্ধেবেলা আচানক আমার গলা টিপে ধরেছিলে। আমি আজ তার শোধ নেব। তোমার মাংস একটু-একটু করে কেটে কুকুরকে খাওয়াব।"

কাকাবাবু বললেন, "বেশ, তাই খাওয়াও, দেখি তোমার কেমন সাধ্য!

তোমার মতন দুর্বৃত্ত আমি আগে অনেক দেখেছি। আজ পর্যন্ত তো কেউ আমার কোনও ক্ষতি করতে পারেনি। আমার একটা পা যে ভাঙা দেখছ, এটা হঠাৎ একটা অ্যাকসিডেন্টে হয়েছে, কেউ ভেঙে দেয়নি। এবারে তুমি কী করতে পারো দেখা যাক!"

মোহন সিং কাকাবাবুর গলা টিপে ধরতে যাচ্ছিল, কস্তুরী তাকে বাধা দিয়ে বলল, "আহা, থামো না। আগে আমি দু-একটা কথা বলি!"

তারপর সে খুব মিষ্টি গলায় বলল, "রায়চৌধুরীবাবু, আমি আপনার সাহস দেখে অবাক হয়ে গেছি। মোহন সিং-এর ভাইকে আপনি পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছেন। আপনার ওপর মোহন সিং-এর এত রাগ, তবু আপনি এখানে এলেন কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি তো মোহন সিং-এর কাছে আসিনি। এসেছিলাম প্রোফেসার শর্মার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি আমাকে আসতে বলেছিলেন। তিনি আমার গুরুর মতন, তিনি আসতে বললেও মোহন সিং-এর ভয়ে আমি আসব না?"

কস্তুরী বলল, "সঙ্গে কয়েকটি অল্পবয়েসী ছেলেমেয়ে নিয়ে এলেন, তাদের বিপদের কথাও চিন্তা করলেন না?"

কাকাবাবু বললেন, "জীবনে কতরকম বিপদ আসে। ভয় পেয়ে দূরে থাকলে কি সব বিপদ কাটানো যায়? ওরা নিজের ইচ্ছেতে আমার সঙ্গে এসেছে, ওদের যদি কোনওরকম বিপদ হয়, ওরা নিজেরাই বাঁচার চেষ্টা করবে। এইভাবে বাঁচতে শিখবে!"

মোহন সিং বলল, "ওদের আর তুমি দেখতে পাবে না কোনওদিন।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি? তা হলে বিজয়নগরের হিরের সন্ধানও তোমরা কোনওদিন পাবে না!"

মোহন সিং বলল, "আলবাত পাব। আমরা এমন ব্যবস্থা করেছি যে, কোনও জায়গা খুঁজতে বাকি থাকবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "অতই সহজ? চারশো বছর ধরে কত লোক সেই হিরে খুঁজেছে, কেউ পায়নি। তোমরা সমস্ত বিজয়নগর খুঁড়ে ফেললেও পাবে না, এই আমি বলে দিচ্ছি!"

কস্তুরী বলল, "এই মোহন সিং, আস্তে কথা বলো। বাবুজি, আমরা

www.boiRboi.blogspot.com

এখানে কেন এসেছি আপনি জানেন? আমরা এসেছি এখানে ফিল্মের শুটিং করতে। তার সঙ্গে হিরের কী সম্পর্ক আছে?"

কাকাবাবু বললেন, "ফিল্মের শুটিং-এর নাম করে এসে তোমরা পুরো জায়গাটা ঘিরে ফেলেছ। পুলিশ বসিয়েছ। বাইরের লোকদের ঢুকতে দিচ্ছ না। সেই সুযোগে তোমরা বিজয়নগরের বিখ্যাত হিরে খুঁজে বার করবে। প্রোফেসর শর্মা তোমাদের এই বুদ্ধি দিয়েছেন, আমি জানি। কিন্তু শর্মাজি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি ধুরন্ধর। সেই হিরে পেলেও তিনি তোমাদের সেটা দিতেন না। সেই হিরে আবিষ্কার করলে সারা পৃথিবীতে তাঁর নাম ছড়িয়ে যাবে, সেটাই হবে তাঁর শেষ কীর্তি, তিনি এই কথা ভেবে এসেছেন।"

কস্তুরী বলল, "শর্মাজির কথা বাদ দিন। অত বুড়ো মানুষ দিয়ে কাজ চলে না। আমি সেই হিরে খোঁজার জন্য যা বন্দোবস্ত করেছি, তাতে আমার এর মধ্যেই পনেরো লাখ টাকা খরচা হয়ে গেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "বিজয়নগরের হিরে পাওয়া গেলে তার দাম হবে পনেরো কোটি টাকারও বেশি। কোহিনুরের চেয়েও দামি!"

কস্তুরী বলল, "আপনি সেই হিরে বার করে দিন। আপনি কত টাকা নেবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ বেশ! আমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে সামনে দাঁড়িয়ে মিষ্টি-মিষ্টি কথা হচ্ছে। আগে বাঁধন খুলে দাও, তারপর কথা হবে!"

মোহন সিং গর্জে উঠে বলল, "খবর্দার, কস্তুরী ওর কথা শুনো না। এ লোকটা সাপের মতন, একবার ছাড়লে কী করবে তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। ওকে ছাড়া হবে না!"

কস্তুরী তার দিকে চোখ রাঙিয়ে বলল, "তুমি চুপ করো!"

তারপর কাকাবাবুকে বলল, "আগে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক হোক, তারপর আপনার হাত-পায়ের দড়ি খুলে দেওয়া হবে তো নিশ্চয়ই! আপনি বলুন, আপনি আমাদের সাহায্য করার বদলে কী নেবেন? মনে রাখবেন কিন্তু, মোহন সিং আপনাকে যখন-তখন খতম করে ফেলতে রাজি। আমি আপনাকে বাঁচাব। আপনার প্রাণের দাম কি একটা হিরের

চেয়েও বেশি নয় ?"

কাকাবাবু বললেন, "শর্মাজি আমাকে বলেছিলেন, তিনি বেঁচে থাকতে আমি যেন হিরের ব্যাপারে নাক না গলাই। তাতে তাঁর ক্রেডিট নষ্ট হয়ে যাবে। তিনি কোনও কারণে মরে গেলে, তারপর যেন আমি ওই কাজে হাত দিই। তিনি আমাকে সব বাতলে দিয়েছেন, আমিও তাঁর কাছে শপথ করেছি। শর্মাজি কোথায় ?"

মোহন সিংয়ের দিকে একবার দ্রুত দেখে নিয়ে কস্তুরী বলল, "ওঁর আজ সকাল থেকে হঠাৎ প্যারালিসিস হয়ে গেছে, কোমার মতন অবস্থা। কথা বলতে পারছেন না। বোধহয় আর জ্ঞান ফিরবে না। হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

কাকাবাবু অবিশ্বাসের সুরে বললেন, "এটা সত্যি কথা ?"

কস্তুরী বলল, "জি হাঁ, এটা সত্যি কথা। আপনাকে শুধু-শুধু মিথ্যে কথা বলব কেন ! শর্মাজি খুবই অসুস্থ। তিনি এখানে নেই। ডাক্তাররা বলেছেন, তাঁকে এবারের মতন বাঁচাবার চেষ্টা হলেও তিনি আর কথা বলতে পারবেন না। লিখতেও পারবেন না। তাতেই আমাদের খুব মুশকিল হয়ে গেল।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমাদের যে কোন্‌টা সত্যি আর কোন্‌টা মিছে, তা বোঝা মুশকিল। যাকগে, আমার সঙ্গে যে আর চারজন ছিল, তারা কোথায় গেল ?"

মোহন সিং রুক্ষ গলায় বলল, "তাদের কথা বাদ দিন ! কথা হবে শুধু আপনার সঙ্গে আর আমাদের সঙ্গে। আমার যে ভাই জেল খাটছে, তাকে নিয়ে কি আমি দরাদরি করছি ? আপনার সঙ্গে যারা এসেছিল, তারা বাড়ি চলে গেছে। আপনি কী শর্তে আমাদের সাহায্য করতে চান, সেটাই বলুন।"

কাকাবাবু বললেন, "কোনও শর্ত নেই। আমার সঙ্গে যে চারজন ছিল, তাদের আগে এনে হাজির করো, নইলে তোমাদের মতন স্বার্থপর লোকদের সঙ্গে আমি কোনও কথাই বলব না !"

মোহন সিং আর রাগ সামলাতে না পেরে কস্তুরীর থেকে চাবুকটা নিয়ে দু' ঘা কষিয়ে দিল কাকাবাবুর বুকে। গরগর করতে করতে বলল,

www.boiRboi.blogspot.com

"হারামজাদা, তোমাকে এক্ষুনি খুন করে ফেলতে পারি। তবু তুমি বড় বড় কথা বলছ ? বাঁচতে চাও তো শিগগির বলো, হিরেটা কোথায় ?"

কাকাবাবু বললেন, "কে জানে হিরেটা কোথায় ? মোহন সিং, তুমি যে আমাকে দু'ঘা চাবুক কষালে, ঠিক সেই দু'ঘা তুমি আবার ফেরত পাবে !"

মোহন সিং আবার চাবুক তুলে বলল, "তোমাকে আমি যদি এক্ষুনি খতম করে দিই তা হলে কে আমাকে আটকাবে ?"

কস্তুরী বলল, "কী পাগলের মতন কথা বলছ, মোহন সিং ! শর্মাজি আমাদের যে ম্যাপ দিয়েছেন, তা দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। রায়চৌধুরীর সাহায্য আমাদের দরকার।"

কাকাবাবু বললেন, "মোহন সিং, আমাকে যত ইচ্ছে চাবুক মেরে হাতের সুখ করে নিতে চায় নিক, কিন্তু আমি আর একটা কথাও বলব না ! আমার সঙ্গের চারজন ছেলেমেয়েকে আমি আগে দেখতে চাই এখানে !"

মোহন সিং বলল, "হবে না ! আমার যে ভাই জেল খাটছে, আমি কি তাকে ছেড়ে দেবার কথা বলেছি ? ওর লোকেরাও কোথায় আছে আমি জানি না !"

কাকাবাবু মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন। তাঁর চোখ কিংবা মুখ এরা বাঁধেনি। তবু তিনি যেন এদের আর মুখ দেখতে চান না।

কস্তুরী বলল, "আমি একটা শর্ত করছি। আপনি বিজয়নগরের হিরের একটা কিছু রাস্তা দেখিয়ে দিন, আজই আমি আপনার সামনে আপনার দলের কোনও ছেলেমেয়েকে হাজির করব। শুধু একজন। ঠিক আছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "তারা কোথায় আছে আমি জানতে চাই !"

কস্তুরী বলল, "আপনি একজনকে দেখতে পাবেন। তার মুখেই জানতে পারবেন সব কথা।"

কাকাবাবু বললেন, "মোহন সিং-কে আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু তুমি একটি মেয়ে, আশা করি তুমি কথার খেলাপ করবে না ! হিরেটার কাছে পৌঁছবার চারটে স্টেপ আছে। আমি শুধু প্রথম স্টেপটার কথা বলব। একটা গোপন লোহার দরজা ! সেটা যদি তোমরা বার করতে পারো, তা হলে আমার দলের একজনকে আমার সামনে হাজির করবে ? কথা দিচ্ছ ?"

কস্তুরী বলল, "বাবুসাহেব, এই হিরেটার জন্য আমি বহু টাকা খরচ করে ফেলেছি। যে কোনও উপায়ে সেটা আমার চাই। আপনি কথা রাখলে আমিও কথা রাখব।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে। ভালো করে শুনে নাও। বিঠলস্বামী মন্দিরের মেইন গেটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তারপর দক্ষিণ দিকে সোজা পা ফেলে-ফেলে এগোবে। ঠিক তিনশো পা গিয়ে থামবে। তুমি নিজে মাপবে, কোনও পুরুষকে দিয়ে মাপালে বেশি হয়ে যাবে। তোমার মতন কোনও মেয়ের তিনশো পা। দড়ি ফেলে দাগ টেনে দেখে নেবে ঠিক সোজা তিনশো পা হয়েছে কি না। তারপর সেই জায়গাটা খুঁড়তে শুরু করবে। তিনশো যেখানে শেষ হচ্ছে, সেখানে পাঁচ ফুট ব্যাসের একটা বৃত্ত এঁকে নিয়ে খুঁড়বে। একটা কুয়োর মতন করে সেই পাঁচ ফুট খুঁড়ে ফেলবে। দশ ফুট গভীর হবে। তারপর সেখানে একজন লোককে নামিয়ে দেবে। সেই লোকটি বিঠলস্বামী মন্দিরের দিকে মুখ করে দাঁড়াবে। দাঁড়িয়ে সেই কুয়োর দেয়ালে হাত বুলোলে একটা লোহার দরজা পাবে।"

বড় দরজা নয়, একটা লোহার সিন্দুকের দরজার মতন, কোনওরকমে একজন মানুষ সেখানে ঢুকতে পারে। ব্যস, এই পর্যন্ত বলে দিলাম। এবার যাও, খুঁজে দ্যাখো। যা বললাম, ঠিক ঠিক মনে আছে তো, না লিখে নেবে?"

কস্তুরী বলল, "লিখে নিচ্ছি, লিখে নিচ্ছি!"

মোহন সিং বলল, "দাঁড়াও! যদি পুরোটাই এই বাঙালিবাবুর ধোঁকা হয়? শর্মাজির ম্যাপে বিঠলস্বামীর মন্দিরের উত্তর দিক পর্যন্ত দেখানো আছে। আর এ বলছে সম্পূর্ণ উলটো, দক্ষিণ দিক!"

কস্তুরী একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে বলল, "আমাদের শুধু-শুধু ধোঁকা দিয়ে ওর কী লাভ?"

মোহন সিং বলল, "সময় নষ্ট করিয়ে দেবে। কাল সকালের মধ্যে আমাদের শুটিং শেষ করার কথা, গভর্নমেন্ট তার বেশি পারমিশন দেবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "দশ ফুট গর্ত খুঁড়তে কত সময় লাগবে? একসঙ্গে বিশজন লোক লাগিয়ে দাও, দু' ঘণ্টায় হয়ে যাবে! তারপরই দেখতে পাবে, সেখানে লোহার দরজা আছে কি না!"

www.boiRboi.blogspot.com

মোহন সিং আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কস্তুরী তার হাত ধরে থামিয়ে দিল। চোখের ইঙ্গিতে কী যেন বোঝাল তাকে।

তারপর কাকাবাবুর দিকে ফিরে বলল, "ঠিক আছে, রায়চৌধুরীবাবু। আপনার কথামতন আমরা খুঁজে দেখব। যদি সত্যিই লোহার দরজা পেয়ে যাই, আপনিও আপনার দলের একজনকে ফেরত পেয়ে যাবেন। আর যদি আমাদের ধোঁকা দিয়ে থাকেন, আপনার মাংস আমরা কুকুর দিয়ে খাওয়াব। তারপর কঙ্কালটা জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসব। সবাই জানবে, জংলি জানোয়াররা আপনাকে মেরে ফেলেছে।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "জংলি জানোয়াররা কি শুধু জঙ্গলেই থাকে? মানুষের পোশাক পরেও ঘোরাফেরা করে। নাঃ, আপাতত আমার মরার কোনও ইচ্ছে নেই। যাও, খুঁড়তে শুরু করো। ঠিক যেরকমভাবে বললাম, ভুল না হয়!"

মোহন সিং আর কস্তুরী দ্রুত বেরিয়ে গেল।

কাকাবাবুর ইচ্ছে হল পাশ ফিরে শুতে। হাত নাড়াবার চেষ্টা করে বুঝলেন, খুব শক্ত করে বেঁধেছে, সারা শরীরে দড়িটা একেবারে কেটে-কেটে বসে গেছে। এখন আর কিছু করবার নেই। সন্তু, রঞ্জনরা কোথায় আছে কিছুই বুঝতে পারছেন না। প্রোফেসর শর্মা অসুস্থ হয়ে না পড়লে মোহন সিং এতটা নিষ্ঠুরতা দেখাতে সাহস পেত না। কাল রাত্তিরে শর্মাজিকে দেখে মনে হয়েছিল, মনের জোরেই তিনি টিকে যাবেন।

সত্যিই কি তাঁর প্যারালিসিস হয়ে কথা বন্ধ হয়ে গেছে? এতবড় একজন পণ্ডিত বাড়ি থেকে এত দূরে এসে এইভাবে মারা যাবেন? বিজয়নগরের বিখ্যাত হিরেটা উদ্ধার করার জন্য তিনি অন্তত তিরিশ বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। হিরেটা পাওয়া গেলে সারা পৃথিবীতে হইচই পড়ে যাবে। কোহিনূরের চেয়েও অনেক দামি হিরে।

চোখ বুজে নানারকম চিন্তা করতে-করতে কাকাবাবু ঘুমিয়ে পড়লেন একসময়।

খানিকবাদে তাঁর আচমকা ঘুম ভেঙে গেল। গোটাচারেক লোক এসে

তাঁর পা আর মাথা ধরে তুলে ফেলল খাট থেকে।

কাকাবাবু বললেন, "আরে, আরে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

লোকগুলো কোনও উত্তর দিল না। একটা বালির বস্তার মতন তাঁকে কাঁধে নিয়ে চলল। একজন কাকাবাবুর ক্রাচ দুটোও তুলে নিল।

বাইরে এসে কাকাবাবু দেখলেন, আকাশ মেঘলা-মেঘলা। চতুর্দিক অন্ধকার, দু-তিনটে জায়গায় আলো জ্বলছে। তিনি আন্দাজে বুঝলেন, একটা আলো জ্বলছে বিঠলস্বামী মন্দিরের কাছে। ওখানে এখনও খোঁড়াখুঁড়ি চলছে।

লোকগুলো কাকাবাবুকে বয়ে নিয়ে এসে মাঠের মাঝখানে নামিয়ে দিল। সেখানেও একটা আলো জ্বলছে। সিংহাসনের ওপর বসে আছে নকল ভগবতীপ্রসাদ শর্মা, এখন তার মাথায় একটা জরির পাগড়ি। কোলের ওপর রাখা একটা তলোয়ার। সে একটা সিগারেট টানছে। আসল শর্মাজি জীবনেও সিগারেট খাননি।

কাকাবাবুকে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দেবার পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার? দিব্যি খাটে শুয়েছিলাম, হঠাৎ আমাকে মাঠের মধ্যে আনা হল কেন?"

নকল শর্মা বলল, "ক্যামেরা আসছে। শুটিং হবে। আসল কাজের সঙ্গে-সঙ্গে ফিল্মের শুটিংও চালিয়ে যাচ্ছি আমরা। এখানে একটা সিন তুলব। রাজা রাম রায়ের সামনে আনা হয়েছে একজন বন্দীকে। তুমিই সেই বন্দী। তোমাকে অবশ্য দেখান হবে পিছন দিক থেকে। তোমার মুখ দেখা যাবে না!"

কাকাবাবু বললেন, "চারশো বছর আগেকার এক বন্দীর গায়ে নাইলনের দড়ি? তখনকার বন্দীদের শুধু হাত দুটো শেকল দিয়ে বাঁধা হত!"

নকল শর্মা বলল, "হিন্দি সিনেমায় এসব চলে যায়! অত কেউ খুঁটিয়ে দ্যাখে না।"

কাকাবাবু বললেন, "চারশো বছর আগেকার রাজা সিগারেটও খাবে নাকি?"

নকল শর্মা সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "আরে, ক্যামেরাম্যান, লাইটসম্যানরা সব কোথায় গেল? সবাই মিলে মাটি খোঁড়া দেখতে গেলে কী করে চলবে? ওরে কে আছিস?"

কাকাবাবুকে নামিয়ে রেখে সেই চারজন লোক চলে গেছে। কাছাকাছি আর কেউ নেই। নকল শর্মা চেঁচিয়ে আরও কয়েকবার ডাকল। কেউ সাড়া দিল না। তলোয়ারটা হঠাৎ পড়ে গেল তার কোল থেকে। সেটা তুলে সে সিংহাসনের এক পাশে রাখল।

তারপর সে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে মজা করে বলল, "কুয়ো তো খোঁড়া হচ্ছে, সেখানে যদি লোহার সিন্দুকের দরজা না পাওয়া যায়, তা হলে তোমার কী হবে বলো তো? মোহন সিং বলছে, কুকুর দিয়ে তোমাকে খাওয়াবে। কস্তুরী বলছে, এইরকম হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তোমাকে নদীতে ফেলে দেবে। আর আমি ভাবছি, সিনেমার শুটিং-এ তোমাকে কাজে লাগাব। প্রথমে আমি আমার পায়ের জুতো দিয়ে তোমার নাক ঘষে দেব! তারপর লাথি মেরে-মেরে তোমার দাঁতগুলো ভাঙব। তারপর তোমার চোখ..."

কাকাবাবু বললেন, "বুঝেছি, বুঝেছি! তুমি একটু-একটু করে কষ্ট দিয়ে আমায় মারবে। তাই তো? এবারে উলটো দিকটা বলো। আমি যদি হিরেটা তোমাদের উদ্ধার করে দিই, তা হলে কী হবে?"

নকল শর্মাজি বলল, "হিরে যদি তুমি খুঁজে দিতে পারো, সত্যি দিতে পারো, তা হলে তোমাকে ছেড়ে দেব। বাঁধন খুলে দেব। ইউ উইল বি ফ্রি! মরদ কা বাত, হাতি কা দাঁত! কথা যখন দেওয়া হয়েছে, হিরে পাওয়া গেলেই তোমার ছুটি!"

কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু হিরেটা পাওয়া গেলে কে নেবে? তুমি, না মোহন সিং, না কস্তুরী?"

নকল শর্মা ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে বলল, "মোহন সিং? ছোঃ! ও তো একটা সামান্য লোক। ওকে আমরা যা বলি, ও তাই করে। অবশ্য ও একটু গোঁয়ার। কথায়-কথায় মারামারি করতে যায়। কিন্তু হিরের ওপর ওর কোনও অধিকার নেই। আর কস্তুরী? হাঁ, সে কিছু টাকা খরচ করেছে বটে। সে টাকা ফিল্ম থেকেই উঠে যাবে। হিরেটা হবে আমার। বিজয়নগরের হিরেটা আমার চাই!"

www.boiRboi.blogspot.com

কাকাবাবু কৌতুকের সঙ্গে বললেন, "এ যে নতুন কথা শুনছি। কস্তুরী এতক্ষণ বলছিল, হিরেটা সে-ই নেবে। অন্য কোনও ভাগীদার নেই। এখন দেখছি, আপনিও একজন ভাগীদার!"

নকল শর্মা বলল, "ভাগীদার মানে? না, না, অন্য কাউকে আমি ভাগ-টাগ দেব না। আমার সব বন্দোবস্ত করা আছে, হিরেটা পেলেই আমি বম্বে চলে যাব।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে তো খুব মুশকিল হল। আমি হিরেটা কস্তুরীকেই খুঁজে দেব কথা দিয়েছি। কস্তুরীর সঙ্গেই আমার চুক্তি হয়েছে।"

নকল শর্মা বলল, "ঠিক আছে, তুমি হিরেটা কস্তুরীর জন্যই খোঁজো! এমনকী সবার সামনে তুমি হিরেটা কস্তুরীর হাতে তুলে দিতে পারো। তারপর ওর কাছ থেকে সেটা বাগিয়ে নিতে আমার কোনও অসুবিধে হবে না। সেটা আমি বুঝব। তোমার সঙ্গে আমার যে কথা হল, তা খবর্দার বলবে না আর কাউকে। কস্তুরীকে যদি আগে থেকে কিছু বলার চেষ্টা করো, তা হলে তোমার আমি জিভ কেটে নেব!"

কাকাবাবু বললেন, "আমার জিভ কেটে নিলে একটু মুশকিল আছে। আমি যদি কথা বলতে না পারি, তা হলে হিরেটা তোমরা পাবে কী করে?"

নকল শর্মা চোখ কটমট করে বলল, "রায়চৌধুরী, একটা কথা মনে রেখো। তুমি বাঁচবে কি মরবে, সেটা আমার ওপর নির্ভর করছে। কস্তুরী হাজার চেষ্টা করলেও তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।"

সিংহাসনের পাশে হাত চাপড়ে সে তলোয়ারটা খুঁজল। সেটা সেখানে নেই। আবার নীচে পড়ে গেছে ভেবে সে মাথা ঝুঁকিয়ে দেখল, সেখানেও নেই।

সে অবাক হয়ে বলল, "আরে, আমার তলোয়ারটা কোথায় গেল?"

সিংহাসনের পেছন থেকে সামনে ঘুরে এসে সন্তু বলল, "এই যে!"

সন্তুর হাতে সেই খাপ খোলা তলোয়ার। তার ডগাটা সে নকল শর্মার গলায় ছুঁইয়ে বলল, "চুপ! কোনও শব্দ করবে না। তা হলেই গলা ফুটো করে দেব।!"

www.boiRboi.blogspot.com

আতঙ্কে নকল শর্মার চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। সন্তুর বদলে সে যেন ভূত দেখেছে!

সন্তু বলল, "জোজো, শিগগির কাকাবাবুর বাঁধন খুলে দে!"

অন্ধকার থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসে জোজো কাকাবাবুর দড়ির বাঁধন খোলার চেষ্টা করতে লাগল।

কাকাবাবু বেশ সন্তুষ্ট ভাবে বললেন, "যাক, তোরা ভাল আছিস তা হলে? রিঙ্কু, আর রঞ্জন কোথায়?"

জোজো বলল, "এখনও দেখতে পাইনি। এই গিঁটগুলো খুলতে পারছি না। একটা ছুরি পেলে ভাল হত।"

কাকাবাবু বললেন, "নাইলনের দড়ি ছুরি দিয়েও কাটা খুব শক্ত। গিঁটগুলোই খোলার চেষ্টা কর। কোনওরকমে আমার হাতটা আগে খুলে দে!"

সন্তু সামনের দিকে তাকিয়ে অধীরভাবে বলল, "তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি! লোকজন আসছে!"

জোজো তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে আরও দেরি করে ফেলল। নখ দিয়ে চেপে ধরেও সে গিঁট খুলতে পারছে না। কোনওরকমে কাকাবাবুর হাতের বাঁধনটা খুলতে-না-খুলতেই হইহই করে ছুটে এল সেখানে চার-পাঁচজন লোক। তাদের মধ্যে একজন মোহন সিং। সে ফুর্তিতে চিৎকার করে বলতে-বলতে এল, "পাওয়া গেছে! পাওয়া গেছে! লোহার দরজা বেরিয়েছে!"

সন্তু আর জোজো পালাবার সুযোগ পেল না। কাকাবাবুকে ফেলে পালাবার কথা তাদের মনেও এল না।

মোহন সিং এসেই খপ্‌ করে জোজোর চুলের মুঠি চেপে ধরে বলল, "এ কী?"

সন্তু তলোয়ারটা নকল শর্মার গলায় আর-একটু চেপে বলল, "শিগগির কাকাবাবুকে ছেড়ে দাও, নইলে একে আমি মেরে ফেলব!"

মোহন সিং কয়েক মুহূর্ত দারুণ বিস্ময়ে চেয়ে রইল সন্তুর দিকে। যেন সে বিশ্বাসই করতে পারছে না যে, সন্তুরা এরই মধ্যে বেঁচে এখানে ফিরে এসেছে।

তারপরেই সে ঘোর কাটিয়ে ফস করে একটা রিভলভার বার করে বলল, "তুই ওর গলা কাটবি ? কাট ! তার আগে এক গুলিতে আমি তোর মাথা উড়িয়ে দেব !"

কাকাবাবু শান্ত গলায় বললেন, "সন্তু, তলোয়ারটা ফেলে দে !"

সন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও তলোয়ারটা নামিয়ে রাখল পায়ের কাছে। একজন লোক ছুটে গিয়ে সন্তুকে চেপে ধরল।

নকল শর্মা রাগের চোটে সপাটে একখানা চড় কষাল সন্তুর গালে। তারপর মোহন সিংকে বলল, "লোহার দরজা পাওয়া গেছে ? তা হলে আর এই রায়চৌধুরীটাকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কী ? ওকে খতম করে দিলেই তো হয় ?"

মোহন সিং চওড়া করে হেসে বলল, "আমিও তো তাই ভেবেছি। মাটির নীচে সত্যি একটা লোহার দরজা আছে। এবার দরজা ভেঙে আমরাই হিরেটা বার করতে পারব ! এ লোকটাকে আর দরকার নেই। এই বিচ্ছুগুলোকেও ওর সঙ্গে..."

কাকাবাবু হাত দুটো ঘষতে-ঘষতে বললেন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও ! একেই বলে কালনেমির লঙ্কা ভাগ ! মোহন সিং, তুমি একটা বেওকুফ ! আমাকে কি তোমার মতনই বুদ্ধু ভেবেছ ? আমি জানতুম, তোমরা কথার খেলাপ করবে ! হিরেটার খোঁজ পেয়ে গেলেই আমাকে মেরে ফেলতে চাইবে ! হিরে পাওয়া এত সহজ ? ওই লোহার দরজা খুলে দ্যাখো, ওর মধ্যে কিচ্ছু নেই !"

নকল শর্মা আর মোহন সিং একসঙ্গে বলে উঠল, "কেয়া ? কুছ নেহি ?"

কাকাবাবু বললেন, "দরজাটা ভাঙবার দরকার নেই। ধাক্কাধাক্কি করলেও খুলবে না। সামনের দিকে জোরসে টান দাও, তা হলেই খুলে যাবে। ওই সিন্দুকের মধ্যে হিরে-মুক্তো কিছুই নেই। এর আগে অন্তত পনেরোজন লোক ওই সিন্দুক খুলে দেখেছে ! গত চারশো বছর ধরে কত লোক এই বিজয়নগরের বিখ্যাত হিরে খুঁজছে তা জানো ?"

এবারে কস্তুরী এসে পৌঁছল সেখানে। সে সবকথা শুনে হতাশ হয়ে বলল, "অ্যাঁ ? ওই সিন্দুকের মধ্যে কিছু নেই ? রায়চৌধুরীবাবু, তুমি

www.boiRboi.blogspot.com

শুধু-শুধু আমাদের দিয়ে এতখানি মাটি খোঁড়ালে ? তুমি আমাদের ধোঁকা দিয়েছ ?"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, বেশ মজা তো ! আমি ধোঁকা দিয়েছি ? তোমরা যে লোহার দরজাটা দেখামাত্রই আমাকে মেরে ফেলতে চাইলে, সেটা কী ? আমি তোমাদের এই অমূল্য হিরে খুঁজে দেব, আর তোমরা তারপর আমাকে মেরে ফেলবে। বাঃ, কী চমৎকার !"

মোহন সিং বলল, "ওই হিরে না পেলেও কি তোমাকে আমরা বাঁচিয়ে রাখব ভাবছ ?"

কাকাবাবু বললেন, "তাতে তোমাদের ভারী লাভ হবে ! শুধু-শুধু মানুষ খুন করাই হবে, হিরে পাবে না। যেজন্য এত কাণ্ড করে এখানে এসেছ, সব নষ্ট হবে ! প্রোফেসর শর্মার কথা বন্ধ হয়ে গেছে, তিনি কিছু বলতে পারবেন না। আমিও যদি মরে যাই, তা হলে চিরকালের মতন হারিয়ে যাবে বিজয়নগরের হিরে !"

কস্তুরী বলল, "না, না, তা হতে পারে না। হিরেটা আমাদের চাই ! রায়চৌধুরীবাবু, আপনাকে কেউ মারবে না! আপনার সঙ্গের লোকদেরও ছেড়ে দেওয়া হবে ! আমি কথা দিচ্ছি !"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার কথার যে কী দাম আছে, তা তো দেখলাম ! আর আমি তোমাদের বিশ্বাস করছি না।"

মোহন সিং জোজোকে এক ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে বলল, "বিরজু, বিরজু ! এই ছোকরাটার একটা-একটা করে কান কেটে দে। তারপর নাক কাটবি। তা দেখেও রায়চৌধুরী হিরের কথা লুকিয়ে রাখতে পারে কি না দেখতে চাই !"

বিরজু এগিয়ে এসে চুলের মুঠি ধরে জোজোকে আবার দাঁড় করাল। একটা ছুরি বার করে বলল, "কাটব ?"

জোজো কাকাবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। কাকাবাবুর মুখের হাসি-হাসি ভাব দেখে সে ভয় পেল না।

কাকাবাবু বললেন, "আবার একটা বোকামি করছ, মোহন সিং ! এরকমভাবে জোর করলে আমি তো তোমাদের আর-একটা ধোঁকা দেব ! আর-এক জায়গায় মাটি খুঁড়তে বলব। দু'-তিন ঘণ্টা লেগে যাবে।

তারপর দেখবে, সেখানেও কিছু নেই ! এই করে-করে রাত ভোর হয়ে যাবে ! আমার লোকদের গায়ে একবার হাত ছোঁয়ালে আমি কিছুতেই সত্যি কথা বলব না ।”

কস্তুরী এগিয়ে এসে বলল, “বিরজু, ছেলেটাকে ছেড়ে দাও ! এভাবে কিছু হবে না । সময় বেশি নেই । রায়চৌধুরীবাবু, আপনার কাছে আমি, মোহন সিং আর কর্নেলসাহেব একসঙ্গে শপথ করব যে, হিরেটা পেলেই আপনাকে আমরা ছেড়ে দেব ।” আপনার সঙ্গের লোকজনদেরও ছেড়ে দেব । তা হলে আপনি মানবেন তো ?”

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “কর্নেল কে ?”

কস্তুরী নকল শর্মার দিকে হাত দেখাল ।

কাকাবাবু বললেন, “তোমাদের ওই শপথ-টপথে আমি মোটেও বিশ্বাস করি না । এবার আমার শর্ত বলছি শোনো । আমার বাঁধন খুলে দাও । আমি নিজে হিরেটা খুঁজতে যাব । আমি নিজে না গেলে অন্য কেউ ঠিকমতন বার করতেও পারবে না । অনেক কিছু শেখাতে হবে ।”

কস্তুরী সঙ্গে-সঙ্গে বলল, “বাঁধন খুলে দাও ! খুলে দাও !”

বিরজু গিটগুলো খুলে দিল খানিকটা চেষ্টা করে ।

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “উঃ, সারা গায়ে ব্যথা হয়ে গেছে । এমন শক্ত করে কেউ বাঁধে ! শুধু হাত দুটো বাঁধাই তো যথেষ্ট ছিল । আমি খোঁড়া মানুষ, আমি কি দৌড়ে পালাতে পারতুম ?”

ক্রাচ দুটো তুলে নিয়ে তিনি বললেন, “যে-কুয়োটা খোঁড়া হয়েছে, সেটার কাছে চলো ! আমি তোমাদের পুরোপুরি ধোঁকা দিইনি । মিছিমিছি মাটি খুঁড়তে বলিনি !”

পুরো দলটা চলে এল বিঠলস্বামী মন্দিরের কাছে ।

নতুন খোঁড়া গর্তটার মুখের কাছে দাঁড়িয়ে কাকাবাবু বললেন, “লোহার দরজাটা খুলতে পেরেছ ?”

একজন বলল, “জি হাঁ, খোলা হয়েছে । ভেতরে কিছুই নেই । সিন্দুকটা খালি !”

কাকাবাবু বললেন, “একেবারে খালি নয় । একেবারে পিছনের দেওয়ালের গায়ে দ্যাখো একটা ত্রিশূল গাঁথা আছে । খুব সাবধানে

শাবলের চাড় দিয়ে সেই ত্রিশূলটা খুলে নিয়ে এসো !”

বিরজু নিজে সেই কুয়োর মতন গর্তে নেমে গেল । একটু পরেই সে বলল, “হাঁ, হাঁ, একটা ত্রিশূল আছে ।”

সে আবার ওপরে উঠে আসার পর দেখা গেল, তার হাতে একটা সাধারণ লোহার ত্রিশূল । বেশ মোটা । অনেক কালের পুরনো হলেও সেটার গায়ে মরচে পড়েনি !

কাকাবাবু সেই ত্রিশূলটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখে বললেন, “এই ত্রিশূল আমি আগে দেখেছি, ফার্গুসনসাহেব দেখেছেন, মানুচ্চিসাহেব দেখেছেন, আরও অনেকে দেখেছেন, আমরা কেউই বুঝতে পারিনি, মাটির অত নীচে একটা লোহার সিন্দুকে এরকম একটা সাধারণ ত্রিশূল রাখার মানে কী ! আমরা ভেবেছি, আগে বোধহয় ওখানে দামি কোনও মূর্তি ছিল, কেউ চুরি করে নিয়েছে । ভগবতীপ্রসাদ শর্মা মাত্র কিছুদিন আগে একটা বহু পুরনো পুঁথি আবিষ্কার করেছেন । সেটা পড়ে তিনি জানতে পেরেছেন, এই ত্রিশূলটা আসলে একটা চাবি ! অন্য একটা সিন্দুকের চাবি । সেইজন্যই এটাকে এত যত্ন করে এমন গোপন জায়গায় রাখা হয়েছে ।”

মোহন সিং সেই ত্রিশূলটা কাকাবাবুর হাত থেকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করতেই কাকাবাবু বললেন, “দাঁড়াও, দাঁড়াও, অত সহজ নয় ! যে সিন্দুকের চাবি এই ত্রিশূলটা, সেটা কোথায় আছে তুমি জানো ? সাত জন্মেও খুঁজে পাবে না । যদি খুঁজে পাও, তা হলেও এই চাবি দিয়ে খুলতে পারবে না । কতবার ডান দিকে আর কতবার বাঁ দিকে ঘোরাতে হবে, তা একটা শ্লোকের মধ্যে লেখা আছে । সেই শ্লোক না জানলে কোনও লাভ নেই ।”

কস্তুরী বলল, “এই মোহন, রায়চৌধুরীবাবুর কাজে বাধা দিও না ! আচ্ছা, রায়চৌধুরীবাবু, একটা কথা বলুন তো ! প্রোফেসর শর্মাজি যখন এই চাবিটার কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি নিজে কেন আগে এসে হিরেটা নিলেন না ?”

কাকাবাবু বললেন, “উত্তরটা খুব সোজা । তিনি একা এসে খোঁড়াখুঁড়ি করতে পারতেন না । গভর্নমেন্টকে জানাতে হত । আর গভর্নমেন্টের সাহায্য নিয়ে এই বিখ্যাত ঐতিহাসিক হিরেটা খুঁজে বার করলে, সেটা

www.boiRboi.blogspot.com

গভর্নমেন্টকেই দিয়ে দিতে হত। সেইজন্যই তিনি তোমাদের সাহায্য নিয়েছিলেন। ফিল্ম তোলার নাম করে এলে জায়গাটা ঘিরে রাখা যায়, রাত্তিরেও কাজ করা যায়। মাটি খুঁড়লেও কেউ সন্দেহ করে না।"

পেছন ফিরে কাকাবাবু আবার হাঁটতে লাগলেন কোণাকুণি আর-একটা ছোট্ট মন্দিরের দিকে। এটা একটা অতি সাধারণ শিবমন্দির, ছাদের অনেকটা ভেঙে পড়েছে, দরজার পাল্লাও নেই। ভেতরে মস্ত বড় একটা শিবলিঙ্গ, তার মাথার কাছটাও কিছুটা ভাঙা।

কাকাবাবু বললেন, "রাজধানী বিজয়নগর যেদিন ধ্বংস হয়, সেদিন আক্রমণকারীরা এখানকার অনেক মন্দিরও ভেঙে একেবারে গুঁড়িয়ে দেয়। শুধু বিঠলস্বামীর মন্দিরটা তারা ভাঙেনি বিশেষ কারণে। মন্দিরের সব ক'টা থাম থেকে একটা অদ্ভুত গানের সুর বেরোচ্ছিল, তা শুনে ওরা ভয় পেয়ে যায়। এই ছোট্ট মন্দিরটাও তারা ভাঙতে চেষ্টা করেছিল। এই দ্যাখো, এই শিবলিঙ্গটা এত শক্ত পাথরের তৈরি যে মাত্র একটুখানি ভাঙতে পেরেছে! ডিনামাইট দিয়ে না ওড়ালে এটা ভাঙা যাবে না।"

তারপর তিনি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বললেন, "দেখি তো, এর বেদীর মাঝখানে একটা গর্ত থাকার কথা।"

সত্যিই তাই, সেই শিবলিঙ্গের তলার বেদীতে চৌকো করে খানিকটা কাটা।

কাকাবাবু সেই কাটা অংশের মধ্যে ত্রিশূলটা ঢোকাতে যেতেই তার ভেতর থেকে ধড়ফড় করে একটা গিরগিটি বেরিয়ে এল। সে বেচারা ভয় পেয়ে পালাতে গিয়ে লাফিয়ে উঠল কস্তুরীর গায়ে। কস্তুরী তিড়িং করে একটা লাফ দিয়ে আর্ত গলায় বলল, "ওরে বাপ রে, এটা কী রে!"

কাকাবাবু বললেন, "ওটা একটা নিরীহ গিরগিটি। কামড়াবে না। কিন্তু এর মধ্যে সাপখোপ আরও কত-কী আছে কে জানে!"

চোখ বুজে কিছু চিন্তা করে ত্রিশূলটা কয়েকবার ডান দিকে, কয়েকবার বাঁ দিকে ঘোরালেন। অত বড় শিবলিঙ্গটা আস্তে-আস্তে সরে যেতে লাগল। সেখানে বেরিয়ে পড়ল একটা অন্ধকার গর্ত।

সবাই মুখ দিয়ে বিস্ময়ের শব্দ করে উঠল।

কাকাবাবু মোহন সিং-এর দিকে ফিরে বললেন, "তুমি কি ভাবছ, এটা

www.boiRboi.blogspot.com

সিন্দুক? তা মোটেই না। আসল সিন্দুক আছে অনেক নীচে। এরকম আরও তিনবার চাবি ঘোরাতে হবে তিন জায়গায়। বিজয়নগরের রাজারা সাবধানী ছিলেন খুব!"

উঠে দাঁড়িয়ে, ত্রিশূলটা খুলে নিয়ে তিনি সেই অন্ধকার গর্তের মধ্যে পা বাড়িয়ে বললেন, "আমি এর ভেতরে নামব। সন্তু,জোজো, তোরাও সঙ্গে আয়!"

মোহন সিং বলল, "না, ওরা যাবে না। ওরা বাইরে জামিন থাকবে। আপনি ফিরে এলে ওদের ছাড়ব।"

কাকাবাবু বললেন, "জামিন আবার কী! আমি খোঁড়া পায়ে এত সিঁড়ি দিয়ে নামতে পারব না। ওদের সাহায্য লাগবে। তোমরা এই গর্তের বাইরে অপেক্ষা করো।"

মোহন সিং বলল, "তা হলে আমাদেরও একজন আপনাদের সঙ্গে-সঙ্গে যাবে। আমি নিজেই যাচ্ছি"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি এত মোটা, তুমি যেতে পারবে না। এক জায়গায় আটকে যাবে।"

বিরজু বলল, "আমি যাচ্ছি! আমি ওদের পাহারা দেব! আমাকে একটা টর্চ দাও।"

"শুধু টর্চ নয়, মোহন সিং বিরজুর হাতে তুলে দিল নিজের রিভলভারটাও।

প্রথমে কাকাবাবু, তারপর সন্তু, জোজো আর বিরজু নেমে গেল সেই গর্ত দিয়ে। মোহন সিং, কস্তুরীরা উঁকি দিয়ে রইল গর্তের মুখে।

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে ওরা নামছে তো নামছেই। ক্ষীণভাবে দেখা যাচ্ছে টর্চের আলো। একসময় সেটাও মিলিয়ে গেল। বোধহয় সুড়ঙ্গটা বেঁকে গেছে সেখানে।

হঠাৎ অনেক নীচ থেকে একটা বিকট ভয়ের চিৎকার শোনা গেল। সেটা কার গলার আওয়াজ তা বোঝবার আগেই কিসের যেন ধাক্কায় ছিটকে গেল মোহন সিং আর কস্তুরীরা। দড়াম করে একটা শব্দ হল।

শিবলিঙ্গটা আবার আগের জায়গায় ফিরে এসেছে। সুড়ঙ্গের মুখটা বন্ধ হয়ে গেছে।

মোহন সিং হুঙ্কার দিয়ে উঠল, "বন্ধ করে দিয়েছে ! ও ইচ্ছে করে বন্ধ করে দিয়েছে !"

॥ ৭ ॥

রিঙ্কুকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে সেই মাটির নীচের ঘরটায়। সেখানে অবশ্য এখন মোম জ্বলছে। সেই মোমের পাশে চুপটি করে বসে আছে জান্‌কী। তার অবশ্য মুখ আর হাত-পায়ের বাঁধন এখন খোলা।

জানকীকে দেখে রিঙ্কুর একটু লজ্জা করল। সে মুখটা ফিরিয়ে রইল অন্যদিকে।

জানকী শান্ত গলায় বলল, "এসো বহিন ! আমি তোমার ওপর রাগ করিনি। আমি তো আগে জানতাম না যে, তোমাদের এরা জোর করে ধরে রেখেছে। আমাকে বলেছিল, তুমি একটু পাগল। তাই তোমাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করাই ছিল আমার কাজ। তোমাকে এরা কেন ধরে রেখেছে ?"

রিঙ্কু মুখ না ফিরিয়ে বলল, "আমি তা কী করে জানব ?"

জান্‌কী বলল, "আর-একজন খোঁড়াবাবুকেও নাকি এরা হাত-পা বেঁধে রেখে দিয়েছে !"

এবারে রিঙ্কু মুখ ফিরিয়ে ব্যস্তভাবে বলল, "কোথায় ? কোথায় ?"

জান্‌কী বলল, "সেটা ঠিক জানি না। ওপরের সেপাইটা বলল, তোমাকে দিয়ে জোর করে ফিল্মের পার্ট করাতে চাইছে, কেন তাও তো বুঝি না ! আমি কত ফিল্মের মেকআপের কাজ করেছি, এরকম কখনও দেখিনি।"

রিঙ্কু জিজ্ঞেস করল, "আমাদের সঙ্গে আরও যারা ছিল, একজন দাড়িওয়ালা, বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা, সে কোথায় আছে জানো ? আরও দুটি অল্প বয়েসী ছেলে ?"

জান্‌কী বলল, "তাদের কথা তো কিছু শুনিনি। তুমি পালাতে পারলে না ? ধরা পড়লে কী করে ?"

রাগে-দুঃখে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে রিঙ্কু বলল, "গেটের কাছের পুলিশগুলোই তো আমাকে ধরিয়ে দিল। পুলিশের কাছে সাহায্য চাইলুম, কস্তুরী এসে পড়ল সেই সময়ে !"

জান্‌কী বলল, "ওই কস্তুরী দেবী বড় হিংসুটি ! অন্য কোনও সুন্দরী মেয়েকে ও সহ্য করতে পারে না। তোমাকে খুব কষ্ট দেবে। এখন তো শুনছি, সুজাতাকুমারীর পার্টের যে-জায়গাটা ডামি দিয়ে করাবার কথা, সেই জায়গাটা তোমাকে দিয়ে করাবে।"

রিঙ্কু বলল, "ডামি মানে ?"

জান্‌কী বলল, "সিনেমায় ডামি কাকে বলে জানো না ? মনে করো, ফাইটিং সিন। হিরো একজনের সঙ্গে ঘুঁসোঘুসি করছে। সেখানে কিন্তু সত্যিকারের হিরো লড়ে না। হিরোর মতন পোশাক পরে আর-একজন খুব ঘুসি চালায়, ক্যামেরার কায়দায় তাকেই হিরো মনে হয়। তাকেই বলে ডামি। সেইরকম হিরোইন যখন ঘোড়া ছুটিয়ে যায় কিংবা জলে ঝাঁপ দেয়, সত্যিকারের হিরোইনরা তো ওসব পারে না। অন্য একজন করে দেয়।"

"আমাকে দিয়ে কী করাতে চায় ওরা ?"

"আমি তো স্টোরিটা সব জানি না। একটু পরেই তোমাকে এসে ওরা বলবে। তুমি শাড়িটা বদলে নাও।"

"আমার হাত যে বাঁধা ! এই অবস্থায় শাড়ি বদলাব কী করে ? আমার হাত খুলে দাও !"

"ওরে বাবা, আমি খুলে দিতে পারব না। আমাকে মেরে ফেলবে। তুমি তখন আমার মুখ বেঁধে পালিয়ে গেলে, সেইজন্য ওরা এসে আমায় কী করেছে জানো ? এই দ্যাখো, আমার মাথার চুল কেটে দিয়েছে !"

"আমার এইরকম হাত বাঁধাই থাকবে ?"

"তাই তো বলেছে। আচ্ছা, আমি তোমায় শাড়ি পরিয়ে দিচ্ছি।"

রিঙ্কু দেওয়ালের দিকে সরে য় বলল, "খবর্দার ! আমি মোটেই আমার শাড়ির বদলে এই শাড়ি পরব না।"

জানকী বলল, "এই রে ! তা হলে আমি কী করি ! ঠিক আছে! শাড়ি এখন নাই-বা বদলালে। তোমাকে মেকআপটা করে দিই ? চোখে কাজল দিতে হবে। গালে লাল রং মাখতে হবে।"

রিঙ্কু বলল, "আমি ওসব কিছু মাখব না। কিছুতেই মাখব না !"

জানকী কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, "তুমি কোনও কথাই শুনবে না ?

www.boiRboi.blogspot.com

আমি তো তোমার ওপর জোর করতে পারব না!"

রিঙ্কু বলল, "তুমি যখন এদের দলে নও, তা হলে তুমি বরং একটা কাজ করো। তুমি বাইরে গেলে তো তোমাকে আটকাবে না। তুমি গিয়ে দেখে এসো, সেই যে খোঁড়া ভদ্রলোককে ওরা হাত-পা বেঁধে রেখেছিল, তিনি ছাড়া পেয়েছেন কি না। আর-একজন লোককে খুঁজবে, ওই বললুম, সারা মুখে দাড়ি, লম্বা-চওড়া, মাথার চুল বাবরি মতন, তাকে বলবে যে, আমাকে এখানে আটকে রেখেছে। আমার নাম রিঙ্কু!"

জান্‌কী বলল, "এই অন্ধকারের মধ্যে আমি তাদের কোথায় খুঁজে পাব?"

"একটুখানি ঘুরে দ্যাখো। বুঝতে পারছ না, আমাদের কতখানি বিপদ। ওরা যদি কাকাবাবুকে মেরে ফ্যালে, উনি কতবড় একজন নাম-করা লোক, তুমি জানো?"

"আমি বাইরে বেরিয়ে ঘোরাঘুরি করলে ওরা সন্দেহ করবে।"

"একটু সাবধানে ঘুরবে। রঞ্জনকে একটা খবর দিতেই হবে। ও হ্যাঁ, ওই দাড়িওয়ালা লোকটির নাম রঞ্জন। জান্‌কী, প্লিজ যাও!"

"আমার ভয় করছে, বহিন!"

"মানুষ বিপদে পড়লে তুমি এইটুকু সাহায্য করবে না?"

"যদি আমি ধরা পড়ে যাই?"

"তুমি কেন ধরা পড়বে, তোমাকে তো ওরা আটকে রাখেনি। তুমি কাজ করতে এসেছ। যাও, লক্ষ্মীটি, আমাদের বিপদ কেটে গেলে তোমাকে আমি এক জোড়া সোনার দুল উপহার দেব।"

জানকী থুত্‌নিতে আঙুল দিয়ে চিন্তা করতে লাগল।

রিঙ্কু তাকে তাড়া দিয়ে বলল, "যাও, আর দেরি করো না!"

জান্‌কী বলল, "ঠিক আছে, যাচ্ছি! তুমি··· তুমি ততক্ষণ অজ্ঞান হবার ভান করে শুয়ে থাকো। আমায় যদি কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে, আমি বলব, তুমি অজ্ঞান হয়ে গেছ বলে আমি ওষুধ আনতে যাচ্ছি। ওরা দেখতে এলে তুমি অজ্ঞান সেজে থাকতে পারবে তো?"

রিঙ্কু মাথা নেড়ে বলল, "তা পারব না কেন? অজ্ঞান সাজা আবার শক্ত নাকি?"

জানকী বলল, "তা হলে তুমি চোখ বুজে শুয়ে পড়ো!"

রিঙ্কু মোমবাতিটার দিকে তাকাল, "সে মনে-মনে ঠিক করে ফেলেছে, জান্‌কী চলে গেলেই সে মোমবাতির শিখায় তার দড়ির বাঁধনটা পুড়িয়ে ফেলবে। তারপর যা হয় দেখা যাবে।"

জানকী সিঁড়ির দিকে এগোতেই শপাং করে একটা চাবুকের ঘা পড়ল তার মুখে। জানকী ভয়ে একেবারে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল।

সিঁড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মোহন সিং। জানকীর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "আমি সব শুনেছি। তুই আবার একে সাহায্য করছিলি? এবার তোকে বাঁধব।"

জানকী হাত জোড় করে বলল, "সাহেব, আমার কোনও দোষ নেই। আমার কোনও দোষ নেই। আমি ওকে মিথ্যে কথা বলে আপনাদেরই খবর দিতে যাচ্ছিলাম। ও শাড়িটা বদলাতে চাইছে না। ওই মিলের শাড়ি পরে ও কী করে হিস্টোরিক্যাল বইতে পার্ট করবে?"

মোহন সিং বলল, "ওতেই হবে! মেয়েটা যদি যেতে না চায়, জোর করে ওকে তুলে নিয়ে যাব। তুই মাথার দিকটা ধর, আমি পা দুটো চেপে ধরছি।"

রিঙ্কু সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমাকে নিয়ে যেতে হবে না। আমি নিজেই যাচ্ছি।"

মোহন সিং রিঙ্কুর হাতের দড়িটা ধরে টেনে বলল, "চল!"

মাঠের মধ্য দিয়ে রিঙ্কুকে টানতে-টানতে এনে দাঁড় করানো হল বিঠলস্বামী মন্দিরের পেছন দিকটায়। সেখানে এখন বড়-বড় আলো জ্বেলে একটা ক্যামেরা সাজানো হয়েছে। দশ-বারোজন লোক ঘোড়ায় চেপে বসে আছে আগেকার দিনের সৈন্যদের মতন সাজপোশাক করে। নকল শর্মাজির ছবি তোলা হচ্ছে সেইসব অশ্বারোহী সৈন্যদের সঙ্গে।

রিঙ্কুকে একজন লোকের সামনে বসিয়ে দিয়ে মোহন সিং বলল, "দেখিস একে! আমি আসছি!"

ছোট ভাঙা মন্দিরটার মধ্যে সেই শিবলিঙ্গটিকে অনেক ঠেলাঠেলি করেও আর এক চুলও নড়ানো যায়নি। সুড়ঙ্গের মধ্যে যে কী হচ্ছে তা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। চারজন বন্দুকধারী গার্ডকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া

www.boiRboi.blogspot.com

হয়েছে তার চারপাশে।

বিঠলস্বামী মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিতকে ঘুম থেকে তুলে এনে কস্তুরী বারবার জিজ্ঞেস করে চলেছে, এই শিবলিঙ্গটাকে সে কখনও সরতে দেখেছে কি না। বৃদ্ধটি বারবার মাথা নেড়ে বলে যাচ্ছে, সে জীবনে কখনও দ্যাখেনি।"

মোহন সিং এসে কস্তুরীকে বলল, "এখানে তো পাহারা রইলই। চলো, ততক্ষণ আমরা শুটিং সেরে আসি!"

কস্তুরী বলল, "তুমি আগে তোমারটুকু করে নাও। আমি পরে যাব। ওই মেয়েটার মুখখানা ভাল করে মাটির সঙ্গে ঘষে দিও!"

মোহন সিং বলল, "রায়চৌধুরী কোথায় পালাবে? আমি তাকে কিছুতেই ছাড়ব না!"

তারপর সে শিবলিঙ্গের নীচের বেদীটার চৌকো গর্তে মুখ দিয়ে বলল, "রায়চৌধুরী, ভাল চাও তো বেরিয়ে এসো। তোমাদের দলের মেয়েটার গা থেকে আমি ছাল ছাড়িয়ে নিচ্ছি!"

মোহন সিং-এর কথা সুড়ঙ্গের মধ্যে পৌঁছল কি না কে জানে। ভেতর থেকে কোনও উত্তর এল না।

কস্তুরী বলল, "আমি অনেক চেষ্টা করেছি। কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।"

মোহন সিং দপদপিয়ে বেরিয়ে গেল সেই মন্দির থেকে। শুটিং-এর জায়গায় গিয়ে বলল, "আরম্ভ করো।"

খুব রোগা লিকলিকে চেহারার একজন লোককে মনে হল পরিচালক। সে বলল, "আমি সিনটা আগে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ঘোড়ায় চড়া সৈন্যরা প্রথমে দু'জন দু'জন করে ছুটে যাবে ক্যামেরার সামনে দিয়ে। বেশি দূরে যাবে না কিন্তু, একটুখানি গিয়েই পেছন দিক দিয়ে ঘুরে এসে ঠিক আবার আগের মতন ক্যামেরার সামনে দিয়ে যাবে। তাতে মনে হবে, পরপর অনেক ঘোড়া ছুটছে। এইরকম ঠিক চারবার ঘুরে যাবে। শেষবার আর থামবে না। অনেক দূরে মিলিয়ে যাবে। সেটা আমি লং শট নেব। ঠিক বুঝেছ?"

ঘোড়ায় চড়া সৈন্যদের মধ্যে একজন বলল, "হ্যাঁ সার, ঠিক আছে!"

www.boiRboi.blogspot.com

পরিচালক বলল, "ঠিক গুনে-গুনে চারবার ঘুরে যাবে। তারপর দূরে মিলিয়ে যাবে, মনে থাকে যেন। এরপর মোহন সিং-এর সিন। আপনি এই বন্দিনী মেয়েটিকে আপনার ঘোড়ার ওপর আড়াআড়িভাবে শুইয়ে নিয়ে যাবেন!"

মোহন সিং বলল, "ঘোড়ার পিঠে নিয়ে যাব না। ওকে আমি মাটি দিয়ে হ্যাঁচড়াতে-হ্যাঁচড়াতে নিয়ে যাব।"

পরিচালক একটু হকচকিয়ে গিয়ে বলল, "সে কী, স্ক্রিপ্ট বদলে গেছে? আগে তো ঘোড়ার পিঠে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল!"

মোহন সিং বলল, "হ্যাঁ, বদলে গেছে!"

পরিচালক বলল, "সে কী, বদলে গেল, আর আমি জানলাম না?"

মোহন সিং বলল, "যা বলছি, তাই শোনো!"

পরিচালক তবু বলল, "ঘোড়ার পিঠে শুইয়ে নিয়ে গেলে পরের সিনটার সঙ্গে... মানে, পরে এই মেয়েটির সঙ্গেই তো আপনার বিয়ে হবে, তাকে মাটি দিয়ে হেঁচড়ে-হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে?"

মোহন সিং বলল, "হ্যাঁ, এটাই ঠিক হবে। আমি বলছি, এইটাই হবে!"

পরিচালক বলল, "তবে তো হবে নিশ্চয়ই। আমি টেক করছি। লাইট, লাইট ঠিক করো।"

রিঙ্কু চেঁচিয়ে বলল, "আমি এই পার্ট করব না!"

মোহন সিং বলল, "এই মেয়েটার মাথার গোলমাল আছে। এর কোনও কথায় কান দেবার দরকার নেই!"

অশ্বারোহীদের একজন ফিসফিসিয়ে আর একজনকে বলল, "এ মেয়েটা কে? এ তো সুজাতাকুমারী নয়?"

পাশের অশ্বারোহী বলল, "তাই তো মনে হচ্ছে। এ সুজাতাকুমারী হতেই পারে না!"

প্রথম অশ্বারোহীটি বলল, "সুজাতাকুমারীর পেট খারাপ হয়েছে শুনেছি। এরা কোথা থেকে একটা পাগলিকে ধরে এনেছে!"

পাশের অশ্বারোহীটি হাসতে-হাসতে বলল, "ঠিক বলেছ। পাগল, একদম পাগল!"

পরিচালক হেঁকে বলল, "সব চুপ! টেকিং! স্টার্ট সাউন্ড!

ক্যামেরা...”

অন্যদিক থেকে দু'জন বলল, “রানিং !”

অশ্বারোহী সৈন্যরা দৌড়ে গেল ক্যামেরার সামনে দিয়ে। মোট বারোটা ঘোড়া, কিন্তু তারা ঘুরে-ঘুরে আসতে লাগল বলে সত্যি মনে হল অনেক অশ্বারোহী যাচ্ছে। ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে সব সৈন্যদের মুখ একইরকম দেখায়।

চারবারের পর তারা মিলিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। ঘোড়ার খুরের কপাকপ-কপাকপ শব্দ শোনা গেল খানিকক্ষণ।

পরিচালক বলল, “গুড ! ভেরি গুড ! এবার মোহন সিং-এর সিন। আপনি তৈরি হয়ে নিন !”

মোহন সিং-এর জন্য এবার আর-একটা ঘোড়া আনা হল। হাতে একটা তলোয়ার নিয়ে মোহন সিং অন্য একজনের কাঁধে ভর দিয়ে সেই ঘোড়ায় চাপল। তারপর বলল, “মুকুট ? আমার মাথার মুকুটটা কোথায় ?”

একজন এসে একখানা প্রায় আসলের মতন দেখতে রাজমুকুট পরিয়ে দিল তার মাথায়।

এবার সে বলল, “ওই মেয়েটার হাতের দড়িটার একটা দিক আমাকে দে !”

রিঙ্কু জোর করে দড়িটা টেনে রেখে বলল, “আমি যাব না। আমি যাব না !”

মোহন সিং হাসতে-হাসতে বলল, “তোলো, এইখান থেকে তোলো !”

মোহন সিং ঘোড়াটার পেটে একটা লাথি মারতেই ঘোড়াটা এগিয়ে গেল কয়েক কদম। দড়ির হ্যাঁচকা টানে রিঙ্কু হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। এবার তার কান্না এসে গেল। সে বলল, “আমাকে ছেড়ে দাও !”

হা-হা শব্দে আকাশ ফাটানো অট্টহাসি দিয়ে উঠল মোহন সিং। একবার চেঁচিয়েই থেমে গেল রিঙ্কু। সে বুঝতে পারল, সে কাঁদলে কিংবা কাকুতি-মিনতি করলে এরা কেউ শুনবে না। সবাই ভাববে, এটাই অভিনয়।

পরিচালক বলল, “ফাইন। তবে, আর-একবার করতে হবে। দড়িটা আরও লম্বা হলে ভাল হয়।”

মোহন সিং বলল, “ঠিক বলেছ। যতক্ষণ না ভাল হয়, ততবার আমি ওকে মাটিতে ছ্যাঁচড়াব। ওর হাতে একটা লম্বা দড়ি বেঁধে দাও !”

রিঙ্কু মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। বাধা দিয়ে আর কোনও লাভ নেই বলে সে চুপ করে রইল। একজন একটা মোটা লম্বা দড়ি বেঁধে দিল তার দু'হাতে।

মোহন সিং বলল, “মেয়েটাকে আবার দাঁড় করিয়ে দাও। আমি আবার হ্যাঁচকা টান মারলে ও পড়ে যাবে, সেইখান থেকে ছবি তুলবে। তারপর ওকে অনেকখানি টেনে নিয়ে যাব।”

পরিচালক বলল, “হ্যাঁ, ঠিক আছে। তবে, প্রথমটায় আপনি আস্তে-আস্তে টানবেন। তারপর জোরে।”

রিঙ্কুকে একটা পুতুলের মতন দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। দড়ির টানে আবার সে পড়ে গেল। তলোয়ারটা উঁচিয়ে হাসতে-হাসতে ঘোড়া ছোটাতে লাগল মোহন সিং।

হঠাৎ উলটো দিকের অন্ধকার থেকে ছুটে এল আর-একটা ঘোড়া। একজন বিশাল চেহারার অশ্বারোহী তলোয়ার তুলে হা-রে-রে-রে বলে চিৎকার করতে-করতে এসে প্রথমে মোহন সিং-এর তলোয়ারে এক ঘা। মোহন সিং-এর হাত থেকে তলোয়ারটা ছিটকে গেল, ঝোঁক সামলাতে না পেরে সেও পড়ে গেল ঘোড়া থেকে।

সেই অশ্বারোহী তারপর এক কোপে কেটে দিল রিঙ্কুর হাতের দড়ি।

তারপর রাশ টেনে ছুটন্ত ঘোড়াটাকে থামাতেই ঘোড়াটা চিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ করে ডেকে দাঁড়িয়ে পড়ল দু' পা তুলে। ঘোড়াটার মুখ ঘুরিয়ে এনে অশ্বারোহী ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়াল। দড়িটা কাটবার পর রিঙ্কু উঠে দাঁড়াতেই সেই অশ্বারোহী এক হাতে রিঙ্কুকে তুলে নিল নিজের ঘোড়ায়। তারপর ঘোড়াটা প্রায় ক্যামেরার ওপর দিয়েই লাফিয়ে চলে গেল। অশ্বারোহী আবার চিৎকার করে উঠল, “হা-রে-রে-রে !”

সব ব্যাপারটা ঘটে গেল প্রায় চোখের নিমেষে। অন্য সবাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। অনেকেই ভাবল, এই ব্যাপারটাও বোধহয়

www.boiRboi.blogspot.com

সিনেমার গল্পের মধ্যে আছে।

মোহন সিং উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পা ছুঁড়ে বলতে লাগল, "পাকড়ো! পাকড়ো! উসকো পাকড়ো! ডাকু!"

অশ্বারোহীটি মন্দিরের এলাকা পেরিয়ে মাঠের মধ্যে এসে পড়েছে। এবার সে ফুর্তিতে বলে উঠল, "পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তা! পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তা! কেমন দিলুম, অ্যাঁ? ঠিক-নিক অফ দা টাইমে এসে পড়েছি! কী গো, রিঙ্কু, খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলে, তাই না?"

রিঙ্কু বলল, "রঞ্জন! তুমি কোথায় ছিলে?"

রঞ্জন বলল, "তোমার কাছেই ছিলুম, চিনতে পারোনি তো? সৈন্য সেজে ছিলুম, ক্যামেরার সামনে শুটিং করলুম ঘোড়া ছুটিয়ে।"

রিঙ্কু বলল, "সৈন্য সাজলে কী করে?"

রঞ্জন বলল, "খুব সোজা! আমাকে শরবত খাইয়ে অজ্ঞান করে দিয়ে কোথায় যেন ফেলে দেবার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। এত বড় লাশ তো, আর বয়ে নিয়ে যেতে পারে না। তাই ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এক ব্যাটা। কিন্তু আমাকে তো চেনে না। দেড় গেলাস শরবত খেয়ে টক্ করে অজ্ঞান হয়ে গেলেও জ্ঞান ফিরে এসেছে তাড়াতাড়ি। ভেজাল, ভেজাল, আজকাল বিষেও ভেজাল! জ্ঞান ফেরার পরেই আমি সেই ব্যাটাকে কাবু করে হাত-পা বেঁধে ফেললুম। তারপর তার সঙ্গে আমার পোশাক বদলা-বদলি করে ফিরে এলুম এখানে। সৈন্যদের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে ছিলুম।"

রিঙ্কু বলল, "উঃ, রঞ্জন, যদি আর একটু দেরি করতে, তা হলে আমি বোধহয় মরেই যেতুম!"

রঞ্জন বলল, "কেন, পাথরে নাক ঘষে গেছে বুঝি? মুখখানা নষ্ট হয়ে যায়নি তো? তোমার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আমি একবার পাগল, একেবারে পাগল বলে হাসলুম, তখন আমার গলা শুনেও চিনতে পারোনি?"

রিঙ্কু বলল, "খেয়াল করিনি। তখন মনের অবস্থা এমন ছিল..."

রঞ্জন বলল, "ভয় পেয়ে কাঁদছিলে!"

রিঙ্কু বলল, "মোটেই আমি কাঁদিনি! রঞ্জন, রঞ্জন, পিছনে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, ওরা তাড়া করে আসছে।"

www.boiRboi.blogspot.com

রঞ্জন বলল, "শক্ত করে ধরে থাক, পাগলি! এবারে ঘোড়াটাকে পক্ষিরাজের মতন উড়িয়ে নিয়ে যাব!"

রিঙ্কু বলল, "সাবধান, সাবধান! সামনে একটা পাঁচিল, এদিকে যাওয়া যাবে না!"

রঞ্জন বলল, "অন্ধকারে যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।"

রঞ্জন ঘোড়াটাকে বাঁ দিকে ঘুরিয়ে নিতেই কোণাকুণি এসে কয়েকজন অশ্বারোহী তাকে প্রায় ধরে ফেলল।

রঞ্জন বলল, "কুছ পরোয়া নেই। ডরো মত্ রিঙ্কু!"

তার পাশে একজন অশ্বারোহী আসতেই রঞ্জন তার তলোয়ার তুলল। অন্য অশ্বারোহীটির হাত থেকে দু-তিনবার আঘাতেই খসে গেল তলোয়ার।

রঞ্জন বলল, "আরে ব্যাটা, তোরা তো সিনেমার জন্য সৈন্য সেজেছিস। তোরা আমার সঙ্গে পারবি? আমি পয়সা খরচ করে ফেনসিং শিখেছি।"

দ্বিতীয় সৈন্যটির তলোয়ারে আঘাত করতে-করতে রঞ্জন বলল, "ইশ, এই লড়াইটার কেউ ছবি তুলছে না? তা হলে একটা রিয়েল ফাইটিং-এর ছবি হত। আমার ভাগ্যটাই খারাপ!"

দ্বিতীয় অশ্বারোহীটিও হেরে গিয়ে পালিয়ে গেল।

তারপর এগিয়ে এল মোহন সিং।

রঞ্জন বলল, "এই তো, এবার রিয়েল ভিলেইন এসেছে! এবার তোমাকে পেয়েছি চাঁদু! দস্যু মোহন সিং, আজ তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন!"

মোহন সিং বলল, "কোথায় পালাবি তুই? এই দ্যাখ, তোকে খতম করছি!"

মোহন সিং ঘোড়ার রাশ ছেড়ে দিয়ে দু' হাতে তলোয়ারটা ধরে প্রচণ্ড জোরে একটা কোপ মারতে গেল রঞ্জনের পিঠে। রঞ্জন সামান্য একটু সরে গিয়ে সেই কোপটা এড়িয়ে গেল। হাসতে-হাসতে বলল, "এ ব্যাটা কিস্যু জানে না। শুধু গুণ্ডারের মতন গায়ের জোর দেখাতে এসেছে। দু' হাতে কেউ সোর্ড ধরে। এটা কি গদা পেয়েছিস?"

মোহন সিং দ্বিতীয়বার তলোয়ার তোলার আগেই রঞ্জন তার কব্জিতে একটা আঘাত করল। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে মোহন সিং পড়ে গেল তার ঘোড়া থেকে।

রঞ্জন বলল, "এবার এ-ব্যাটার গলাটা কেটে ফেলি, কী বলো রিঙ্কু ?"

রিঙ্কু বলল, "ছিঃ ! তুমি মানুষ খুন করবে নাকি ! মানুষকে কখনও মারতে নেই !"

রঞ্জন বলল, "এই তো মশকিল, আমাদের বড্ড দয়ার শরীর। এ ব্যাটা সত্যি-সত্যি মানুষ কি না, সে বিষয়ে তুমি কি শিওর ?"

রিঙ্কু বলল, "তা হোক, তবু তুমি ওকে মেরো না !"

রঞ্জন বলল, "একেবারে মেরে ফেলব না। তবে কিছু শাস্তি দেবই। তোমাকে মাটিতে ঘষটেছে, ওকে আমি ঘোড়া দিয়ে মাড়িয়ে দেব !"

মোহন সিং ডান হাতের রক্তমাখা কব্জিটা বাঁ হাতে চেপে ধরে কোনওক্রমে উঠে দাঁড়িয়েছে। রঞ্জন হুড়মুড় করে ঘোড়াটা চালিয়ে দিল তার গায়ের ওপর দিয়ে।

ঘোড়াটাকে আবার ফিরিয়ে বলল, "একবারে হয়নি, আরও দু-তিনবার দিতে হবে।"

রিঙ্কু বলল, "না, রঞ্জন, আর থাক।"

হঠাৎ দুটো বন্দুক গর্জে উঠল দূর থেকে।

রঞ্জন বলল, "রিঙ্কু, মাথা নিচু করো, মাথা নিচু করে প্রায় শুয়ে পড়ো ! গুলি ছুঁড়ছে।"

মোহন সিংকে ছেড়ে সে ঘোড়াটা ছোটাল অন্যদিকে। বিড়বিড় করে বলল, "কাওয়ার্ডস ! আনফেয়ার মিন্‌স নিচ্ছে ! আমার কাছে বন্দুক-পিস্তল কিছু নেই, তবু ওরা গুলি ছুঁড়ছে কেন ? সামনাসামনি লড়ে যাবার হিম্মত নেই !"

মাঝে-মাঝেই এক-একটা ভাঙা দেওয়াল এসে পড়ছে বলে ঘোড়ার মুখ ফেরাতে হচ্ছে বারবার। একটা দিক অনেকটা ফাঁকা পেয়ে রঞ্জন ঘোড়া ছুটিয়ে দিল প্রচণ্ড জোরে। গুলির আওয়াজ আর শোনা গেল না।

রিঙ্কু বলল, "আস্তে, এবার একটু আস্তে। আর আমি ধরে থাকতে পারছি না ! পড়ে যাব !"

রঞ্জন বলল, "ঘোড়া এখন পক্ষিরাজ ! আর কে ধরবে আমাদের !"

বলতে-বলতেই ঘোড়াটা একটা উঁচু জায়গা থেকে লাফ দিল সামনে। সবাই মিলে একসঙ্গে ঝপাং করে গিয়ে পড়ল জলে। সেখানে একটা নদী।

রঞ্জন বলল, "যাক, ভালই হল। আজ সারাদিন স্নান করা হয়নি, মনে আছে ? তুমিও অনেক ধুলোবালি খেয়েছ। এবার নদীতে ভাল করে স্নান করা যাবে !"

॥ ৮ ॥

ত্রিশূলটা সন্তুর হাতে দিয়ে কাকাবাবু টর্চটা নিয়ে এগোচ্ছেন সামনে-সামনে। তাঁর পেছনে সন্তু। তারপর জোজো। বিরজু সিং জোজোর চুলের মুঠি ধরে আছে এক হাতে, অন্য হাতে রিভলভারটা রেডি রেখেছে।

সিঁড়িটা শুধু যে সরু তাই নয়, মাঝে-মাঝে দু-একটা ধাপ একেবারে ভাঙা। কাকাবাবু একটা ক্রাচ বাড়িয়ে আগে দেখে নিচ্ছেন পরের ধাপটা আছে কি না, তারপর পা ফেলছেন। সন্তু পেছন থেকে ধরে আছে কাকাবাবুর কোমর, যাতে তিনি হঠাৎ পা পিছলে পড়ে না যান।

সন্তু নিজেই আগে-আগে যেতে চেয়েছিল, কাকাবাবু রাজি হননি। তিনি কয়েকবার জোরে নিশ্বাস টেনে বললেন, "একটা বিচ্ছিরি গন্ধ পাচ্ছি। কিসের গন্ধ বলতে পারিস ?"

সন্তু বলল, "বুঝতে পারছি না। কিছু একটা পচা গন্ধ মনে হচ্ছে।"

প্রায় তিরিশটা সিঁড়ি নামবার পর টর্চের আলোয় চক চক করে উঠল কালো জল।

কাকাবাবু বললেন, "এই রে, এখানে জল দেখছি। কতটা গভীর কে জানে !"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আমি নেমে দেখব ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, আগেই তোর নামবার দরকার নেই। আমি দেখে নিচ্ছি।"

সিঁড়ির ওপর বসে পড়ে তিনি একটা ক্রাচ বাড়িয়ে দিলেন সামনে।

www.boiRboi.blogspot.com

সেটা বেশি ডুবল না। মাটিতে ঠকঠক শব্দ হল।

কাকাবাবু বললেন, "না, এখানে জল বেশি নেই। সামনে আর সিঁড়িও নেই, শক্ত মাটি। এখন চিন্তার কিছু নেই।"

সেই জলের মধ্যে এগোতে-এগোতে এক জায়গায় হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল। তারপর আবার জল কমে গেল। খানিকটা জায়গা একেবারে শুকনো।

কাকাবাবু বললেন, "এই রাস্তাটা উঁচু-নিচু। যেখানটা ঢালু, সেখানে জল জমে আছে।"

জোজো বলল, "এত নীচে জল এল কী করে?"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না এখনও।"

সন্তু বলল, "মাটির তলা থেকে জল উঠতে পারে। এরকম একটা গভীর কুয়ো খুঁড়লে কি জল বেরোত না?"

কাকাবাবু বললেন, "এসব পাথুরে দেশে অনেক গভীর করে কুয়ো খুঁড়তে হয়। তা ছাড়া যেখানে মাটির তলা থেকে জল ওঠে, সেখানে কি রাজারা গুপ্ত ঘর বানাত? কী জানি, দেখা যাক।"

জোজো বলল, "এই লোকটা আমার চুল খামচে ধরে আছে কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "সত্যিই তো। ওর চুল চেপে ধরার কী দরকার?"

টর্চের আলোটা ঘুরিয়ে তিনি বিরজু সিংকে বললেন, "এই, তুমি ওকে ছেড়ে দাও না! আমরা তো আর পালাচ্ছি না এখান থেকে!"

বিরজু সিং গম্ভীর ভাবে বলল, "নেহি! নেহি ছোড়ে গা!"

কাকাবাবু বললেন, "এ তো আচ্ছা গোঁয়ার দেখছি!"

জোজো সন্তুর কোমরে একটা খোঁচা মেরে কী যেন ইঙ্গিত করল। তারপর সে কাকুতিমিনতি করে বলল, "ও সিংজি! একবার একটু ছাড়ো। আমার খুব মাথা চুলকোচ্ছে। একবার চুলকে নিই?"

বিরজু সিং হাতের মুঠিটা আলগা করল।

জোজো পকেট থেকে হাত বার করে মাথা চুলকোবার জন্য ওপর দিকে হাত তুলেই শুকনো লঙ্কার গুড়ো ছুঁড়ে দিল বিরজু সিং-এর চোখে।

বিরজু সিং 'মর গয়া, মর গয়া' বলে আর্তনাদ করে উঠল। সেই অবস্থাতেই এক হাতে চোখ চাপা দিয়ে অন্য হাতে গুলি চালাতে গেল, সন্তু

www.boiRboi.blogspot.com

তার ত্রিশূলটা দিয়ে খুব জোর মারল সেই হাতে।

হাত থেকে রিভলভারটা খসে পড়ে গেলেও বিরজু সিং অন্ধের মতন লাফিয়ে জোজোকে জাপটে গলা টিপে ধরল। এবার সন্তু আর এক ঘা ত্রিশূল কষালো তার মাথায়।

বিরজু সিং 'আঃ' বলে ঢলে পড়ে গেল।

কাকাবাবু বললেন, "কী করলি রে, মেরে ফেললি নাকি লোকটাকে?"

সন্তু বলল, "না। ত্রিশূলের পাশ দিয়ে মেরেছি। গেঁথে দিইনি। অজ্ঞান হয়ে গেছে। জোজো,তুই কী করলি রে, লোকটাকে?"

জোজো বলল, সেই শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো। সকালবেলা পকেটে নিয়েছিলুম মনে নেই? কাজে লেগে গেল!"

সন্তু বলল, "তুই যে এবার একটা সত্যিই দারুণ কাণ্ড করে ফেললি রে, জোজো! আমি আগে বুঝতেই পারিনি।"

জোজো ঠোঁট উলটে বলল, "এ আর এমনকী? এরকম কত গুণ্ডাকে আমি আগে ঘায়েল করেছি? একবার ইজিপ্টে..."

কাকাবাবু বললেন, "এবার থেকে জোজোর সব কথাই বিশ্বাস করতে হবে। লোকটাকে যখন অজ্ঞান করেই ফেলেছিস, তা হলে ওর হাত-পা বেঁধে ফ্যাল। নইলে কখন আবার পেছন থেকে এসে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে!"

জোজো বলল, "দড়ি কোথায় পাওয়া যাবে?"

কাকাবাবু বললেন, "দড়ি পাওয়া যাবে না। তোদের জামা দুটো খুলে ফেলে তাই দিয়ে বেঁধে দে। হাত দুটো পেছনে নিয়ে গিয়ে বাঁধলে আর খুলতে পারবে না। এখানে দেখছি সামনে একটা দেওয়াল। আর পথ নেই।"

টর্চের আলোয় পরীক্ষা করে তিনি সেই দেওয়ালের গায়ে একটা চৌকো গর্ত দেখতে পেলেন। তার মধ্যে ঢুকে গেল ত্রিশূলটা। কাকাবাবু ত্রিশূলটা ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরাতেই দেওয়ালটাও ঘুরতে লাগল একটু একটু করে, সেই সঙ্গে সুড়ঙ্গের ওপর দিকে বিরাট জোরে শব্দ হতে লাগল। ওপর থেকে যে একটু-একটু আলো আসছিল, তা মুছে গেল।

কাকাবাবু বললেন, "আশ্চর্য ব্যাপার। আগেকার দিনের লোকদেরও

কতখানি ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান ছিল দ্যাখ। এই দেওয়ালটা সরে যেতেই ওপরের সুড়ঙ্গের মুখটা বন্ধ হয়ে গেল।"
ওপরের আওয়াজটা এত জোর যে বুক কেঁপে উঠেছিল সন্তু আর জোজোর!

বিরজু সিং-এর রিভলভারটা হাতে তুলে নিয়ে কাকাবাবু বললেন, "এটা তো মনে হচ্ছে আমারই। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছি। মোহন সিং আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল। সন্তু, তুই যেমন বিরজু সিং-এর মাথা ফাটালি, সেইরকম জগ্গু বলে একটা লোক আজ দুপুরে আমার মাথা ফাটিয়েছে। এখনও মাথাটা টনটন করছে।"

দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "ওফ্ এতক্ষণে মুক্তি পাওয়া গেল। আজ সারাদিন বড্ড জ্বালিয়েছে ওরা। এবার আর ওপরের শিবলিঙ্গটা ওরা সরাতে পারবে না। ওটা ভাঙতেও পারবে না। কোনও কুলি-মজুরও শিবলিঙ্গ ভাঙতে রাজি হবে না। এখন হিরেটা খুঁজে পাই বা না পাই, তাতে কিছু আসে যায় না, কী বল!"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, একখানা হিরের জন্য এরা এত কাণ্ড করছে কেন? এই হিরেটা কী-এমন দামি?"

কাকাবাবু বললেন, "ও, তোরা তো সব ব্যাপারটা জানিস না। আমি সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি। বিজয়নগর আর বাহমনি রাজ্যের কথা তো ইতিহাসে কিছুটা পড়েছিস। এই দুই রাজ্যে দারুণ শত্রুতা ছিল। প্রায় দুশো-আড়াইশো বছর ধরে ওদের মধ্যে লড়াই হয়েছে। কখনও বিজয়নগর জিতেছে, কখনও বাহমনি জিতেছে। তারপর হলো কি, এক সময় বাহমনি রাজ্য ভেঙে পাঁচ টুকরো হয়ে গেল। স্বাভাবিক ভাবেই টুকরো-টুকরো হয়ে ওরা দুর্বল হয়ে পড়ল, আর বিজয়নগর হয়ে উঠল খুব শক্তিশালী! বিজয়নগরের রাজা তখন সদাশিব, তিনি ছিলেন অপদার্থ, আসল ক্ষমতা ছিল রাজারই এক আত্মীয়, রাম রায়ের হাতে। এই রাম রায় ছিলেন দারুণ বীর পুরুষ, তিনি অনেকগুলো যুদ্ধ জয় করে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সীমানা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ওদিকে বাহমনির সুলতানরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে মরছে।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "তা হলে বিজয়নগর ধ্বংস হল কেন?"

www.boiRboi.blogspot.com

কাকাবাবু বললেন, "হলো কি, কয়েকটা যুদ্ধ জয় করার পর ওই রাম রায়ের দারুণ অহঙ্কার হয়ে গেল। তিনি ভাবলেন, বিজয়নগরের সৈন্যদের আর কেউ হারাতে পারবে না। তিনি সুলতানদের খুব অপমান করতে লাগলেন। তখন মরিয়া হয়ে সেই পাঁচজন সুলতান আবার জোট বাঁধল, তারা একসঙ্গে লড়াই করবে ঠিক করল। তাদের নেতা হলেন আলি আদিল শাহ। সেই পাঁচটি রাজ্যের ফৌজ একসঙ্গে আক্রমণ করতে এল বিজয়নগর রাজ্য। সেখানকার রাজা তো কোনও খবরই রাখতেন না। রাম রায় অহঙ্কার নিয়েই মত্ত ছিলেন। তিনি ভাবতেন, বাহমনির সুলতানরা এই রাজ্য আক্রমণ করতে সাহসই পাবে না। একদিন দুপুরে তিনি খেতে বসেছেন, এইসময় খবর পেলেন, শত্রুপক্ষ তাঁদের রাজ্যের অনেকখানি ভেতরে ঢুকে পড়েছে। খাওয়া ছেড়ে তক্ষুণি উঠে রাম রায় গেলেন যুদ্ধ করতে। তখন তাঁর বয়েস নব্বই-একানব্বই হবে! তবু সাহস ছিল খুব। বুড়ো প্রোফেসর ভগবতীপ্রসাদ শর্মা এই জন্যই রাম রায়ের পার্ট করতে চেয়েছিলেন, তাঁর বয়েসের সঙ্গে মানিয়ে যেত। যাই হোক, রাম রায় তো যুদ্ধ করতে গেলেন, সৈন্যদের বললেন, 'আলি আদিল আর অন্যান্য সুলতানদের প্রাণে মারবে না। জ্যান্ত ধরে আনবে, আমি তাঁদের খাঁচায় পুরে পুষব।' কিন্তু ঘটনা ঘটল ঠিক উলটো। রাম রায় যুদ্ধে যেতে-না-যেতেই শত্রুপক্ষের একটা হাতি পাগলা হয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল এদিকে। সেই পাগলা হাতির তাণ্ডবে কাছাকাছির সৈন্যরা ভয়ে দৌড়তে লাগল। রাম রায় একটা চর্তুদোলা চেপে ছিলেন, সেটা থেকে তিনি পড়ে গেলেন। অমনি শত্রুপক্ষের কিছু সৈন্য তাঁকে দেখতে পেয়ে ধরে নিয়ে গেল এক সুলতানের কাছে। সুলতান একটুও দেরি না করে রাম রায়ের মুণ্ডুটা কেটে ফেলে একটা লম্বা বর্শার ফলকে গেঁথে উঁচু করে দেখাতে লাগলেন বিজয়নগরের সৈন্যদের। রাম রায়ের কাটা মুণ্ডু দেখেই বিজয়নগরের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। বিজয়নগরের সৈন্যবাহিনী ছিল বিশাল, ঠিকঠাক লড়াই হলে তারা জিততেও পারত, কিন্তু একজন ভাল সেনাপতির অভাবে তারা গো-হারান হেরে গেল, যে যেদিক পারল পালাল। যুদ্ধে জয়ী হবার পর আলি আদিল ঠিক করলেন, বিজয়নগরের রাজধানীটাকেই একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবেন, যাতে এ-রাজ্য আর

কোনওদিনও উঠে দাঁড়াতে না পারে। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই বিজয়নগর একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল।"

সন্তু বলল, "পুরো শহরটাকেই ধ্বংস করে দিল?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট, মন্দির-টন্দির সব। হাজার-হাজার লোককে মেরে ফ্যালে দুটো-একটা মন্দির শুধু টিকে গেছে, আর রাজপ্রাসাদের খানিকটা অংশ। মোটকথা বিজয়নগর চিরকালের মতন ধ্বংস হয়ে গেল, তারপর আর এখানে মানুষ থাকেনি, চারশো বছর ধরে এইরকম ধ্বংসস্তূপ হয়েই পড়ে আছে।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তা হলে সেই হিরেটা?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, এবার হিরের কথাটা বলছি। তখন ইওরোপিয়ান বণিকরা এদেশে আসতে শুরু করেছে। বিজয়নগরের জাঁকজমক দেখে তারা অবাক হয়ে যেত। ধন-দৌলত, মণি-মাণিক্যের শেষ ছিল না। কেউ-কেউ বলেছে, বিজয়নগর রোমের চেয়েও বড় শহর ছিল। পর্তুগিজ, ইতালিয়ান পর্যটকরা বিজয়নগরের কথা লিখে গেছেন। এখানে তখন অনেক হিরে পাওয়া যেত। গোলকুণ্ডার হিরের খনিও ছিল বিজয়নগর রাজ্যের মধ্যেই। তার মধ্যে কয়েকজন পর্যটক একটা হিরের কথা লিখেছে। যেটা প্রায় অবিশ্বাস্য। সেই হিরেটা নাকি একটা মুরগির ডিমের সমান! পৃথিবীতে এতবড় হিরে আজও কেউ দ্যাখেনি। সেই হিরেটা গেল কোথায়?"

সন্তু বলল, "সুলতানের সৈন্যরা যখন বিজয়নগর ধ্বংস করে তখন নিশ্চয়ই লুটপাটও করেছিল। তারা সেই হিরেটা পায়নি!"

কাকাবাবু বললেন, "লুটপাট তো করবেই। গোরুর গাড়ি ভর্তি করে সোনাদানা আর হিরে-জহরত নিয়ে গেছে। রাম রায় মারা যাবার পর রাজা সদাশিবও তাড়াতাড়িতে যা পেরেছেন সোনাদানা নিয়ে পালিয়েছিলেন। কিন্তু মুরগির ডিমের মতন হিরেটা তাঁর কাছে ছিল না। অনেকে বলে যে, বিজয়ী বীর হিসেবে আলি আদিল শাহ সেই হিরেটা পেয়েছিলেন। কিন্তু সেটাও বোধহয় সত্যি না। তারপর সেটা গেল কার কাছে? অতবড় হিরেটা তো হারিয়ে যেতে পারে না? মোগল সম্রাট শাজাহানের কাছে যে কোহিনুর ছিল, সেটা নানান হাত ঘুরে শেষ পর্যন্ত পঞ্জাব কেশরী রণজিৎ

www.boiRboi.blogspot.com

সিং-এর নাবালক ছেলের কাছ থেকে ইংরেজরা নিয়ে নেয়। সেটা এখনও ইংল্যান্ডের রানির সম্পত্তি। আর কোহিনুরের চেয়েও বড় একটা হিরে সম্পর্কে সারা পৃথিবীর মানুষের কৌতূহল তো থাকবেই?"

জোজো বলল, "হিরেটা তা হলে এখানেই আছে?"

কাকাবাবু বললেন, "বহু লোক এখানে এসে বিজয়নগরের বিখ্যাত হিরেটা খোঁজাখুজি করেছে। আমিও একবার এসে খুঁজে গেছি। কেউ কোনও সন্ধান পাইনি। কিন্তু হিরে তো কখনও ভাঙে না, বা নষ্ট হয় না, তা হলে সেটা অদৃশ্য হয়ে যাবে কী করে! অনেকের ধারণা হয়েছে, সেটা নিশ্চয়ই কোনও রাজা-বাদশার হাত থেকে নদীতে বা সমুদ্রে পড়ে গেছে। এ ছাড়া আর কোনও ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু প্রোফেসর ভগবতীপ্রসাদ শর্মা ওই হিরেটার সন্ধানে বহু বছর ধরে লেগেছিলেন, তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল, হিরেটা এখানেই আছে। হঠাৎ কিছুদিন আগে তিনি একটা পুঁথির খোঁজ পান। সেই পুঁথিতে লেখা আছে যে, রাম রায় সেই হিরেটা বিঠলস্বামীর মন্দিরে দান করেছিলেন। অত দামি জিনিস বাইরে রাখা হত না। এই মন্দিরেরই কাছাকাছি কোনও গুপ্ত জায়গায় সাবধানে রাখা থাকত।"

সন্তু বলল, "পুঁথি মানে কী জানিস তো জোজো? পুরনো আমলের হাতে-লেখা বই। পুঁথির মালার পুঁথি নয়।"

জোজো বলল, "জানি, জানি। এ তো সবাই জানে!"

সন্তু বলল, "সুলতানরা এই মন্দিরটা কেন ভাঙল না? এখানে কেন লুটপাট করেনি? আপনি কী কী যেন বাজনার কথা বললেন তখন!"

কাকাবাবু বললেন, "সেটাও একটা একটা গল্পের মতন। সুলতানদের বাহিনী যখন বিজয়নগর ধ্বংস করার জন্য কামান দাগতে এগোচ্ছে, তখন কামানের আওয়াজ এক-একবার থামতেই তারা সুন্দর টুংটাং, ঝুনঝুন শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। ঠিক যেন কোনও মিষ্টি বাজনার মতন। তারা তো দারুণ অবাক। এইরকম সাঙ্ঘাতিক যুদ্ধের মধ্যেও কে বাজনা বাজাবে? আরও একটু এগিয়ে এসে দেখল, এই মন্দিরে বারান্দায় পাকা চুল-দাড়ি আর ধপধপে সাদা কাপড় পরা একজন পুরোহিত একা দাঁড়িয়ে আছে, আর এই মন্দিরের থাম থেকে আপনি-আপনি বাজনার শব্দ হচ্ছে। তখন সৈন্যরা ভাবল, এটা কোনও অলৌকিক ব্যাপার। তারা ভয়ে আর এই

মন্দিরের কাছ ঘেঁষল না। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, এই মন্দিরের থামগুলো বিশেষ একটা কায়দায় তৈরি। কিছু দিয়ে আস্তে টোকা মারলেই সুন্দর গানের সুরের মতন শব্দ হয়। সেদিন কামানের প্রচণ্ড গর্জনে যে ভাইব্রেশান হচ্ছিল, তাতেই মন্দিরের থাম থেকে আপনি-আপনি সুর বেরোচ্ছিল। সেই সুর শুনে সৈন্যরা ভয় পেয়ে পালাল বলেই মন্দিরটা বেঁচে গেল। এখনও এই মন্দিরের থামে টোকা দিলে সেই সুর শোনা যায়। আজ তো দেখা হল না, কাল-পরশু মন্দিরটা ভাল করে দেখিয়ে দেব। রঞ্জনকেও ওই বাজনা শোনাব বলেছিলাম। ও হ্যাঁ, রঞ্জনেরা কোথায় গেল? রঞ্জন-রিঙ্কুকে দেখিসনি?"

সন্তু বলল, "না। জোজো আর আমি আগেই অজ্ঞান হয়ে গেলুম ওই শরবত খেয়ে!"

জোজো বলল, "রঞ্জনদা দেড়-গেলাস খেয়েছিল। হয়তো রঞ্জনদার এখনও জ্ঞান ফেরেনি।"

সন্তু বলল, "আমাদের চেয়ে রঞ্জনদার চেহারা অনেক বড়। তাড়াতাড়ি হজম করে ফেলতে পারে। কিন্তু আমাদের দু'জনকে যেখানে ওরা ফেলে এসেছিল, সেখানে রঞ্জনদা-রিঙ্কুদি বোধহয় ছিল না।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তোদের কোথায় ফেলে দিয়ে এসেছিল?"

জোজো বলল,"অনেক দূরে একটা পাহাড়ের ওপর জঙ্গলের মধ্যে। আমাদের মেরে ফেলতে চেয়েছিল। যেভাবে আমরা ফিরে এসেছি, তা আপনি শুনলে..."

কাকাবাবু বললেন, "আচ্ছা, সে-ঘটনা পরে শুনব। রঞ্জন-রিঙ্কুর জন্য চিন্তা হচ্ছে খুব। কিন্তু এখন কিছু উপায়ও তো নেই। এখান থেকে বেরিয়ে ওদের খোঁজ করতে হবে।"

জোজো বলল, "এখান থেকে আমরা কী করে বেরোব? ওপরে উঠলেই তো ওরা ধরবে!"

কাকাবাবু বললেন, "না, ওপরে আর ওঠা যাবে না! সাধারণত এই ধরনের সুড়ঙ্গের দুটো মুখ থাকার কথা। শেষ পর্যন্ত গিয়ে তো দেখা যাক। চল, অনেকক্ষণ বিশ্রাম আর গল্প হয়েছে।"

www.boiRboi.blogspot.com

জোজো জিজ্ঞেস করল, "এই বিরজু সিং এখানে পড়ে থাকবে?"

সন্তু বলল, "তা না তো কি ওকে টেনে-টেনে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব নাকি!"

জোজো বলল, "আমি ওর চুল ধরে টেনে নিয়ে যেতে পারি। ও আমার চুলের মুঠি ধরে অনেক ঝাঁকিয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ও এখানেই থাক। পরে ওকে ছেড়ে দেবার একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবে।"

খানিকটা এগোতেই সামনে আবার খানিকটা জল দেখা গেল। তার মানে এইখানটা ঢালু। ওরা জলে পা দিতেই একটু দূরে, কী যেন খলবল করে উঠল জলের মধ্যে। তিনজনেই চমকে পিছিয়ে গেল খানিকটা।

জোজো ভয় পেয়ে বলল, "সাপ! মাটির তলায় সাপ থাকে?"

কাকাবাবু টর্চের আলো ফেলে ভাল করে দেখতে লাগলেন। আর একবার খলবল করে শব্দ হতেই তিনি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, "সাপ নয়, মাছ!"

সন্তু বললেন, "মাটির তলায় সাপ যদিও বা থাকতে পারে, মাছ আসবে কী করে?"

কাকাবাবু বললেন, "যাত্রাপথে মাছ দেখা শুভলক্ষণ।"

সন্তু বলল, "এতক্ষণে আর-একটা জিনিস বুঝতে পারলুম। আমরা যে পচা গন্ধটা পাচ্ছিলুম, সেটা আসলে মাছ পচা গন্ধ। এই জলে মাছ থাকলে তা তো খাবার কেউ নেই। একসময় কিছু-কিছু মাছ মরে পচেও যায় নিশ্চয়ই!"

কাকাবাবু বললেন, ,"এটা ঠিকই বলেছিস। মাছ পচা গন্ধই বটে!"

জোজো হঠাৎ ভয় পেয়ে কাকাবাবুকে চেপে ধরল, কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "কাকাবাবু, ওটা কী? ওখানে কে বসে আছে?"

দৃশ্যটা দেখে ভয় পাবারই কথা। জলটা যেখানে শেষ হয়েছে, ঠিক তার পাশেই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসানো আছে একটি মানুষের কঙ্কাল। শুধু হাড়গুলোই দেখা যাচ্ছে টর্চের আলোয়, কিন্তু তার বসে থাকার ভঙ্গিটার জন্যই মনে হচ্ছে যেন জীবন্ত। যেন কঙ্কালটা মাথা নিচু করে কিছু একটা চিন্তা করছে, এক্ষুনি মুখ তুলে চাইবে!

কাকাবাবু বললেন, "হয়তো চারশো বছর আগে লোকটা ওই গুপ্ত সুড়ঙ্গের প্রহরী ছিল। কোনও একদিন সুড়ঙ্গের মুখটা বন্ধ হয়ে গেছে, আর খোলেনি, ওর চিৎকারও কেউ শুনতে পায়নি।"

সন্তু বলল, "কিন্তু বসে-বসে কি কেউ মরে ? মরার সময় তো শুয়েই পড়ে সবাই।"

কাকাবাবু বললেন, "শুয়ে-শুয়ে মরার পরও অনেক সময় মৃতদেহটা আস্তে-আস্তে উঠে বসে। এরকম আমি নিজের চোখে দেখেছি।"

জোজো বলল, "ওইটার পাশ দিয়ে আমাদের যেতে হবে ?"

সন্তু বলল, "ভয়ের কী আছে ? কঙ্কাল মানে তো ভূত নয়। এই দ্যাখ, আমি যাচ্ছি!"

সন্তু আগে-আগে চলে গেল, জোজো কাকাবাবুকে ধরে রইল। কঙ্কালটার পাশ দিয়ে যাবার সময় সে চোখ বুজে ফেলল। বেশ জোরে-জোরেই সে বলল, "হে ভগবান, এখান থেকে কী করে বেরোব ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, এ-লোকটা প্রহরীই ছিল, ওর পাশে একটা মরচে-ধরা তলোয়ার পড়ে আছে। এখানে প্রহরী বসিয়ে রাখত, তার মানে কাছাকাছি রত্ন ভাণ্ডার থাকার কথা!"

জোজো বলল, "আমাদের অবস্থাও বোধহয় ওই লোকটার মতনই হবে। সুড়ঙ্গের ওপরটা যদি আর না খোলে!"

"কাকাবাবু বললেন, অত ঘাবড়াসনি রে জোজো, তাতে কোনও লাভ হবে না। আগে শেষ পর্যন্ত দেখেনি।"

একটু পরেই আবার একটা ঢালু জায়গা, সেখানেও জল জমে আছে। সন্তু ছপছপ করে আগে এগিয়ে গেল। জোজো এখনও কাকাবাবুর হাত ছাড়েনি। একটু অসাবধান হতেই কাকাবাবুর হাত থেকে টর্চটা জলে পড়ে গেল। কাকাবাবু হাত ডুবিয়ে টর্চটা খুঁজতে লাগলেন, তাঁর হাতের ওপর দিয়ে দু-একটা মাছ চলে গেল।

সুড়ঙ্গটা অন্ধকার হয়ে গেছে, তারই মধ্যে সামনে একটা হুড়মুড় শব্দ হল। তারপরই সন্তু চেঁচিয়ে উঠলেন, "কাকাবাবু! আমায় ধরেছে!"

কোনওরকমে টর্চটা তুলে সেদিকে আলো ফেলতেই কাকাবাবু দেখতে পেলেন দুটো জ্বলজ্বলে চোখ। নীল আগুনের টুকরোর মতন।

চোখ দুটো দেখেই কাকাবাবু চিনতে পেরেছেন। কিন্তু এই প্রথম ঘাবড়ে গেলেন তিনি। টর্চের আলো তাঁর হাতে কেঁপে যাচ্ছে। দরদর করে ঘাম বেরোতে লাগল শরীর দিয়ে।

জোজো বলল, "ওরে, বাবা, ফোঁসফোঁস শব্দ হচ্ছে!"

কাকাবাবু বললেন, "জোজো, ভয় পাসনি, তুই টর্চটা ধর। ওই চোখ দুটোর ওপর থেকে আলো সরাবি না। সন্তু, নড়াচড়া করিস না। এতবড় সাপের বিষ থাকে না। তুই শুধু নিজের চোখ দুটো ঢেকে থাক। চোখে যেন না কামড়ায়। গুলি করতে পারছি না। তোর গায়ে লাগবে।"

কাকাবাবু পিছিয়ে গিয়ে সেই কঙ্কালটার পাশ থেকে মরচে-পড়া তলোয়ারটা তুলে নিয়ে এলেন। ফিরে এসে সন্তুর খুব কাছে এগিয়ে গেলেন। সন্তু আঃ-আঃ করে কাতরাচ্ছে। জোজোর হাতেও টর্চটা কাঁপছে।

কাকাবাবু তরোয়ালের ডগাটা দিয়ে সাপটাকে চেপে একটা খোঁচা মারবার চেষ্টা করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে রেগে জোজো জোরে ফোঁস করে সাপটা অনেকটা মুখ বাড়িয়ে কামড়াতে এল কাকাবাবুকে। কাকাবাবু বিদ্যুৎবেগে সাপটার গলায় একটা কোপ বসালেন। মরচে পড়া তলোয়ারে সাপটার গলা মোটেই কাটল না, কিন্তু কাকাবাবু তলোয়ার দিয়ে সাপটার মাথা ঠেসে ধরলেন জলের মধ্যে।

সন্তু চেঁচিয়ে উঠলো, "কাকাবাবু, ও আমার পা'টা গুঁড়িয়ে দিচ্ছে।"

কাকাবাবু বললেন, "লেজের দিকটা চেপে ধরে খোলবার চেষ্টা কর।"

প্রাণপণ শক্তিতে ডান হাতের তলোয়ার দিয়ে জলের মধ্যে সাপটার গলা চেপে রেখে কাকাবাবু বাঁ হাত দিয়ে রিভলভারটা বার করলেন। তারপর খুব সাবধানে টিপ করে জলের মধ্যেই গুলি চালালেন দু'বার।

তারপর দারুণ পরিশ্রান্তভাবে কাকাবাবু বললেন, "সন্তু-জোজো, সাবধান। এরকম সাপ সাধারণত একজোড়া থাকে। আর-একটা আছে বোধহয়। তোরা খুঁজে দ্যাখ। আমি বসে একটু রেস্ট নিই।

সাপটা ময়াল জাতের। সন্তুর পা পড়ে গিয়েছিল ওর গায়ে, সঙ্গে-সঙ্গে ও সন্তুর ডান পায়ে সাতটা পাক দিয়ে দিয়েছিল। আর একটুক্ষণ বেঁচে থাকলেই সাপটা সন্তুর পায়ের হাড় মুড়মুড়িয়ে ভেঙে দিত।

www.boiRboi.blogspot.com

একটু সুস্থ হবার পর জোজোর কাছ থেকে টর্চটা নিয়ে সন্তু সুড়ঙ্গের সামনের দিকটা দু'দিকের দেওয়ালের গা ভাল করে দেখতে লাগল। দ্বিতীয় সাপটার কোনও চিহ্ন নেই।

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে বললেন, "এখানের মাছগুলো ওই সাপের খাদ্য।"

সন্তু সে-কথা শুনতে পেল না। সুড়ঙ্গের একদিকের দেওয়ালে কুলুঙ্গির মতন একটা জায়গায় কাটা। সেখানে আলো ফেলতেই কী-যেন ঝকঝক করে উঠছে। সে বারবার সেখানে আলো ফেলছে। ওখানেই কি দ্বিতীয় সাপটা আছে, তার চোখ ঝকঝক করছে?

কাকাবাবুও সেই আলোর ঝিলিক দেখতে পেলেন একবার। সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় লাফ দিয়ে উঠে এসে তিনি চিৎকার করে বললেন, "বিজয়নগরের হিরে!"

কুলুঙ্গিতে ভেতরের দৃশ্যটা অদ্ভুত!

সামনেটা মাকড়সার জাল দিয়ে প্রায় ঢাকা। সেই জাল ছিঁড়তেই দেখা গেল, সেখানেও বসানো রয়েছে একটা বাচ্চা ছেলের কঙ্কাল। মাত্র তিন-চার বছরের শিশুর কঙ্কাল মনে হয়। সেই কঙ্কালটার সামনে অনেকরকম লাল-সবুজ-নীল পাথরের টুকরো ছড়ান। কঙ্কালটার ঠিক কোলের কাছে রয়েছে, অবিকল মুরগির ডিমের মতনই একটা পাথর, আলো পড়লেই তা থেকে চোখ ধাঁধানো দীপ্তি বেরিয়ে আসছে।

কাকাবাবু খুব সাবধানে সেই পাথরটা বার করে এনে বললেন, "তা হলে সত্যি আছে। বিজয়নগরের হিরে। প্রোফেসর শর্মা এখানে থাকলে কত খুশি হতেন। এটা আবিষ্কারের কৃতিত্ব আমরা প্রোফেসর শর্মাকেই দেব, কী বলিস, সন্তু?"

সন্তু বলল, "আমি একবার হাতে নিয়ে দেখব?"

জোজো আর সন্তু দু'জনেই হিরেটাকে ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখল। হাতে নিলে খুব একটা সাঙ্ঘাতিক কিছু বলে মনে হয় না। এর যে এত দাম তা বোঝাও শক্ত।

কাকাবাবু বললেন, "অনেক কালের ধুলো জমেছে। পালিশ করাতে হবে। নতুন করে কাটাতেও হবে। ঠিক মতন কাটার ওপরেই হিরের

www.boiRboi.blogspot.com

সৌন্দর্য ঠিকমতন খোলে। অন্য পাথরগুলোও খুব দামি হবে নিশ্চয়ই, ওগুলোও পকেটে ভরে নে। এবার শিগগির বেরিয়ে পড়তে হবে।"

জোজো রঙিন পাথরগুলো পকেটে ভরতে ভরতে বলল, "কোনদিক দিয়ে বেরোব?"

কাকাবাবু বললেন, "সাপটাকে দেখে একটা জিনিস বোঝা গেল। মাছ দেখেও আমার সেই কথাই মনে হয়েছিল আগে। এখানে বাইরে থেকে জল ঢুকে পড়ে। খুব সম্ভবত কাছাকাছি একটা নদী আছে। জলের সঙ্গে মাছও আসে, তারপর ঢালু জায়গাতে আটকে যায়। সেই মাছ খেতে সাপ আসে। সুতরাং নদীর দিকে একটা বেরোবার রাস্তা আছেই।"

এরপর আরও দু'জায়গায় ঢালু জলাশয় পড়ল। প্রত্যেকটাতেই দ্বিতীয় সাপটা আছে কি না ভাল করে দেখে নিয়ে তারপর ওরা নামল। এদিকের মাছগুলো ছোট-ছোট মৌরলা মাছের মতন, জলও অনেক পরিষ্কার। পাথরের দেওয়াল পড়ল আর একটা। সেটা খুলতে হল ত্রিশূল দিয়ে।

সুড়ঙ্গটা একটা বাঁক নিতেই দেখা গেল একটা লোহার দরজা। কিন্তু তার একটা দিক কিছুটা ভাঙা। সেখান দিয়ে এখনও জল ঢুকছে একটু-একটু।

কাকাবাবু বলেছিলেন না, এইসব সুড়ঙ্গে রাজারা সবসময় একটা বেরোবার রাস্তা রাখত। বহুকালের পুরনো দরজা, জল লেগে লেগে মরচে পড়ে খানিকটা ভেঙে গেছে।

দরজাটায় ভেতরের দিকে হুড়কো লাগান। সেটা ধরে খানিকক্ষণ টানাটানি করতে খুলে গেল। দরজাটা ফাঁক করতেই দেখা গেল একটু নীচে একটা নদী।

বাইরে এসে বড়-বড় নিশ্বাস নিয়ে কাকাবাবু বললেন, "আঃ, কী আরাম! ভেতরে যেন দম আটকে আসছিল শেষ দিকে।"

সন্তু বলল, "ভোর হয়ে আসছে। একটু-একটু আলো ফুটেছে।"

জোজো বলল, "সত্যি বেঁচে গেলুম! অ্যাঁ? এই সন্তু!"

বাইরের জায়গাটা উঁচু ঢিবির মত। চর্তুদিকে ঝোপঝাড় হয়ে আছে। সেইজন্যই লোহার দরজাটা দেখা যায় না। অবশ্য ভেতরেও সুড়ঙ্গের মাঝখানে নিরেট পাথরের দেওয়াল আছে। ত্রিশূলের চাবি ছাড়া যা খোলা

যায় না। সেই পাথরের দেওয়ালের তলা দিয়ে জলের সঙ্গে সাপ বা মাছ যেতে পারে। মানুষের গলে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের চেষ্টা করতে হবে নদীটা পার হয়ে যেতে। তারপর হসপেটে গিয়ে বাঙালোরে ফোন করে সব জানাবো। হসপেটে থানা থেকে পুলিশ এনে ধরতে হবে মোহন সিং-এর দলটাকে।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, ওই দেখুন, খানিকটা দূরে একটা গোল নৌকো দেখা যাচ্ছে। ওটা বোধহয় খেয়াঘাট। ঐখান দিয়ে নদী পার হওয়া যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "চল তা হলে, ওইদিকেই যাই। এখন বিশ্রাম নিলে চলবে না। নদীটা পার হওয়া আগে দরকার।"

পুব আকাশে লাল রঙের সূর্য উঠছে। আশ্চর্য ব্যাপার, ভোরের সূর্যের রং টুকটুকে লাল হলেও ভোরের আলোর রং নীলচে। শোনা যাচ্ছে পাখির কিচিরমিচির।

কাকাবাবু এক জায়গায় থমকে গিয়ে বললেন, "দিনের আলোয় একবার হিরেটা দেখি। এটা তো গভর্নমেন্টকে দিয়ে দিতেই হবে, তার আগে একবার ভাল করে দেখিনি।"

কাকাবাবু সূর্যের দিকে মুখ করে দু'হাত ঘুরিয়ে হিরেটা দেখছেন, আচমকা টিবির ওপর থেকে একটা লোক লাফিয়ে পড়ল তাঁর সামনে। লোকটার হাতে একটা রাইফেল! তারপরই নেমে এল একটি মেয়ে। কস্তুরী আর জগ্‌গু!

কস্তুরী বলল, "রায়চৌধুরীবাবু, আপনি খুব ধোঁকাবাজ তাই না। আমাকে ফাঁকি দেবেন! আপনি কস্তুরীকে চেনেননি ভাল করে। দু'ঘণ্টা ধরে বসে আছি এখানে? আপনাদের জন্য। দিন, আমায় হিরেটা দিন!"

কাকাবাবু জগ্‌গুর দিকে তাকালেন। জগ্‌গুর মুখখানা বুলডগের মতন, চোখদুটো স্থির। রাইফেলের ট্রিগারে তার হাত। কস্তুরীর হুকুম পেলেই যে সে গুলি চালাবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

কস্তুরী বলল, "দিন, দিন, হিরেটা দিন।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী করে এখানে এলে? কী করে বুঝলে যে ..."

www.boiRboi.blogspot.com

কস্তুরী বলল, "অত কথা বলার সময় নেই। আমি তিন গুনব, তার মধ্যে হিরেটা দিন আমার হাতে, নইলে জগ্‌গু...এক, দুই..."

কাকাবাবু হিরেটা কস্তুরীর হাতে তুলে দিলেন।

কস্তুরী হিরেটাতে চুমু খেতে-খেতে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, "পেয়েছি-পেয়েছি, শেষ পর্যন্ত পেয়েছি, সব কষ্ট সার্থক। বুঝলেন, বাঙালিবাবু, আমি বিঠলস্বামী মন্দিরের পুরুতকে জেরা করে জেনেছি, এদিকে নদী আছে কি না। পুরুত এই সুড়ঙ্গের কথাও তার বাবার মুখে শুনেছে, কিন্তু কোনওদিন খুলতে দ্যাখেনি। আমি ঠিক বুঝতে পেরে চলে এসেছি নদীর ধারে। সুড়ঙ্গের একটা মুখ এদিকে থাকবেই।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার বুদ্ধি আছে, তা স্বীকার করতেই হবে।"

কস্তুরী বলল, "হিরে পেয়ে গেছি, এবার আমিও আমার কথা রাখব। আপনাদের প্রাণে মারব না। তবে, আপনারা আর আমাকে ফলো করবার চেষ্টা করবেন না। আমি নদী পেরিয়ে হসপেটে স্টেশনে চলে যাব। তারপর সোজা বোম্বাই। চল, জগ্‌গু!"

জগ্‌গু কর্কশ গলায় বলল, "ঠারো! ত্রিশূল লেও, পিস্তল লেও!"

কস্তুরী বলল, "ঠিক, ঠিক তো। জগ্‌গুর সব মনে থাকে। ত্রিশূল আর রিভলভার দিয়ে দিলেই আর কোনও ঝঞ্ঝাট থাকবে না! দিন!"

জগ্‌গু রাইফেলের নলটা নিচু করতেই সন্তু ত্রিশূলটা দিয়ে দিল কস্তুরীর হাতে। কাকাবাবুও পকেট থেকে বার করে রিভলভারটা দিতে বাধ্য হলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে পেছন ফিরে কস্তুরী দৌড় মারল। জগ্‌গু যেতে লাগল আস্তে-আস্তে, চারদিক দেখেশুনে।

ওরা একটু দূরে চলে যাবার পর কাকাবাবু বললেন, "এবার ওই জগ্‌গু যদি কস্তুরীকে মেরে হিরেটা নিয়ে নেয়, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। হিরে অতি সাঙ্ঘাতিক জিনিস। একটা হিরের জন্য কত মানুষ খুন হয়। তার ঠিক নেই।"

সন্তু বলল, "তা বলে ওই লোকটা হিরেটা নিয়ে নেবে!"

জোজো বলল, "ইশ, যদি আর খানিকটা শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো থাকত, তা হলে ওই জগ্‌গু ব্যাটাকে..."

কাকাবাবু বললেন, "হসপেট থেকে বম্বে যেতে গেলে ট্রেনে কিংবা গাড়িতে ছাড়া যেতে পারবে না। তারমধ্যেই থানায় পৌঁছে ওদের ধরার ব্যবস্থা করতে হবে।"

গোল নৌকোটার কাছে গিয়ে আগে কস্তুরী তাতে উঠে বসে বৈঠা হাতে নিল। এরপর জগ্‌গু উঠে রাইফেলটা উঁচিয়ে এদিকে চেয়ে রইল।

নৌকোটা ছাড়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কোথা থেকে যেন একটা বিরাট পাথরের চাঁই এসে পড়ল নৌকোটার ঠিক পাশ ঘেঁষে জলের মধ্যে। অমনি জগ্‌গু এদিকে গুলি চালাল একবার।

কাকাবাবু বললেন, "শুয়ে পড়, শুয়ে পড়! আমরা কিছু করিনি, তবু ও আমাদের মারতে চাইছে। আমরা এতদূর থেকে অতবড় পাথর ছুঁড়ব কী করে?"

জোজো শুয়ে পড়ে ফিসফিস করে বলল, "কে পাথর ছুঁড়ল? মোহন সিং?"

ঢিবির ওপর থেকে আবার একটা পেল্লায় পাথর এসে পড়ল গোল নৌকোর ওপরে। আর-একটা জগ্‌গুর মাথায়। এর মধ্যে নৌকোটাও উলটে গেছে, কস্তুরী আর জগ্‌গু পড়ে গেছে জলে।

কাকাবাবু বললেন, "কী ব্যাপার হল কিছু বুঝতে পারছি না। কেউ কোনও শব্দ করিস না। চুপচাপ শুয়ে থাক। দেখা যাক, এরপর কে আসে।"

এবার শোনা গেল একটা উঁচু গলায় গান! একজন কেউ গাইছে, "হোয়েং গেল! হোয়েং গেল!"

খানিকদূরে ঢিবির ওপর থেকে গড়িয়ে নেমে এল রঞ্জন আর রিঙ্কু! কস্তুরী সাঁতার জানে না। সে জলে হাবুডুবু খাচ্ছে। রিঙ্কু জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে টেনে তুলল তাকে। রঞ্জন বলল, "ও ব্যাটাকে তুলো না, ও একটু নাকানিচোবানি খাক।"

সন্তু "রঞ্জনদা" বলে চিৎকার করে ছুটে গেল ওদের দিকে!

কাকাবাবু হেসে বললেন, "রঞ্জনটা একটা খেলা দেখাল বটে। আমি তো শেষ মুহূর্তে আশাই ছেড়ে দিয়েছিলুম। চল, জোজো।"

কস্তুরী মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে হাপুস নয়নে কাঁদছে আর বলছে,

"আমার হিরে! জলে ডুবে গেল! আমার হিরে! কী সর্বনাশ হল। কেন আমাকে জল থেকে তুললে! সব গেল। সব গেল!"

জোজো হতাশভাবে বলল, "কাকাবাবু, হিরেটা জলে ডুবে গেল! এত কাণ্ডের পরও হিরেটা রাখা গেল না!"

কাকাবাবু হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, "এই নদীতে বেশি জল নেই। জেলে এনে জাল ফেলে দেখতে হবে। পাওয়া যাবে মনে হয়। পেতেই হবে!"

রঞ্জন রিঙ্কুকে জিজ্ঞেস করল, "এ-মেয়েটা এত কাঁদছে কেন? মোটে একখানা হিরে গেছে, তাতে কী হয়েছে?"

সন্তু বলল, "ও রঞ্জনদা! তুমি তো হিরেটার কথা কিছুই জানো না। এটা বিজয়নগরের হিরে, ওয়ার্লড ফেমাস, এটার জন্য আমরা কত কষ্ট করেছি..."

রঞ্জন সন্তুর কাঁধ চাপড়ে বলল, "আরে, রাখ তো হিরের কথা। হিরে মানে তো কয়লা! একটুকরো কয়লাও যা, একটা হিরেও তা।"

তারপর সে কাকাবাবুকে দেখে আনন্দে দু'হাত তুলে বিশাল শরীর নিয়ে নেচে-নেচে গাইতে লাগল। "হোয়েং গেল! সবং কিছুং ঠিকঠাকং হয়েং গেল! কাকাংবাবু, কেমং আছেন?"

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, আর একটু কাজ বাকি আছে। চলো, আগে ওপারে যাওয়া যাক। আমি আর কস্তুরী আগে খেয়া নৌকোয় যাবো। তোমরা জগ্‌গুর ওপরে নজর রাখো, ওকে ওপারে নিয়ে যাবার দরকার নেই।

কাকাবাবু এগিয়ে গিয়ে কস্তুরীর হাত ধরলেন। কস্তুরী জোর করে হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বললো, আমি এখন যাবো না!

কাকাবাবু তার চোখের দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বললেন, এখন আমি যা বলবো, তাই-ই তোমাকে শুনতে হবে। চলো, দেরি করো না!

গোল নৌকোটায় উঠে কাকাবাবু বসে পড়লেন। তাঁর চোখের ইঙ্গিত পেয়ে রঞ্জন আর সন্তু কস্তুরীকে, প্রায় চ্যাংদোলা করে তুলে দিল।

মাঝ নদীতে এসে কাকাবাবু বললেন, কস্তুরী, এত কষ্ট করে উদ্ধার করার পরেও হিরেটা হারিয়ে গেল? ছি ছি ছি, কী দুঃখের কথা!

www.boiRboi.blogspot.com

কস্তুরী বললো, নৌকোটা উল্টে গেল যে হঠাৎ ! হিরেটা জলে পড়ে গেল । এর চেয়ে আমার ডুবে মরা ভালো ছিল ! কত টাকা খরচ করেছি ! কত কষ্ট করেছি, সব গেল !

কাকাবাবু বললেন, নদীতে পড়লেও আবার তোলা যেতে পারে । অত নিরাশ হচ্ছো কেন ? এই জায়গাতেই তো পড়েছিল, তাই না ?

কস্তুরী খানিকটা ঝুঁকে পড়ে বললো, প্রায় এই জায়গায় । নদীতে স্রোত আছে । বোধহয় দূরে সরে গেছে ।

কাকাবাবু বললেন, একবার ডুব দিয়ে দ্যাখো তো, পাওয়া যায় কি না !

কস্তুরী আঁৎকে উঠে বললো, আমি ডুব দেবো ? আমি সাঁতার জানি না !

কাকাবাবু বললেন, তাতে কী হয়েছে ? একবার ডুব দাও, তারপর তোমাকে আমি ঠিক তুলবো ।

কস্তুরী দু' হাত ছড়িয়ে বললো, না, না, না, আমি পারবো না । আমি পারবো না !

কাকাবাবু বজ্র কঠিন হাতে কস্তুরীর কাঁধ চেপে ধরে বললেন, তোমাকে ডুব দিতেই হবে । কিংবা, হিরেটা যদি তুমি লুকিয়ে রেখে থাকো, তা হলে ভালোয় ভালোয় আমাকে দিয়ে দাও ! ওটা সরকারের সম্পত্তি ।

কস্তুরী বললো, আমি লুকিয়ে রাখিনি ! মিঃ রায়চৌধুরী, বিলিভ মী ! জলে পড়ে গেছে !

কাকাবাবু বললেন, তা হলে তোমাকে ডুব দিতেই হবে ।

ঠিক একটা পুতুলের মতন কাকাবাবু তাকে উঁচুতে তুলে জলে ফেলে দিলেন ।

পাড়ে রঞ্জন, রিঙ্কু, জোজো আর সন্তু অবাক হয়ে এদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে । রঞ্জন রিভলবারটা ঠেকিয়ে রেখেছে জগ্‌গুর পিঠে ।

কস্তুরী জলে ডুবতে ডুবতে কোনোরকমে একবার মাথা তুলতেই কাকাবাবু তার একটা হাত ধরে বললেন, পেলে না ? আবার ডুব দেবে ? না, তোমার কাছেই আছে, এখনো বলো !

দারুণ আতঙ্কে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে কস্তুরী কোনোরকমে বললো, আমার কাছে নেই, আমার কাছে নেই ! আমি শপথ করছি !

www.boiRboi.blogspot.com

কাকাবাবু বললেন, তা হলে আবার ডুব দাও !

কাকাবাবু কস্তুরীর মাথাটা জলের মধ্যে ঠেসে ধরে রইলেন । প্রায় মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলো কস্তুরী । তারপর কাকাবাবু আর একবার তাকে তুলতেই সে কোনোক্রমে দম আটকানো গলায় বললো, বাঁচান ! আছে !

কাকাবাবু এবার এক ঝটকায় কস্তুরীকে তুলে আনলেন নৌকোর ওপরে । হাসতে হাসতে বললেন, কোনো মেয়ে অত দামি একটা হিরে চট করে জলে ফেলে দেবে, এ কি আমি বিশ্বাস করতে পারি ? কোথায় লুকিয়েছো, বার করো !

কস্তুরী হাঁপাতে হাঁপাতে দম নিতে লাগলো । জ্বলন্ত চোখে চেয়ে রইলো কাকাবাবুর দিকে । কাকাবাবু হাসলেন । কস্তুরী ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো । তারপর জামার ভেতর থেকে বার করে আনলো সেই মুর্গীর ডিমের সমান হিরেটা ।

কাকাবাবু সেটা উঁচু করে তুলে সন্তুদের দেখিয়ে বললো, এই দ্যাখ, পাওয়া গেছে !

রঞ্জন আবার দু' হাত তুলে নাচতে নাচতে গেয়ে উঠলো, হোয়েং গেল ! পাওয়াং গেল ! সত্যি সত্যি বিজয় নগরের হিরে পাওয়াং গেল । হোয়েং গেল ! খেল খতম্ !...

॥ সমাপ্ত ॥